চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 187 Wednesday, 7 June, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৮৭ সংখ্যা ❋ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, বুধবার, ৭ জুন, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

কাতারগামী বিমানে বোমা রাখা আছে বলে চিৎকার করতে থাকেন এক যাত্রী, ছড়ায় আতঙ্ক। মঙ্গলবার ভোররাতে ৫৪১ জন যাত্রী নিয়ে কলকাতা থেকে দোহা হয়ে লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল কাতার এয়ারলাইন্সের একটি বিমানের। ...বিস্তারিত পাতা ৩

গরমে হাঁসফাঁস গলদঘর্ম অবস্থা বঙ্গবাসীর। গলা শুকিয়ে কাঠ। এহেন দাবদাহের ভয়ে সকাল ১০টার পরই রাস্তামুখো হতে চাইছেন না অনেকেই। কিন্তু বাড়ির কাজ হোক কিংবা অফিসের কাজে ঘরের বাইরে পা ফেলতেই হচ্ছে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে আমবাসা থানার পুলিশ। অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে কাঁঠালবাড়ি এলাকায় নাকা চেকিং-র সময় একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫৪ প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

দুই সেরা টেস্ট দলের মহারণে বিশেষ নজর থাকবে কয়েকজন ক্রিকেটারের দিকে। যাদের মধ্যে সবার প্রথমেই রয়েছেন বিরাট কোহলি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অজিদের প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে ভারত। ...বিস্তারিত পাতা ৮

রাজস্থানে ভাঙনের পথে কংগ্রেস, নিজের দল ঘোষণার পথে শচীন

জয়পুর, ৬ জুনঃ কর্নাটকে সফল হলেও রাজস্থানে সম্ভবত মুখ পুড়তে চলেছে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে ও প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধির। দুই নেতার সমঝোতা ফর্মুলা মানতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট। কর্নাটকে সিদ্দারামাইয়া এবং ডিকে শিব কুমাররা শেষ পর্যন্ত বিভেদ ভুলে এক ঘাটে জল খেলেও মরুরাজ্যে কংগ্রেস ভাঙনের মুখে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, ১১ জুন জয়পুরে শচীন যে মহা সমাবেশের ডাক দিয়েছেন সেখানেই নতুন দল ঘোষণা করবেন। ১১ জুন হল শচীনের বাবা প্রয়াত কংগ্রেস নেতা রাজেশ পাইলটের মৃত্যু দিন। রাজীব গান্ধির সময়ে রাজেশ ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা এবং কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের মন্ত্রী। শচীন শিবিরের খবর, তাঁর দলের নাম প্রগতিশীল কংগ্রেস। শচীনকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখার চেষ্টা হবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। রাহুল গান্ধি আমেরিকায়। কংগ্রেস সভাপতি খাড়্গে ১২ জুন পর্যন্ত খুবই ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে রাজস্থান সংকট কংগ্রেস কীভাবে মোকাবিলা করবে তা দলের কাছেই স্পষ্ট নয়। শচীন গুজ্জর সম্প্রদায়ের মুখ। রাজস্থানের রাজনীতিতে গুজ্জরদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আগের বিধানসভা ভোটের আগে তৎকালীন বিজেপি সরকারের নীতির বিরুদ্ধে শচীন তাঁর সম্প্রদায়কে সামনে রেখে গোটা রাজ্যে সফল কৃষক আন্দোলন করে প্রশাসনকে বিপাকে ফেলে দেন। তাঁর শিবিরের দাবি শচীনের ওই আন্দোলনই কংগ্রেসের ক্ষমতায় ফেরার পথ প্রশস্ত করেছিল। কিন্তু তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী না করে দল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অন্যদিকে, গেহলট শিবিরের বক্তব্য, শচীনের সঙ্গে বিজেপির বোঝাপড়া আছে। কংগ্রেসকে ভাঙিয়ে বিজেপির সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা

করেছিলেন। তাঁর সেই অতীত জানা আছে বলেই একদা গান্ধি পরিবারের ঘনিষ্ঠ এবং রাহুল গান্ধির বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাইকমান্ডের কাছে কল্কে পাচ্ছেন না। রাহুল গত ৩০ মে আমেরিকা যাওয়ার আগে গেহলট ও পাইলটের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেখানে খাড়্গেও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণু গোপাল জানান, রাজস্থানের দুই নেতাই এক সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছেন। তবে কোন ফর্মুলায় সন্ধি হয়েছে সেটা সেদিন খোলসা করেননি বেণু গোপাল। যদিও মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রীর তিক্ত সম্পর্কের বরফ যে গলেনি সেটা স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁরা দিল্লি থেকে রাজ্যে ফেরার পরই। দুই নেতাই মুখে কুলুপ এটে ছিলেন। গত শনিবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র টং'য়ে গিয়ে শচীন প্রথম ইঙ্গিত দেন তিনি হাইকমান্ডের ফর্মুলায় রাজি নন। শচীনের প্রধান দাবি, বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী মুখ হিসাবে তুলে ধরতে হবে। সেজন্য এখনই গেহলটকে মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। খাড়্গে, রাহুলরা তাঁর এই দাবি মানেননি। বলা হয়, ভোটের আর মাস ছয় বাকি। এখন মুখ্যমন্ত্রী বদল সম্ভব নয়। তবে শচীনকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করে নির্বাচন কমিটিরও শীর্ষে বসানো হবে। এই ফর্মুলাতেই কর্নাটকের বিবাদ সামলেছেন খাড়্গে, রাহুলরা। কিন্তু রাজস্থানে উল্টো চিত্র। শচীন যেমন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাননি, তেমনই মুখ্যমন্ত্রী গেহলটের শিবিরও প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রীকে অতটা জায়গা ছাড়তে রাজি নয়।

'সত্যিটা যেন চাপা দেওয়া না হয়'

সিবিআই প্রসঙ্গে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

কটক, ৬ জুনঃ করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে আজ ফের ওড়িশায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিশেষ বিমানে ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্ট পৌঁছন তিনি। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে কটক মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন হেলিপ্যাডে নামেন। সেখান থেকে সড়কপথে কটক মেডিক্যাল কলেজ যান। কটকের এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সার্জারি, নিউরোসার্জারি ও অর্থোপেডিক বিভাগে এই মুহূর্তে বাংলার ৫৭ জন চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, এদের মধ্যে ৩০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ৮ জন রয়েছেন আইসিইউতে! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও কথা বলেন। হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে ডাক্তারদের থেকে খোঁজ নেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, ''আমি কটক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে শুরু করে প্রতিটি নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য সমস্ত কর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দুর্ঘটনায় আক্রান্ত সবাইকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছেন। আমরা এখনও পর্যন্ত ১০০টি অ্যাম্বুল্যান্স পাঠিয়েছি।'' মমতা আরও বলেন, ''ওড়িশায় এখনও পশ্চিমবঙ্গের ৯৭ জন চিকিৎসাধীন। এরমধ্যে কটক মেডিকাল কলেজে ৫৭ জন চিকিৎসাধীন। আমার কাছে যা রিপোর্ট আছে, তাতে দেখছি ৩১ জন এখনও নিখোঁজ। যাঁরা ওড়িশায় চিকিৎসাধীন, তাঁরা যদি চান রাজ্যে ফিরতে, আমরা ফেরত নিয়ে যাব।'' মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সত্য যেন চাপা দেওয়া না হয়। আসল তথ্য বেরিয়ে আসুক। উল্লেখ্য, করমণ্ডল কাণ্ডের তদন্তভার নিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তদন্ত চালাচ্ছে রেল সুরক্ষা কমিশনও। মঙ্গলবারই সিবিআইয়ের ১০ জনের একটি দল পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। তাঁরা ওই এলাকাটি খতিয়ে দেখেন। তাঁরা এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি সংগ্রহ করেন। মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৫০ মিনিট নাগাদ ঘটনাস্থলে আসেন সিবিআইয়ের আধিকারিক-সহ ১০ জনের একটি দল। এদিন তারা প্রথমেই যান দুর্ঘটনাস্থলে। যে পয়েন্টে দুর্ঘটনা ঘটেছিল অর্থাৎ ১৭এ পয়েন্ট, সেখানে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিবিআই। এরপর দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের বগি দেখতে দেখতে চলে আসেন স্টেশনে।

করমণ্ডল দুর্ঘটনায় 'ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব', বাহানাগা রেল-স্টেশনে সিবিআই

বালেশ্বর, ৬ জুনঃ বাহানাগা বাজার রেল স্টেশনে ভবাবহ ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্তে এলেন সিবিআই আধিকারিকরা। মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৫০ মিনিট নাগাদ ঘটনাস্থলে আসেন সিবিআইয়ের আধিকারিক-সহ ১০ জনের একটি দল। এদিন তারা প্রথমেই যান দুর্ঘটনাস্থলে। যে পয়েন্টে দুর্ঘটনা ঘটেছিল অর্থাৎ ১৭এ পয়েন্ট, সেখানে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিবিআই। এরপর দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের বগি দেখতে দেখতে চলে আসেন স্টেশনে। স্টেশনে এসে প্রথমেই তাঁরা ঢুকে যান স্টেশন ম্যানেজারের ঘরে প্যানেল রুমে। প্যানেল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। কীভাবে প্যানেল পরিচালিত হয়, সে সম্পর্কে স্টেশন ম্যানেজার-সহ বাকি রেল কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর যান রিলে রুমের সামনে। যদিও রিলে রুমের তালা বা ডবল লক খুলে ভেতরে তাদের যেতে দেখা যায়নি। এদিন স্টেশন ম্যানেজারের ঘরে বসে বসেই সিবিআই একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেন। স্টেশন অপারেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি সংগ্রহ করেন। এই দুর্ঘটনায় বার বার সামনে আসছে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব। তাই প্যানেল রুম দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সূত্রের খবর, পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ওড়িশার বালাসোরে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার পর উঠছে রেলের গাফিলতির অভিযোগ। বিরাট চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সামনে আসার পরেও রেল আমল দেয়নি বলে অভিযোগ। রেলের সিগন্যালিং ব্যবস্থায় বড়সড় গন্ডগোল রয়েছে। চার মাস আগে বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়ে সতর্ক করেছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার হরিশঙ্কর বর্মা। ওই জোনের জেনারেল ম্যানেজারকে লেখা চিঠিতে সিগন্যালিং ও পয়েন্টের তালমিলের বড়সড় গলদ রয়েছে। রিপোর্টে বিস্তারিত জানিয়ে একটি দুর্ঘটনার বিষয়েও বিশদে জানিয়েছিলেন তিনি। করমণ্ডল-কাণ্ডের পর তা নিয়ে কোনও সতর্কতাই অবলম্বন করা হয়নি বলে বিরাট অভিযোগ উঠে আসছে। আপ মেন লাইনে যাওয়ার জন্য সিগন্যাল সবুজ হয়ে থাকলেও, পয়েন্ট অর্থাৎ যার মাধ্যমে ট্রেন লাইন-পরিবর্তন করে তার অভিমুখ খোলা ছিল লুপ লাইনের দিকে। করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে প্রাথমিক তদন্তে এই তত্ত্ব উঠে আসতেই তোলপাড় হচ্ছে দেশ। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার হরিশঙ্কর বর্মা

দুর্ঘটনা নিয়ে সাবধান করার পরেও কীভাবে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের এমন ঘটনা ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হরিশঙ্কর বর্মার রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৮ ফেব্রুয়ারি মাইসুরু ডিভিশনে ১২৬৪৯ আপ সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস হোসদুর্গ স্টেশন ছাড়ার পরে আপ লাইনে যাওয়ার সিগন্যাল পান চালক। কিন্তু কিছুটা এগোতেই দেখতে পান, সিগন্যাল আপ লাইনে যাওয়ার জন্য সবুজ থাকলেও, পয়েন্ট ডাউন লাইনের দিকে খুলে রয়েছে। সে দিন সম্পর্কক্রান্তির চালক পয়েন্টের গন্ডগোল দেখেই ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে ট্রেনের গতিবেগ কম থাকা ও চালক সতর্ক থাকার কারণে সম্পর্কক্রান্তির ডাউন লাইনে যাওয়া আটকানো সম্ভব হয়েছিল। ঘটনাচক্রে, ওই লাইনে কয়েক মিনিট পরেই একটি মালগাড়ি আসার কথা ছিল। অর্থাৎ, সে দিন চালক সতর্ক না থাকলে, চার মাস আগেই করমণ্ডল এক্সপ্রেসের মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকত সারা দেশ। গত শুক্রবার লৌহ আকরিক বোঝাই করা মালগাড়িতে ধাক্কা লেগে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা এড়াতে পারল না করমণ্ডল এক্সপ্রেস। জানা গিয়েছে, লুপ লাইনে ঢোকার সময় করমণ্ডলের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১২৮ কিমি, যা থাকার কথা ১৫-৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা।

একশো দিনের কাজের টাকা কেন আটকে?

১০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রের থেকে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা নিয়ে রাজ্য সরকার বার বার সরব হয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রাখার ইস্যুতে ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও হয়েছে। প্রকল্পের টাকা কেন বন্ধ করা হল? সেই নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিল খেত মজদুর কমিটি। দাবি ছিল, অবিলম্বে যাতে প্রকল্পের টাকা চালু করা হয়। সেই মামলায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ এবার কেন্দ্রের থেকে রিপোর্ট তলব করলেন। পশ্চিমবঙ্গে কেন একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা হয়েছে, সেই বিষয়ে কেন্দ্রের জবাব চেয়ে পাঠিয়েছে আদালত। উল্লেখ্য, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্রের থেকে প্রায় ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে রাজ্যের। 'মনরেগা' প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্যে বেশ কিছু বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে, ভুয়ো নাম ব্যবহার করে একশো দিনের কাজের টাকা তোলার যে অভিযোগ উঠে এসেছে, সেই অভিযোগগুলি যথাযথভাবে তদন্ত করে দেখার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। কেন্দ্রের উদ্দেশে হাইকোর্টের মন্তব্য, 'রাজ্যের অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট কেন্দ্র হয় গ্রহণ করুক, নয়তো বাতিল করুক। কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে।' হাইকোর্টের নির্দেশ, আগামী ১০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রকে ওই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। জুলাই মাসে এই সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। উল্লেখ্য, এদিন রাজ্যের তরফে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী সম্রাট সেন। তাঁর বক্তব্য, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে কেন্দ্র একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর থেকে রাজ্যের তরফে ৪-৫টি অ্যাকশন টেকেন রিপোর্টও পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের কাছে। রাজ্যের বক্তব্য, কেন্দ্রকে একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে লাখ লাখ সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার না হতে হয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও কোনও ফল হয়নি বলেই আদালতে জানান আইনজীবী সম্রাট সেন। অন্যদিকে কেন্দ্রের তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য এদিন আদালতে জানান, একশো দিনের কাজের টাকা 'লুঠ' করার একাধিক অভিযোগ রয়েছে কেন্দ্রের কাছে। ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বানিয়ে, ভুয়ো জব কার্ড বানিয়ে, মিথ্যা টেন্ডার দেখিয়ে 'মনরেগা' প্রকল্পের টাকা লুঠ করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানান অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল।

রেল দুর্ঘটনার মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৮৮

ভুবনেশ্বর, ৬ জুনঃ বালেশ্বরের রেল দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৮৮। গত শুক্রবার ঘটে যাওয়া এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় ২৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে এর আগে জানানো হয়েছিল। এ দিন ওড়িশার মুখ্যসচিব প্রদীপ জেনা জানিয়েছেন, গত শুক্রবারের এই রেল বিপর্যয়ে মৃতের চূড়ান্ত সংখ্যা ২৮৮। ওড়িশার মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, বিভিন্ন হাসপাতাল, মর্গ এবং অন্যান্য জেলার থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই মৃতদের এই সংখ্যায় উপনীত হয়েছেন বালাসোরের জেলাশাসক। ট্যুইটারে ওড়িশার মুখ্যসচিব আরও জানান, এখনও পর্যন্ত ২০৫টি মৃতদেহ শনাক্ত করে পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ৮৩টি দেহ এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। গত শুক্রবার করমণ্ডল এক্সপ্রেস এবং যশবন্তপুর এক্সপ্রেস ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ার পর একসময় মৃতের সংখ্যা ২৯৫ ছুঁয়েছিল বলে ওড়িশা এবং রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। পরে সেই ঘোষণা সংশোধিত করে মৃতের সংখ্যা ২৭৫ বলে জানানো হয়। এবার আরও বাড়ল মৃতের সংখ্যা। মৃত এবং আহতদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যক মানুষই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। এদিকে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার তদন্ত, মৃতদেহের শনাক্তকরণের কাজ যত এগোচ্ছে, ততই বিভীষিকাময় তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। রেলের দাবি, করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৮৮ জনের। আর তার মধ্যে অন্তত ৪০ জনের দেহে ক্ষতের কোনও চিহ্ন নেই। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। সম্প্রতি রেলের তরফে এমনই একটি তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।

বাংলায় বেসরকারি স্কুলগুলো যা ইচ্ছে ফি নিতে পারবে না হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ পয়সা যার, শিক্ষা তার? শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারেও ফেল কড়ি, মাখো তেল' বন্দোবস্ত চলবে? দেশের রাজনীতিতে এই প্রশ্ন আজকের নয়। বাংলায় বেসরকারি স্কুলগুলির ফি বৃদ্ধি এবং তাতে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত মামলায় কার্যত সেই পর্যবেক্ষণই জানালেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এদিন বিচারপতি তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষা কখনও পণ্য হতে পারে না। এটা বিক্রির বিষয়বস্তু নয়। যে যেমন ইচ্ছে দাম নেবে-এটা চলতে পারে না। এখানেই থামেননি বিচারপতি বসু। তাঁর আরও পর্যবেক্ষণ, বেসরকারি স্কুলগুলির ফি কাঠামোতে কোনও সামঞ্জস্য নেই। যে যেমন পারছে টাকা নিচ্ছে। এটা হতে পারে না। সন্দেহ নেই বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় খরচ এখন আকাশ ছোঁয়া। সিবিএসই বা আইসিএসই বোর্ডের কলকাতা ও জেলার বড় স্কুলগুলির খরচ শুনলে চোখ কপালে উঠবে। পূর্ব কলকাতায় একাধিক স্কুলে ক্লাস টু বা থ্রির ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাসিক বেতন ৮ থেকে ২১ হাজার টাকা। এ হেন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার একটা অভিন্ন ফি কাঠামো করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু স্কুলগুলি তাতে আপত্তি জানায়। তা নিয়েই মামলা হয় হাইকোর্টে। এদিন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু স্পষ্টই বলেন, ''বেসরকারি স্কুলের ফি কাঠামোর বিষয়ে অবশ্যই রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি।'' এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য জানতে চেয়েছে আদালত। বিচারপতি বসু এদিন বলেছেন, ''আদালত এ নিয়ে কোনও সংঘাত চায় না। বরং সুষ্ঠু সমাধান চায়। আগামী ২১ জুন ফের এই মামলার শুনানি হবে।''

কুস্তি ফেডারেশনের প্রধান ব্রিজভূষণের বাড়িতে দিল্লি পুলিশের হানা, নথিভুক্ত ১২ জনের বক্তব্য

নয়াদিল্লি, ৬ জুনঃ ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের বাড়িতে মঙ্গলবার হানা দিল দিল্লি পুলিশ। অভিযুক্ত কুস্তি কর্তার উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে ১২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করল তারা। দীর্ঘ দিন ধরেই ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছেন কুস্তিগিরেরা। সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ারা এফআইআর করেছিলেন। কিন্তু দিল্লি পুলিশ প্রথমে জানিয়েছিল যে, ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পায়নি তারা। পুলিশ যে ১২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, তাঁদের মধ্যে ব্রিজভূষণ রয়েছেন কি না তা জানা যায়নি। ব্রিজভূষণ নিজে বাড়িতে ছিলেন কি না তা-ও জানা যায়নি। যাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে, তাঁদের নাম, ঠিকানা এবং পরিচয়পত্র নিয়েছে দিল্লি পুলিশ। প্রমাণ হিসাবে এই তথ্য নিয়েছে তারা। ব্রিজভূষণের পাশে দাঁড়ানো বিভিন্ন মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত মোট ১৩৭ জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। অলিম্পিকস্ক পদকজয়ী সাক্ষী, বজরংদের অভিযোগ, মহিলা কুস্তিগিরদের উপর যৌন নির্যাতন করতেন ব্রিজভূষণ। যা অস্বীকার করেছেন কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দু'টি এফআইআর নিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। দু'টি এফআইআরে মোট ১০টি নিগ্রহের ঘটনার উল্লেখ করেছেন সাক্ষী, বজরংরা। সেখানে নির্দিষ্ট করে বলা আছে কোথায়, কখন, কাকে নিগ্রহ করেছেন ব্রিজভূষণ। সেখানে নাবালিকাকে নিগ্রহের অভিযোগও রয়েছে। তাঁরা ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে বক্তব্যও রেখেছেন। সেগুলিও এফআইআরে উল্লেখ করা রয়েছে। ২৮ এপ্রিল দিল্লি পুলিশের কাছে এফআইআর করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রিজভূষণ মেয়েদের নিগ্রহ করেছেন। বিনিময়ে বাড়তি সুবিধা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ। তিনি মেয়েদের শরীর অস্বস্তিকর ভাবে ছুঁয়েছেন বলে এফআইআরে লেখা হয়েছে। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ৩৫৪, ৩৫৪এ এবং ৩৪ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা

হয়েছে। একটি এফআইআরে বলা হয়েছে ছ'জন প্রাপ্তবয়স্ক কুস্তিগিরের কথা। দ্বিতীয়টিতে এক অপ্রাপ্তবয়স্ক কুস্তিগিরের বাবা অভিযোগ করেছেন ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। এক কুস্তিগির জানান, তাঁর কাছে ফোন ছিল না। পরিবারের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেওয়ার নাম করে অভিযোগকারী কুস্তিগিরকে ঘরে ডাকেন ব্রিজভূষণ। ফোন দেওয়ার নাম করে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন অভিযুক্ত কর্তা। প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ করেছেন ওই কুস্তিগির। তিনি বলেন, ''ওই ঘটনার পর মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। ভুলতে পারছিলাম না। আমাকে জোর করে জড়িয়ে ধরা হয়। নিজের ফোন নম্বর বদলাতে বাধ্য হই।'' সাক্ষীরা দিল্লির যন্তর মন্তরের সামনে ধর্না দিচ্ছিলেন। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের দিনে সেই দিকে যাচ্ছিলেন কুস্তিগিরেরা। সেই সময় দিল্লি পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। জোর করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কুস্তিগিরদের। ১৯৮৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপজয়ী দল কুস্তিগিরদের সমর্থন করেন। কপিলেরা বলেন, 'আমাদের দেশের কুস্তিগিরদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তা দেখে আমরা মর্মাহত। বহু কষ্টে অর্জিত পদক গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার যে ভাবনা কুস্তিগিরদের মধ্যে এসেছে সেটা দেখে আমরা চিন্তিত। বহু দিনের পরিশ্রমের পর পদক জিতেছে তারা। অনেক ত্যাগ করতে হয়েছে এই পদক পেতে। আমরা অনুরোধ করব এমন কোনও বড় পদক্ষেপ যেন তারা না করে। আশা করব খুব তাড়াতাড়ি বিচার পাবে কুস্তিগিরেরা। দেশের আইনের উপর ভরসা রাখুক তারা।' এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন রজার বিন্নী। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি বলেন, ''কুস্তিগিরদের আন্দোলন নিয়ে আমি কোনও রকম বার্তা দিইনি। বিশ্বাস করি যে আধিকারিকেরা কাজ করছেন এই সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে। খেলার সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়।''

২০২৪-এর মার্চের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরে ১২৯টি স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র চালু হবে ঃমনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ৬ জুন ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ১২৯টি স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র চালু করতে প্রস্তুত সরকার। গত শুক্রবার জোর দিয়ে বলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে ১২৯টি স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র চালু করা হবে জম্মু ও কাশ্মীরে।তিনি আরও বলেছেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে, ১৭টি নতুন আয়ুষ ডিসপেনসারি চালু করা হয়েছে এবং চলতি বছরে আরও ১৭টি ডিসপেনসারি কার্যকর করা হবে। তিনি আরও বলেন, কুলগাম, কুথুয়া, কুপওয়ারা, কিশতওয়ার এবং সাম্বা-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের পাঁচটি জেলায়, আমরা প্রতিটিতে ৫০টি শয্যার সমন্বিত আয়ুষ হাসপাতাল স্থাপন করছি। ২০২০ সাল থেকে কোভিড প্রাদুর্ভাবের পরে, জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যার অন্তত অর্ধেক নাগরিককে আয়ুশ অনাক্রম্যতা বুস্টার এবং সহায়তা ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

কর্ণাটকের ইয়াদগিরিতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে গাড়ির ধাক্কা মৃত ৫, আহত কমপক্ষে ১৩ জন

ইয়াদগিরি, ৬ জুন ঃ কর্ণাটকের ইয়াদগিরি জেলায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন ৫ জন। এছা।াও কমপক্ষে ১৩ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ইয়াদগিরি জেলার বালিচক্র গ্রামের কাছে ১৫০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিহতরা হলেন- মুনির (৪০), নেয়ামত (৪০), মুদ্দাত শির (১২), রমিজা বেগম (৫০) ও সুম্মি (১২)। মৃতরা সবাই আত্মীয়।পুলিশ জানিয়েছে, ক্রুজার গাড়িটি অন্ধ্রপ্রদেশের নান্দিয়াল জেলা থেকে কালাবুরাগীর খাজা বন্দ্যোওয়াজা দরগার উরুস যাত্রার জন্য আসছিল। এই সময় বালিচক্রের কাছে রাস্তার পাশে রাখা একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এই ঘটনায় মোট ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্রুজারের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লরির সঙ্গে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ১৩ জন আহত হয়েছেন এবং ইয়াদগিরি জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। হাসপাতালে ভর্তি ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

হাইতিতে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে ৪২ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ কমপক্ষে ১১

পোর্ট-অ-প্রিন্স, ৬ জুন ঃহাইতিতে প্রবল বর্ষণের ফলে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে কমপক্ষে ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১১ জন নিখোঁজ রয়েছেন। এই দেশের ১০ বিভাগের মধ্যে সাতটি এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কবলে পড়েছে। হাইতিতে প্রবল বর্ষণে ৩৭ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এবং ১৩ হাজার ৪০০ জন গৃহহীন হয়ে প।েছেন। এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সের প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লিওগান শহরের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাইতির আধিকারিকরা জানান, সেখানে কমপক্ষে ২০ জন প্রাণ হারিয়েছে। লিওগানের মেয়র আর্নসন হেনরি বলেন, দুর্যোগের কবলে পড়ে বাসিন্দারা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। বন্যার জল তাঁদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে এবং গবাদিপশু ভেসে গিয়েছে। শহরের হাজারো পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বিশুদ্ধ জল ও ওষুধের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বন্যার কারণে সারাদেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এতে শত শত ঘরবাড়ি ধ্বংস এবং বেশ কয়েকটি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ জার্মান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত রাজনাথ ও বরিস

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ নতুন দিল্লিতে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে দিনের শুরু করলেন জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির জাতীয় যুদ্ধ স্মারক পরিদর্শন করেন পিস্টোরিয়াস, ভারতীয় সশস্ত্র

বাহিনীর শহীদ বীরদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন তিনি। এদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের উপস্থিতিতে জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয়।এরপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তাঁর জার্মান সমকক্ষ বরিস পিস্টোরিয়াসের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেছেন। দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং জার্মান ফেডারেল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াসের নেতৃত্বে প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনাও হয়েছে। উল্লেখ্য, ৪-দিনের সফরে এখন ভারত সফরে রয়েছেন জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

ডোভাল এবং অস্টিন কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল সোমবার মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিনের সাথে দেখা করে সামুদ্রিক, সামরিক এবং মহাকাশ খাতে দুদেশের মধ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সহযোগিতা বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন রবিবার দু'দিনের সফরে ভারতে এসেছেন।সূত্রের মতে, ডোভাল, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহ-উৎপাদন এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-এর মতো উদ্যোগের মতো দেশীয় সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে অলোচনা করেন।উভয় পক্ষই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহ বৈশ্বিক গুরুত্বের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা নিরাপত্তা স্বার্থ এবং সামরিক ডোমেনে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি দেন। নির্ভরযোগ্য সরবরাহের উৎস, শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল এবং শিল্পগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ভারতীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মতো বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুলির তাদের জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন অবস্থান নেওয়ার স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং তাদের উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় সরকারের সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা

শক্তি বাড়ল ভারতীয় নৌসেনার, সমুদ্রের নীচের লক্ষ্যে আঘাত হানল দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি টর্পেডো

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ সমুদ্রের নীচের লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁত ও সফলভাবে আঘাত হানল দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি টর্পেডো। ফলে ভারতীয় নৌসেনার অস্ত্রভাণ্ডার আরও শক্তিশালী হল। মঙ্গলবার এই টর্পেডোর পরীক্ষা করে নৌসেনা এবং ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)। পরীক্ষা সফল হওয়ার পর নৌসেনার তরফে টুইট করা হয়, আরও একটা নতুন মাইলস্টোন পেরোলাম আমরা। নৌসেনা জানিয়েছে, সমুদ্রের নীচের লক্ষ্যবস্তুকে একেবারে নিখুঁত ভাবে আঘাত হেনেছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই 'হেভিওয়াড টর্পেডো'। একইসঙ্গে নৌসেনা জানিয়েছে, আত্মনির্ভর তার আরও এক নজির সৃষ্টি করল এই দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই টর্পেডো। শুধু তাই-ই নয়, এই টর্পেডো নৌসেনাক অস্ত্রভাণ্ডারকে আরও মজবুত করা হয়েছিল।

দৈনিক সংক্রমণ কমে ১২৪ আরোগ্যের সংখ্যায় বৃদ্ধি, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু দু'জনের

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আবারও কিছুটা কমেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১২৪ জন, এই সময়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩,০০১-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। দু'জনের মৃত্যুর পর মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৮৪ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৬,৯৯৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৬১৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,১৩,৮৬৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ জুন সারা দিনে ভারতে ৪০,৫৯৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বাড়ির মহিলাদের বাঁচাতে দল ছাড়ছেন কর্মীরা, পাক সেনা ও সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইমরান

লাহোর, ৬ জুন ঃতেহরিক-ই-ইনসাফ পাকিস্তানের (পিটিআই) সদস্যদের দল ছাড়তে চাপ দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের পরিবারের মহিলাদের নিশানা করা হচ্ছে। পাক সরকার ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন পিটিআই প্রধান ইমরান খান।নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে একটি মেসেজের স্ক্রিনশট শেয়ার করে ইমরান দাবি করেন, তাঁর দলের কর্মীদের উপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি করা হচ্ছে। বাড়ির মহিলাদের নিশানা করা হচ্ছে। শরিফ সরকার ও পাক সেনাক দিকে আঙুল তুলে পিটিআই প্রধানের দাবি, স্ক্রিনশটটি পাঠিয়েছেন দলেরই এক বিপন্ন সদস্য। সেখানে লেখা আছে, ' উপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি করা হচ্ছে চেয়ারম্যান সাহেব। আর সহ্য করতে পারছি না। এবার আমার পরিবারের মহিলাদের নিশানা করা হচ্ছে। এখন আত্মহত্যা করা বা সংবাদ সম্মেলন ডেকে দলত্যাগ করা ছাড়া আমার কাছে অন্য কোনও পথ খোলা নেই।'উল্লেখ্য, গদিচ্যুত হওয়ার পর থেকেই সেনাবাহিনী ও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের দল মুসলিম লিগ (নওয়াজ)-এর বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন ইমরান। ' অভিযোগ, আগামী সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দলকে আটকানোই মূল লক্ষ্য বিপক্ষের। তাই রাষ্ট্রীয় অত্যাচার চালিয়ে তাঁর দলকে দুর্বল করতে মরিয়া পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। গত শুক্রবার একটি বিদেশি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকারে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডির বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষনা করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) পার্টির প্রধান ইমরান খান।লাহোরের জামান পার্কের বাসভবনে বসে ইমরান বলেন, অক্টোবরের মাঝামাঝির মধ্যে ভোট করাতেই হবে। শাসকের মনোভাব, হল তার মধ্যে পিটিআইকে যতটা দুর্বল করা যায়, করে দেওয়ার। তাতে দেশে আবার একটি দুর্বল সরকার আনতে সুবিধা হবে। যে দিন শাসক বুঝতে পারবে, পিটিআই আর ভোটে জেতার অবস্থায় নেই, সে দিনই ভোট ঘোষণা হবে।

ইউক্রেনে জলাধারের বাঁধ উড়িয়ে দিলো রাশিয়া, জরুরি বৈঠক ডাকলেন জেলনস্কি

কিয়েভ, ৬ জুন ঃ দক্ষিণ ইউক্রেনের বড় একটি জলাধারের বাঁধ উড়িয়ে দিয়েছে রাশিয়া। বাঁধটি রাশিয়া-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অবস্থিত। মঙ্গলবার ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ডার তার ফেসবুক পেইজে বলেছেন, কাখোভকা (জলাধার) রুশ দখলদার বাহিনী উড়িয়ে দিয়েছে।সেনাবাহিনী বলছে, বাঁধটির ক্ষতির পরিমাণ, জলের গতি ও প্লাবনের সম্ভাব্য এলাকাগুলো শনাক্ত করা হচ্ছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাস একটি অজ্ঞাত সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলেছে, বাঁধটি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং অঞ্চলটি প্লাবিত হচ্ছে।নোভা কাখোভকারে মস্কো নিযুক্ত মেয়রের বরাত দিয়ে রাশিয়ান সংবাদ সংস্থা আরআইএ নভোস্তি বলছে, এ ঘটনার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করা হয়েছে।বাঁধটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর থেকে ডেনিপার নদীর জলস্তর বা।ছে। নদীর তীরের বেশ কয়েকটি গ্রাম থেকে লোকজনকে সরে যেতে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছে খেরসন অঞ্চলের ইউক্রেনীয় সামরিক প্রশাসন।এক টেলিগ্রাম বার্তায় প্রশাসন জানিয়েছে, জলেরস্তর বাড়ছে। যারাই বিপদজনক অবস্থায় আছে তাদের অবশ্যই সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। পুলিশ সদস্যদের নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের সচিব ওলেক্সি দানিলভ বলেছেন, বাঁধে বিস্ফোরণের পর প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক ডেকেছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করলেন মাইক পেনস

ওয়াশিংটন, ৬ জুন ঃ ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেনস। এরইমধ্যে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করেছেন তিনি। রিপাবলিকান দলের ভেতরেই কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে মাইক পেনসকে। কারণ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে রেখেছেন।এছাড়া ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডেস্যানটিস, সিনেটর টিম স্কট, সাউথ ক্যারোলিনার সাবেক গভর্নর নিক্কি হ্যালে রিপাবলিকান দলের ভেতর নিজেদের নাম ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে। নর্থ ডাকোটার গভর্নর ডগ বারগাম এবং নিউ জার্সির সাবেক গভর্নর ক্রিস ক্রিসটিও কিছুদিনের মধ্যেই নিজেদের নাম ঘোষণা করতে পারেন।স্থানীয় সময় সোমবার নিজের কাগজ জমা দিয়েছেন মাইক পেনস। আইওয়া থেকে তিনি প্রচার শুরু করতে পারেন। পেনস প্রথমে একটি ভিডিও বার্তা এবং তারপরে একটি বক্তৃতা দিয়ে প্রচার শুরু করবেন বলে তার ভোট ম্যানেজাররা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন।৬৩ বছরের পেনস অর্থডক্স বলে পরিচিত। ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর ক্ষেত্রে তিনি সরব ছিলেন। আবার অ্যাবরশন বা গর্ভপাতের তীব্র বিরোধিতাও করেছিলেন তিনি। ক্যাপিটল ভবনে হামলার পর থেকে পেনস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। পেনস প্রকাশ্যে ক্যাপিটল হামলার প্রতিবাদ করেন। শুধু তা-ই নয়, ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ২০২০ সালের নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। পেনস সেই অভিমতও সম্পূর্ণ খারিজ করে দেন। বস্তুত, তখন থেকেই দুই রিপাবলিকান নেতার দূরত্ব তৈরি হতে থাকে।

আরব সাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে, বর্ষার আগমণেও বিলম্ব

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ আরব সাগরের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে, যা সোমবারই নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের উপর নিম্নচাপটি উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং আগামী ১২ ঘন্টার মধ্যে আরব সাগরের পূর্ব-মধ্য ও সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্বে একটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। তবে ঘূর্ণিঝড়টি তৈরি হলে তার গতিপথ কোন দিকে হবে, তা এখনও জানা যায়নি। আরব সাগরের পরিস্থিতি উপর নজর রেখেছেন আবহবিদরা।এদিকে, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গিয়েছে, এখনও দেশে আগমণ হয়নি বর্ষার। গরমে হিমশিম খাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে স্বস্তি পেতে বর্ষার অপেক্ষায় সকলে। কিন্তু সেই বর্ষারই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এই ঘূর্ণিঝড়। সেই ঝড় তৈরির কারণেই বর্ষা এ বার দেরিতে ঢুকতে পারে দেশে। এমনটাই মনে করছে আইএমডি। দেশে বর্ষা আসার স্বাভাবিক সময় ১ জুন। দেশের মধ্যে কেরলে প্রথম বর্ষা পা রাখে। আগেই মৌসম ভবন জানিয়েছিল, এ বার দেশে বর্ষা ঢুকতে দেরি হবে। কেরলে ৪ জুন বর্ষার আগমন ঘটতে পারে। কিন্তু এখনও অধরা সে।

অসমে ঘোষিত উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলঃকলা শাখায় ৭০.১২, বিজ্ঞানে ৮৪.৯৬ এবং বাণিজ্য শাখায় উত্তীর্ণের হার ৭৯.৫৭ শতাংশ

গুয়াহাটি, ৬ জুন ঃ অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (এএইচএসইসি) পরিচালিত ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য শাখার ফলাফল আজ মঙ্গলবার একসঙ্গে ১১টি ওয়েবসাইটে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আজ ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী কলা শাখায় উত্তীর্ণের হার ৭০.১২ শতাংশ, বাণিজ্য শাখায় ৭৯.৫৭ শতাংশ এবং বিজ্ঞান শাখায় উত্তীর্ণের হার ৮৪.৯৬ শতাংশ। ঘোষিত ফলাফলে এবার উত্তীর্ণের হার গত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে বলে দেখা গেছে। গত বছর কলায় ৮৩.৪৮, বিজ্ঞানে ৯২.১৯ এবং বাণিজ্যে ৮৭.২৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছিলেন।কলা শাখায় মোট ৪৯০ নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছেন নগাঁওয়ের রামানুজন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র সংকল্পজি শইকিয়া, বিজ্ঞানে ৪৮৪ নম্বর পেয়ে নগাঁওয়ের নিখিলেশ দত্ত এবং

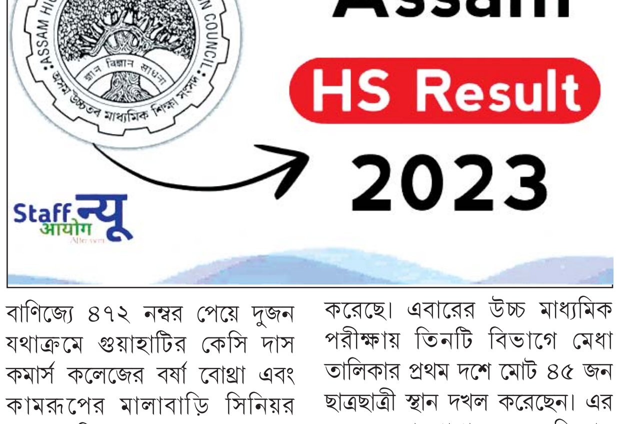

বাণিজ্যে ৪৭২ নম্বর পেয়ে দুজন যথাক্রমে গুয়াহাটির কেসি দাস কমার্স কলেজের বর্ষা বোথ্রা এবং কামরূপের মালাবাড়ি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের সুকন্যা কুমার। মঙ্গলবার সকাল ০৯ঃ০০টা বাজার সঙ্গে অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ তাদের ১১টি অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে চলতি ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনটি বিভাগে মেধা তালিকার প্রথম দশে মোট ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী স্থান দখল করেছেন। এর মধ্যে কলা শাখায় ১৫, বিজ্ঞান শাখায় ১৬ এবং ১৪ জন ছাত্রছাত্রী বাণিজ্য শাখায় মেধা তালিকার শীর্ষ স্থান অধিকার করেছেন।এ বছর ৩,২৯,৯০১ জন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করতে ৭৭ দিন সময় নিয়েছে অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ। গতবারের (২০২২ সাল) তুলনায় এবার ১,২৪,২৭৬ জন ছাত্রছাত্রী বেশি। গত বছর ২,০৫,৬২৫ জন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করতে ৭৬ দিন সময় নেওয়া হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে পাশের শতাংশ গত বছরের (২০২২) তুলনায় এ বছর কিছুটা কম।এদিকে, এ বছর ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে কলা শাখায় ২৮,৬৫১ জন শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগে, ৫৮,৮৬৯ জন শিক্ষার্থী দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৯৫,৬৬০ জন শিক্ষার্থী তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছেন। এভাবে বিজ্ঞান শাখায় ১৮,৮৬৮ জন প্রথম বিভাগে, ১৬,৪৫৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৪,০৮২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন।অন্যদিকে বাণিজ্য শাখায় ৫,২৫৪ জন প্রথম বিভাগে, ৬,৪৮৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৪,৫০৫ জন শিক্ষার্থী তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছেন।

সুরিনামের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে সম্মানিত রাষ্ট্রপতি, মুর্মু বললেন গোটা ভারতের জন্য গর্বের বিষয়

পরমারিবো, ৬ জুন ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সুরিনামের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান - দ্য গ্র্যান্ড অর্ডার অফ দ্য চেইন অফ ইয়েলো স্টার পেয়েছেন। সুরিনামের রাজধানী পারমারিবোতে সোমবার সে দেশের রাষ্ট্রপতি চন্দ্রিকা প্রসাদ সান্তোখি তাঁকে এই সম্মান প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু-ই প্রথম ভারতীয়, যিনি এই পুরস্কার পেলেন।সুরিনামের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পাওয়ার পর শ্রীমতি মুর্মু বলেন, এই সম্মান শুধুমাত্র তাঁর জন্য নয়, গোটা ভারতের জন্য গর্বের বিষয়। রাষ্ট্রপতি মুর্মু টুইট করে জানান, সুরিনামের সর্বোচ্চ সম্মান গ্র্যান্ড অর্ডার অফ দ্য চেইন অফ দ্য ইয়েলো স্টার পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত। এই স্বীকৃতি শুধুমাত্র আমার জন্য নয়, ভারতের ১.৪ বিলিয়ন জনগণের জন্যও, যাদের আমি প্রতিনিধিত্ব করি। আমি এই সম্মানটি ভারত-সুরিনাম সম্প্রদায়ের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও উৎসর্গ করছি, যারা আমাদের দুই দেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ককে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তেল উৎপাদন কমানোর ঘোষণা সৌদির, বিশ্ববাজারে বাড়ল জ্বালানির দাম

সৌদি, ৬ জুন ঃ আচমকাই তেল উৎপাদন কমানোর ঘোষণা করেছে সৌদি আরব। রবিবার বিশ্বের অন্যতম তেল উৎপাদককারী দেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী জুলাই মাস থেকে প্রতিদিন ১০ লক্ষ ব্যারেল তেল কম উৎপাদন করা হবে। আর ওই ঘোষণার পরেই গত সোমবার আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়েছে।সৌদি আরব তেলের উৎপাদন কমানোর ঘোষণা করার পরেই বেন্ট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ২.৭৭ শতাংশ অর্থাৎ ১.৫১ ডলার বেড়েছে। প্রতি ব্যারেলের দাম দাঁড়িয়েছে ৬৪ ডলার। আর ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের (ডব্লিউটিআই) দাম ব্যারেল প্রতি বেড়েছে ২ শতাংশ। নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ৭৩.১৫ ডলার। বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়ায় মূলত স্বল্প আয়ের এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে জ্বালানি তেল কিনতে হিমশিম খেতে হবে।শুধু সৌদি আরব নয়, তেল উৎপাদন কমানোর ঘোষণা করেছে রাশিয়ার নেতৃত্বাধিন ওপেক প্লাস-ও। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী বছর অর্থা ২০২৪ সাল থেকে প্রতিদিন ১৪ লক্ষ ব্যারেল তেল কম উৎপাদন করা হবে। জেনেভায় দীর্ঘ সাত ঘন্টা ধরে বৈঠক শেষে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তেল উৎপাদক দেশগুলি জ্বালানির উপাদন কম করার রাস্তায় হাঁটার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আগামী বছর জ্বালানির দাম বাড়ার পাশাপাশি তেল নিয়ে হাহাকারও দেখা দিতে পারে।

ভূমিকম্পে কাঁপল হরিয়ানার ঝাজ্জর

চন্ডীগড়, ৬ জুন ঃ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হরিয়ানার ঝাজ্জর জেলা। মঙ্গলবার সকাল ৭.০৮ মিনিট নাগাদ ঝাজ্জর জেলায় হালকা কম্পাঙ্কের ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ২.৫।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৭.০৮ মিনিট নাগাদ হরিয়ানার ঝাজ্জর জেলায় ২.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ঝাজ্জর থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে, গুরুগ্রাম থেকে ৪২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১২ কিলোমিটার গভীরে। ২৮.৭১ অক্ষাংশ ও ৭৬.৭০ দ্রাঘিমাংশ।

ইংল্যান্ডের পরিবেশ ভাবাচ্ছে ভারত অধিনায়ককে

লন্ডন, ৬ জুনঃ ওভালে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই শুরু। লড়াইয়ে মুখোমুখি আইসিসি র‍্যাঙ্কিয়ে প্রথম দুটি দল ভারত-অস্টেলিয়া। এবার ম্যাচ জিতে ভারত আইসিসি খেতাব জয়ের দীর্ঘ খরা কাটাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু ম্যাচের আগে ভারত অধিনায়ক ইংল্যান্ডের পরিবেশ নিয়ে খানিকটা উদ্বেগে।ভারত অধিনায়কের মতে, ইংল্যান্ডের পরিবেশে সবসময়ই ব্যাটারদের জন্য চ্যালেঞ্জিং। এনিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ইংল্যান্ডের পরিবেশ সাধারণত ব্যাটারদের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং। এখানে আবহাওয়া সবসময়ই বদলাতে থাকে, তাই ব্যাটাররা কখনই সেট হয় না। বোলারদের বিরুদ্ধে ঠিক কোন সময়ে আক্রমণ করা উচিত, সেটা জানাটা ভীষণ জরুরি। এই মাঠের উইকেটটা ব্যাটিংয়ের জন্য অবশ্যই সেরা। তবে টেস্ট ক্রিকেট তো সবসময়ই অধিনায়ক হিসাবে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে। তাই তো টেস্ট ক্রিকেটে সকলেই খেলার জন্য মুখিয়ে থাকে।'

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে পাঞ্জারিপাড়া শ্মশান

দক্ষিণ দিনাজপুর,৬জুনঃদক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের পাঞ্জারিপাড়া এলাকার ৭০ বছরের অধিক প্রাচীন ও পুরনো জোড়া ব্রিজ শ্মশানের অবস্থা বেহাল থাকায় সমস্যায় পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত এ এলাকার প্রচুর হিন্দু মানুষদের ভরসা এই শ্মশান। মালদা বালুরঘাট ৫১২ জাতীয় সড়কের ধারেই জোড়া ব্রিজের পাশেই রয়েছে এই পাঞ্জারিপাড়া শ্মশান। উল্লেখ্য শ্মশানটি রাস্তা থেকে নিচু হাওয়াতে বর্ষার সময় জল জমায় এবং খারির জল ঢুকে পড়ায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় দেহ দাহ করতে আসা এলাকার বাসিন্দাদের। শ্মশানটিতে মটর জল চালিত জলের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু অভিযোগ নেই বিদ্যুৎতের যোগ ও আলোর ব্যবস্থা পাশাপাশি বিশ্রামাগার। এবং সন্ধ্যে নামতেও অথবা দিনের আলোতেও প্রকাশ্যে সেখানে নানান রকম নেশার আখড়া বসে। এবং সেখানে উঠতি বয়সে যুবকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এখানে দুটি দেহ দান করার জন্য চুল্লি আছে এবং যা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের তহবিলে তৈরি করা এবং সেটি উদ্বোধন করেন তিনি। স্থানীয় মানুষদের একটাই দাবি দীর্ঘদিন ধরে এই অশান্তি বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে অতিসত্বর বর্ষার আগে যদি মাটি ফেলে স্থানটি উচু করা যায় তাহলে বর্ষার সময় সমস্যায় পড়তে হবে না কাউকে এছাড়াও একটি বিশ্রামাগার ও আলো বিদ্যুতের সংযোগ করলে এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন বলে জানেন পাঞ্জারি পাড়া বাসিন্দা তথা পাথরঘাটা এলাকার বাসিন্দা ফনীন্দ্রনাথ মন্ডল ও নন্দলাল মাহাতো। সম্প্রতি পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকায় এবিষয়ে পাথরঘাটার পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি ও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এখন এটা দেখবার বাকি পাঞ্জারিপাড়া জোড়া ব্রিজ এই শ্মশানের সমস্যার সমাধান কত দ্রুত হয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭জুন বুধবার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৭জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৩ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৯.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮১শতকরা এবং ৪২শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ১০ টা ২০ মিনিট এবং রাত১০টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১০টা ২০মিনিট। রাত-১০টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যেতে পারে ঃ ৬ টা ১১মিঃ

রাশিফল

মেষরাশিঃ নিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। শুভদিন
বৃষভ রাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত।
মিথুন রাশিঃজীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন।
কর্কট রাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ ব্যয় হবে
সিংহ রাশিঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন।
কন্যা রাশিঃআপনি আপনার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয় করছেন তা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে এবং কোনও বড় সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবে।
তুলা রাশিঃসংসারে শান্তি হবে। বিবাহের যোগ হবে। অর্থ ব্যয়।
বৃশ্চিক রাশিঃস্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারে নিজেকে অবহেলা না করার জন্য সতর্ক থাকুন। অর্থ সঞ্চয় হবে।
ধনু রাশিঃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে আজ
মকর রাশিঃঅলীক ভাবনা আপনাকে সাহায্য করবে না। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে আজ
কুম্ভ রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। অর্থ ব্যয়
মীন রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। আজ, আপনার অযথা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা থেকে নিজেকে বিরত করা উচিত,

কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা পেতে সিঙ্গল বা একক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ এখন থেকে কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা পেতে গেলে উপভোক্তাদের সিঙ্গল বা একক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। যে সমস্ত কৃষক এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন বা আগামী দিনে আসতে চাইছেন তাঁদের সবার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে। যে সমস্ত উপভোক্তারা সিঙ্গেল বা একক অ্যাকাউন্টের নম্বর এই প্রকল্পের টাকা পাওয়ার জন্য নেই, তাঁদেরকে তা করতে বলা হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁদেরকে নতুন করে অ্যাকাউন্ট করে দফতরে জানাতে বলা হয়েছে। আর নতুন যাঁরা এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল অ্যাকাউন্ট বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। জানা গেছে, রাজ্যে প্রায় ১ কোটি কৃষক এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা পেতে যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নম্বর দিয়ে রেখেছেন। যা নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হচ্ছে। এইসব সমস্যা নিরসনেই নতুন নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনার সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম লাগু হতে চলেছে।

স্বাভাবিক হল না দক্ষিণপূর্ব রেলের ট্রেন চলাচল, মঙ্গলে ২১টি ট্রেন বাতিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ রেললাইন মেরামতির পর বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত রুট দিয়ে ট্রেন চলছে ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে। কিন্তু, এখনও স্বাভাবিক হল না দক্ষিণপূর্ব রেলের ট্রেন চলাচল। মঙ্গলবার দিনভর ওই লাইন দিয়ে যাতায়াত করা ২১টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বাতিল হওয়া ট্রেন গুলির মধ্যে আছে আপ শালিমার পুরী ধৌলি এক্সপ্রেস। এছাড়াও বাতিল ট্রেনের মধ্যে রয়েছে আপ ও ডাউন ফলকনুমা এক্সপ্রেস। তালিকায় আছে শালিমার চেন্নাই সেন্ট্রাল এক্সপ্রেস ও হাওড়া পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস। এদিন সকালে হাওড়ায় ঢুকেছে ডাউন হাওড়াপুরী এক্সপ্রেস। আতঙ্কের ছাপ ট্রেন যাত্রীদের চোখেমুখে দেখা গিয়েছে। গোটা ট্রেন যাত্রাটাই কেটেছে আতঙ্কে, বলছেন ট্রেনযাত্রীরা।

সোমবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে হাওড়া আমতার 'গ্রিন চেন মুভমেন্ট' উদং-এর পরিচালনায় পরিবেশ কর্মী ও শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত অরুণ পাত্র, শিক্ষক শৌর্য্যদীপ্ত নস্কর, সায়ন দে, সমর মন্ডল, সুজয় মাল ও অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় নৌকা করে দামোদর বক্ষ থেকে প্লাস্টিক প্যাকেট, বোতল সংগ্রহ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের পরিবেশ, নদী ও পুকুর রক্ষার বিষয়ে সচেতন করা হল। প্রদীপ বাবু বলেন, সারা বছর পরিবেশ নিয়ে কাজ করি, করছি আর করবো। এদিন উদং আশ্রমে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সচেতনতা অভিযান শেষ হয়।-নিজস্ব চিত্র।

পুরসভার কাছে সাপ্তাহিক রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার মত মশা বাহিত রোগ প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর সমস্ত পুরসভার কাছে সাপ্তাহিক রিপোর্ট তলব করেছে। মশার লার্ভা দমনে নিয়মিত সাফাই অভিযান ও সচেতনতার প্রচার চালানোর পাশাপাশি ১৫ দিন অন্তর পুর আধিকারিকদের বাড়ি বাড়ি সারপ্রাইজ ভিজিট করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে গত মরশুমে যেসব এলাকায় সংক্রমনের হার বেশি ছিল সেই সব জায়গায় আরো বেশি নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্মীয়মান বাড়ি ও আবাসনগুলিতে বিশেষ নজরদারি করতে বলা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে পুরসভাগুলিকে তাদের এই কাজের বিস্তারিত রিপোর্ট পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর কে পাঠাতে হবে। ডেঙ্গু ম্যালেরিযা প্রতিরোধে পুরো ও নগর উন্নয়ন দফতর এর আগেই একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। সমস্ত পুরসভা গুলিকে ওই নির্দেশিকা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বলা হয়েছে।

বালেশ্বরের রেল দূর্ঘটনায় সুন্দরবনের মৃতদের বাড়িতে গেলেন রাজ্যপাল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ৬ জুন ঃ বালেশ্বরে রেল দুর্ঘটনায় সুন্দরবনের বাসন্তীর একই পরিবারের মৃত তিনভাইয়ের শোকস্তব্ধ পরিবারের কাছে এবার ছুটে এলেন খোদ রাজ্যের রাজ্যপাল। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ট্রেন দুর্ঘটনায় তিন ছেলেকে হারিয়ে শোকবিহ্বল বাসন্তীর ছড়ানেখালির গায়েন পরিবার। মঙ্গলবার সেখানে যান রাজ্যপাল।রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন নিহত তিন ভাই হারান গায়েন, নিশিকান্ত গায়েন এবং দিবাকর গায়েনের মা সুভদ্রা গায়েন। ওই গ্রামেরই আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ট্রেন দুর্ঘটনায়। তাঁদের বাড়িতেও যান এদিন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল এদিন বলেন,এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে তিনি ওই পরিবারের পাশে আছেন। ওই পরিবারটিকে কী ভাবে সাহায্য করা যায়, তা তিনি দেখবেন বলেও জানিয়েছেন। ওই দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু হয়েছে ছড়ানেখালির বাসিন্দা সঞ্জয় হালদার এবং বিকাশ হালদারেরও। তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তিন ভাই হারান, নিশিকান্ত এবং দিবাকর শুক্রবার করমণ্ডল এক্সপ্রেসে চড়ে ভিন রাজ্যে কাজের জন্য রওনা দিয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশে। সেখানে ধান চাষের কাজে যাচ্ছিলেন তাঁরা। এর আগেও কয়েক বার অন্ধ্রপ্রদেশে গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ছড়ানেখালির ওই তিন ভাইয়ের। এর আগে সোমবার শোকস্তব্ধ এই সব পরিবারদের সাথে দেখা করে আসেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা ও দিলীপ মন্ডল এবং জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, বিধায়ক সওকাত মোল্লা,শ্যামল মন্ডল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরনের চেক ও তুলে দেওয়া হয় এদিন। অন্যদিকে মঙ্গলবার কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ উপকূল থানার ভুবনেশ্বরী চরের রেল দূর্ঘটনায় মৃত দুই ভাই প্রদীপ দাস ও তপন দাসের বাড়িতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়ে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, বিধায়ক সওকাত মোল্লা ও বিধায়ক গনেশ মন্ডল।এদিন মৃতের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেন তাঁরা। এর পরে তাঁরা জয়নগর ২ নং ব্লকেরবাইশহাটার দমদমা গ্রামের আজিজুল মোল্লার বাড়িতেও যান। কথা বলেন আজিজুলের পরিবারের সাথেও।

বারুইপুরের বাড়িতে পৌঁছল দুর্ঘটনায় মৃত সৌরভের দেহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ কাজে যোগ দেবেন বলে রওনা দিয়েছিলেন ভিন রাজ্যে। কিন্তু তার আগেই বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বারুইপুরের বাসিন্দা সৌরভ রায়ের। জানা গিয়েছে, ২১ বছরের সৌরভ ভিন রাজ্যে যাচ্ছিলেন কাজের জন্য। সঙ্গে ছিলেন তাঁর জামাইবাবু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ থাকলেও জানা গিয়েছে মৃত্যু হয়েছে তাঁরও। মঙ্গলবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে দু লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, বিধায়ক সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। তিনদিন পর সৌরভের মৃতদেহ এসে পৌঁছেছে তাঁর বাড়িতে। ট্রেন দুর্ঘটনায় এই মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এদিন সৌরভকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমিয়েছিলেন আত্মীয়স্বজন থেকে এলাকাবাসীরা।

হাওড়া স্টেশনে দুই গোষ্ঠীর গন্ডগোল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ হাওড়া স্টেশনের সাবওয়েতে বসা নিয়ে হকারদের দুই গোষ্ঠীর গন্ডগোল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করলো পুলিশ। হাওড়া স্টেশনের সাবওয়েতে হকারি করা নিয়ে মঙ্গলবার সকালে হকারদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোল বাধে। খবর পেয়ে ছুটে আসে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ এসে খালি করে দেয় সাবওয়ে চত্বর। এরপর থেকে নতুন করে আর ঝামেলার খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হকারি কারা করবে এবং কারা মালপত্র নিয়ে সেখানে বসবে এই নিয়ে দু'পক্ষের আগে থেকেই ঝামেলা চলছিল। আগেও একবার পুলিশ গিয়ে সাবওয়ে চত্বর খালি করে দিয়েছিল। মঙ্গলবার ফের ওরা মালপত্র নিয়ে বসতে আসে। নিজেদের মধ্যে ওদের গন্ডগোল হয়। এমনিতেই রাস্তা জুড়ে তারা বসে পড়ায় সাধারণ মানুষের সাবওয়ের ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলার অসুবিধা হচ্ছিল। খবর পেয়েই এদিনও পুলিশ সেখানে যায়। ওই চত্বর খালি করে দেয় পুলিশ। তবে পুলিশের সামনে কোনও ঝামেলার ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনায় পরে দু'পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তদন্ত চলছে। অন্যদিকে, আরও অভিযোগ, এদিনের গন্ডগোলের সময় মালপত্র সমেত দোকান লাগাতে বাধা পেয়ে আচমকাই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক হকার। অন্য হকাররা ছুটে এসে তাকে আটকায়। তবে, এই ঘটনা নিয়েও হকারদেরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। পুলিশ অবশ্য ওই ঘটনার সত্যতা মানতে চায়নি।

কলকাতা বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক! আটক এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ কলকাতা বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক! কাতারগামী বিমানে বোমা রাখা আছে বলে চিৎকার করতে থাকেন এক যাত্রী, স্বাভাবিকভাবেই ছড়ায় আতঙ্ক। মঙ্গলবার ভোররাতে ৫৪১ জন যাত্রী নিয়ে কলকাতা থেকে দোহা হয়ে লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল কাতার এয়ারলাইন্সের একটি বিমানের। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ভোররাত ৩.২৯ মিনিটে টেকঅফের আগে এক যাত্রী বিমানে বোমা রাখা আছে চিৎকার করতে শুরু করেন। তড়িঘড়ি নামিয়ে আনা হয় যাত্রীদের। পুলিশ কুকুর নিয়ে তল্লাশি শুরু হয়। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ওই যাত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ বলে তাঁর পরিবার জানিয়েছে। যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিআইএসএফ। ওই যুবক জানিয়েছে, তাকে নাকি একজন জানিয়েছে বিমানে বোমা রাখা আছে। যদিও ওই ব্রিটিশ নাগরিকের বাবার দাবি, তাঁর ছেলে বিরল মানসিক রোগে আক্রান্ত। সেই জন্যই এই আতঙ্ক ছড়ালেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে ভোররাত থেকে তল্লাশি চললেও কোনও সন্দেহজনক বস্তু মেলেনি বিমানে।

তদন্তের আগেই গাফিলতির অভিযোগ, মমতাকে কটাক্ষ সিদ্ধার্থনাথের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ ওড়িশার বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় তদন্তের আগে মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। এই বিষয়ে মমতাকে কটাক্ষ করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রয়াগরাজের বিধায়ক সিদ্ধার্থনাথ সিং। মঙ্গলবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে আসেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা তথা মুখপাত্র সিদ্ধার্থনাথ সিং। দলীয় কর্মীদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মা ভবতারিণীকে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেন সিদ্ধার্থনাথ। রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থনাথ বলেন, বোমা বিস্ফোরণ আটকাতে রাজ্য সরকার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা খুব খারাপ।

হরিপালে ট্রাক্টরে চড়ে অভিষেকের জনজোয়ার যাত্রা

বনস্পতি দে, হুগলি,৬ জুন ঃ মঙ্গলবার ৪১ দিনে পড়ল অভিষেক ব্যানার্জির নবজোয়ার যাত্রা। উত্তর থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গে হুগলিতে পৌঁছেছে সেই যাত্রা। সিঙ্গুরের কাছেই ট্রাক্টরে সওয়ার হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের নবজোয়ার যাত্রা কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে হুগলির হরিপালে চলে রোড শো। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা। মূলত কৃষির পক্ষে সওয়াল করতেই এই যাত্রা অভিষেকের। সিঙ্গুরে টাটা বিদায় নিয়ে আজও তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় বিরোধীরা। অভিযোগ ওঠে, বিনিয়োগ আসেনি মমতার আমলে। নবজোয়ার যাত্রার ৪১ তম দিনে সেই সিঙ্গুরে ট্রাক্টর যাত্রার মধ্যে দিয়ে কৃষি জমি আর কৃষকদের পক্ষেই সওয়াল করলেন।

তাপপ্রবাহে প্রবল অস্বস্তিতে দক্ষিণবঙ্গ, রোদের দাপটে অতিষ্ঠ তিলোত্তমার স্বাভাবিক জনজীবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ মাত্রাতিরিক্ত গরম, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ও দাবদাহপ্রকৃতির এই সাঁড়াশিচাপে প্রবল অস্বস্তিতে গোটা দক্ষিণবঙ্গে। গরমের দহন জ্বালায় নাভিশ্বাস তিলোত্তমা, কলকাতার স্বাভাবিক জনজীবন রীতিমতো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। গরমের দাপটের মধ্যেই আপাতত স্বস্তির কোনও অবকাশ নেই বলে জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বরং আগামী কিছু দিন তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী শনিবার, ১০ জুন পর্যন্ত দাবদাহ চলবে উত্তর এবং দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ জেলায়। আগামী ৫ দিনে কোনও কোনও জেলার তাপমাত্রা ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। এমনকি, এই ৫ দিন শুস্ক গরম হাওয়া বইবে বলেও সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং দুই দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৭ জুন অর্থাৎ বুধবার থেকে ১০ জুন অর্থাৎ শনিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে এই সমস্ত জেলার সঙ্গে হাওড়া এবং হুগলিতেও। বাকি জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা না থাকলেও অস্বস্তিকর আর্দ্র আবহাওয়া এবং গরম থাকবে। তাপপ্রবাহের সতর্কতা নেই কলকাতায়। এমনকি, বুধ এবং বৃহস্পতিবার কলকাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে সেই বৃষ্টি হলেও স্বস্তি ফিরবে না কলকাতায়। আবহবিদেরা জানিয়েছেন, বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা কমবে না তিলোত্তমায়। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

লোকসভা ভোটের ঢের আগে বিজেপি গতি আনতে চায় 'মহাসম্পর্ক অভিযান'-এ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ আমজনতার কাছে পৌঁছোতে লোকসভা ভোটের ঢের আগে গোটা দেশে পরিকল্পিতভাবে জমি তৈরি করতে নেমেছে বিজেপি। এর জন্য শুরু হয়েছে 'মহাসম্পর্ক অভিযান'। চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। বিভিন্ন রাজ্যের বাছাই করা ১৬০ জন নেতাকে ঘুরিয়েফিরিয়ে পাঠানো হচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। পশ্চিমবঙ্গে এই অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী সমিতির অন্যতম সদস্য, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম বিজেপি স্পিকার ও ওই রাজ্যের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী কবীন্দর গুপ্ত এবং বিহারের রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি মঙ্গল পাণ্ডে। আপাতত এই দু'জনের নেতৃত্বে সফর চলছে হুগলি, বর্ধমান-দুর্গাপুর, বিষ্ণুপুর (তফ) ও বনগাঁ (তফ) কেন্দ্রে। কী হচ্ছে এই 'মহাসম্পর্ক অভিযান'-এ? কবীন্দর গুপ্ত এই প্রতিবেদককে জানান, বিভিন্নভাবে আমরা জনগনের কাছে পৌঁছোতে চাইছি। যেমন ১) নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে জনসভা, ২) দলের কিষাণ, মহিলা, যুব, তফশিলি জাতি ও উপজাতি, ওবিসি ও সংখ্যালঘু মোর্চার আঞ্চলিক নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক, ৩) গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, দলের পুরনো সদস্য, সম্পাদক, বরিষ্ঠ সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, বিজ্ঞানী, ক্রীড়াবিদ, ব্লগার, শ্রমিক সংগঠনের নেতা, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী প্রভৃতিদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আলোচনা, ৪) ২১ জুন বিভিন্ন অঞ্চলে যোগদিবস পালন করানো, ৫) ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্মবলিদান দিবস উদযাপন, প্রভৃতি। এ ছাড়াও ২৫ জুন, মাসের শেষ রবিবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠান সর্বত্র শোনানোর চেষ্টা হবে। এই সঙ্গে বিভিন্ন 'বিকাশতীর্থ'-র উপযোগিতা স্থানীয় জনগনকে বোঝানোর চেষ্টা হবে। কোথা, কাদের সঙ্গে বৈঠক হচ্ছে, একটি তালিকায় তা বিশদ লেখা হচ্ছে। যেমন সোমবার কবীন্দরবাবু সপারিষদ ঘুরে এসেছেন ভারত-বাংলাদেশ স্থলবন্দরে। ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রের এই প্রকল্পে কীভাবে, কতটা সুবিধা পাওয়া যাবে আঞ্চলিক পর্যায়ে সেটির ওপর আলোকপাতের চেষ্টা হয়েছে। মঙ্গলবার যাচ্ছেন বর্ধমানে। সেখানে একাধিক বৈঠক ও সমাবেশের মাঝে যাচ্ছেন সর্বমঙ্গলা মন্দিরে। বুধ ও বৃহস্পতিবারও দিনভর অনুষ্ঠান আছে তাঁর। বিজেপির ভিন রাজ্যের যেসব নেতানেত্রী পশ্চিমবঙ্গে আছেন, তাঁদের অধ্যতম রাঁচির মেয়র তথা এ রাজ্যে দলের সহ পর্যবেক্ষক ডঃ আশা লাকড়া। সোমবার তিনি শ্রীরামপুরে কিছু সমাবেশে অংশ নেন। মঙ্গলবার তাঁর কাঁথিতে তিনটি এবং খেজুরি ও বাজকুলে একটি করে অনুষ্ঠান নির্ধারিত আছে। বিহারের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল কুমার মোদী সোমবার যান উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি ব্লকে। এটি ওখানকার উল্লেখযোগ্য 'বিকাশতীর্থ', অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রকল্প। মঙ্গলবার তাঁর কোচবিহারে চারটি অনুষ্ঠান নির্ধারিত আছে। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা এমএলসি দিনেশ কুমার শর্মা সোমবার যান তারাপীঠ ও নলহাটিতে। মঙ্গলবার তাঁর দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানায় দুটি, গঙ্গাসাগর ও রুদ্রনগরে একটি করে অনুষ্ঠান নির্ধারিত আছে। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিলের মঙ্গলবার যাওয়ার কথা বীরভূমের চারটি নির্দিষ্ট স্থানে। বিজেপির এ রাজ্যের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্যর মঙ্গলবার যাওয়ার কথা বৈষ্ণবনগর, 'বিকাশতীর্থ' ফারাক্কার এনটিপিসিতে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রয়াগরাজের বিধায়ক সিদ্ধার্থ নাথের মঙ্গলবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে দুটি 'বিকাশতীর্থ' দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন ও শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশনে যাওয়ার কথা। এ ছাড়াও দুটি নির্ধারিত জনসংযোগ অভিযান ও রাজ্য নেত্রী মীনাদেবী পুরোহিতের বাড়ি যাবেন। স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে এই সম্পর্ক অভিযানে অংশ নিচ্ছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ, রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার, অন্যতম প্রাক্তন জাতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনি পাত্র, এস টি মোর্চার জাতীয় সভাপতি সমীর ওঁরাও প্রমুখ। সোমবার দিলীপবাবু এবং ফাল্গুনি যান বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, বামুনগাছিতে। মঙ্গলবার ফাল্গুনি যান কৃষ্ণনগরে। রাহুলবাবু যান বাগুইআটি-জ্যাংড়ায়। সমীর ওঁরাও সোমবার যান ঝাড়গ্রাম-শালবনীতে। মঙ্গলবার তাঁর বাঁকুড়ায় তিনটি অনুষ্ঠান নির্ধারিত আছে। বিরোধীদলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল প্রমুখরাও যাচ্ছেন বিভিন্ন সভায়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (E)/Ltg/Zone-III/ KMC invites tender online, two part Bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/50
Name of work : **Development of street lighting system with energy efficient Led light fittings at Chetla Road, R.D. Auddy Road & other places in Ward No.82.** Estimated Amount : **Rs.4,94,096.04.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **20 Days.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/51
Name of work : **Development of High Mast Lighting System with energy efficient Led light fittings at different places in Ward No.73,74,77,78 & 82 under Br.-IX.** Estimated Amount : **Rs.4,89,746.98.** Earnest Money : **Rs.9,800.00.** Period of Completion : **30 Days.**

3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/52
Name of work : **Development of street lighting system with energy efficient Led light fittings at Median Strip of D.H. Road & other places under Br.-IX.** Estimated Amount : **Rs.4,80,514.00.** Earnest Money : **Rs.9,700.00.** Period of Completion : **30 Days.**

4. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/44
Name of work : **Development of High Mast Lighting System with energy efficient Led light fittings at different places in Ward No.80.** Estimated Amount : **Rs.4,93,257.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**

5. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/53
Name of work : **Repairing of street lighting system at different places in Ward No.73.** Estimated Amount : **Rs.1,98,539.74.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

6. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/54
Name of work : **Development of street lighting system with energy efficient Led light fittings at Basanta Bose Road, Ranisankari Lane & other places in Ward No.73.** Estimated Amount : **Rs.2,95,734.06.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **20 Days.**

7. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/47
Name of work : **Development of street lighting system with energy efficient Led light fittings at Sona Dingi Road, Remount Road & other places in Ward No.79.** Estimated Amount : **Rs.4,80,514.00.** Earnest Money : **Rs.9,800.00.** Period of Completion : **20 Days.**

8. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/48
Name of work : **Development of lighting system with energy saving Eco friendly Led light fittings at different places in Ward No.72.** Estimated Amount : **Rs.4,91,939.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

9. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/55
Name of work : **Supply and delivery of Led Street Light Fittings at Dhapa Road and different places in Ward No.58, Br.-VII.** Estimated Amount : **Rs.2,48,600.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

10. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/56
Name of work : **Repairing of Street Lighting System at Dhapa Road from Dhapa Checkpost to Dhapa Crematorium in Ward No.58, Br.-VII.** Estimated Amount : **Rs.2,39,989.00.** Earnest Money : **Rs.4,800.00.** Period of Completion : **30 Days.**

11. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/49
Name of work : **Development of Street Lighting System with energy efficient Led light fittings at FT, LT. Tapan Chowdhury Avenue, Sarat Chatterjee Avenue and surrounding areas in Ward No.87, under Br.-VIII.** Estimated Amount : **Rs.4,99,427.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **20 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **17.06.2023 upto 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 8), 17.06.2023 at 12.30 p.m. (for Sl.No.9 & 10) and 19.06.2023 at 12 noon (for Sl.No.11).** Tender Opening Date : **19.06.2023 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 8), 19.06.2023 at 12.30 p.m. (for Sl.No. 9 & 10) and 19.06.2023 at 2.30 p.m. (for Sl.No.11).** The bid forms and other details are availabe on and from **06.06.2023 from 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 8), 06.06.2023 at 6 p.m. (for Sl.No.9 & 10) and 07.06.2023 at 6 p.m. (for Sl.No.11)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 11).**

The Executive Engineer (Electrical)/Ltg/ Zone-II/ KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : LTG/52/43/V/Z-II/23-24
Name of work : **Supply & delivery of street light fittings at Rajmohan St. M.G. Road & other sites in Ward No.43.** Estimated Amount : **Rs.4,99,739.64.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **20 Days.** Last date and time of Submission of Bid : **21.06.2023 upto 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.06.2023 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Ltg/ Zone-IV/ KMC invites tender online two part bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/71/23-24
Name of work : **Improvement of street lighting system by energy efficient Led Fittings at different areas in Ward No.102, Br.-XII.** Estimated Amount : **Rs.4,91,524.54 (as per BOQ).** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/07/23-24
Name of work : **Improvement of St. Ltg. System at Selimpur Road and adjacent areas in Ward No.92, Br.-X.** Estimated Amount : **Rs.2,49,691.19.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/06/23-24
Name of work : **Development of street lighting system at 5 N. R.P. Colony, Anjumanara Begum Row, Kalabagan Lane etc. in Ward No.94, Br.-X.** Estimated Amount : **Rs.2,12,932.94 (as per BOQ).** Earnest Money : **Rs.4,500.00.** Period of Completion : **30 days (for Sl.No. 1 to 3).** Last Date and Time of Completion of Bid : **16.06.2023 upto 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2) and 15.06.2023 upto 2 p.m. (for Sl.No.3).** The Bid form and other details are available on and from **06.06.2023 from 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** from the website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The Director General (Electrical), KMC invites percentage rate tender online in two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/CRM/SBG/M/4/2023-24
Name of the work : **Maintenance of air pollution control device connected with electric furnaces no.7 & 8 at Shanagar Burning Ghat.** Estimated Amount : **Rs.2,08,080.00.** Earnest Money : **Rs.4,200.00.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/CRM/SBG/O/FUR/2023-24
Name of the work : **Operation of electric furnaces at Shanagar Burning Ghat.** Estimated Amount : **Rs.4,93,265.00.** Earnest Money : **Rs.9,900.00.** Period of Contract : **365 days (for Sl.No. 1 & 2).** Last Date and time of submission of Bid : **14.06.2023 at 4 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid form and other details are available on and from **06.06.2023 at 4 p.m. (for Sl.No. 1 & 2)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Executive Engineer(E)/Lighting/Zone-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/26/22-23/R
Name of work : **Improvement of street lighting system at 14/2, Umakanta Sen Lane in Ward No.04, Br.-I, KMC.** Estimated Amount : **Rs.2,98,004.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/08/23-24
Name of work : **Improvement of lighting system at Shyam Bazar Street, Madan Mohan Tala Street and different other places in Ward No.008.** Estimated Amount : **Rs.1,98,795.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **20 Days.**

3. NIT NO. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/01/23-24
Name of work : **Installation of Mini Pole Mast and other electrical works at Girish Avenue and different other places in Ward No.008.** Estimated Amount : **Rs.2,99,230.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **20 Days.** Last date and time of submission of Bid : **16.06.2023 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The Bid forms and other details are available on & from **07.06.2023 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

Corrigendum

NIT NO. KMC/LTG/ZI/BR1/WD1/07/23-24 (Sl.No.6) of Ltg. Deptt.Z-I published in this Newspaper **(Key No.178/23-24) on 25.05.23.** Last date of submission of Bid should be read as **09.06.2023 at 4 p.m.** instead of 03.06.2023 at 4 p.m.

NIT NO. KMC/DG(S_D)/N/IV/23/23-24 (Sl.No.1) of S & D Deptt. published in this Newspaper **(Key No.187/23-24) on 27.05.23.** Last date and time of submission of Bid (online) should be read as **13.06.2023 at 1 p.m.** instead of 05.06.2023 at 1 p.m.

236/23-24

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৮৭ সংখ্যা, বুধবার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

নাবালিকা গর্ভপাত নিষিদ্ধ

সম্পাদকীয়

ভারতেও গর্ভপাত বিরুদ্ধে আদালত দ্বারা আইনী ব্যবস্থা রয়েছে। নাবালক মেয়েরা গর্ভপাত করতে পারবে না। গর্ভপাত ব্যাপারটা ভারতে বিবাহিত মহিলারা স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। এখানকার বিবাহিত নারীরা নিজেদের ইচ্ছা মতো গর্ভপাত করিয়ে নিতে পারে। সন্তান না চাইলে তারা যে কোনও নার্সিং হোমে গিয়ে আইন অনুসারে গর্ভপাত করিয়ে নিতে পারে। ভারতের বিবাহিত মেয়েদের সিদ্ধান্তের ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ব্যাপারটা। যদিও কোনও নাবালক মেয়ে গর্ভপাত করতে পারবে না নিজেদের ইচ্ছায়। নাবালক গর্ভপাত করার ব্যাপারে ভারতের আইনী বিধিনিষেধ রয়েছে। অবিবাহিত মহিলাদের গর্ভপাত করা নিয়েও ভারতে আইন রয়েছে। তবুও ভারতে আদালত গর্ভপাত করার ব্যাপারটাকে একেবারে মহিলাদের ওপরে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করে থাকে। ভারতে অবার কেউ অপরের সন্তানকে গর্ভে ধারন করে থাকে। সে ব্যাপারে আইনত নিষিদ্ধ। দেখতে পাওয়া গিয়েছে গোপনে কোনও মহিলা কারোর সন্তানকে গর্ভে ধারন করে টাকার বিনিময়ে। এ ব্যাপারে ভারত সরকার কড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভারতের কিন্তু যৌন ব্যবস্থায় কোনও স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। সেখানে রয়েছে বহু সংযত আইন। নাবালক বিবাহ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বহু বিবাহ থেকে শুরু করে ভারতের মধ্যে মহিলাদের গর্ভপাত করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া থাকলেও সেখানে নারীদের মতামত এবং আইনী সিদ্ধান্তের ওপরে চলতে হয়। কিন্তু এবারে আমেরিকাতে এখ ন গর্ভপাত নিয়ে সেখানকার মহিলারা সরব হয়েছে। আমেরিকার দেশের মাহিলাদের এখন গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার রায়কে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টের সমানে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছে মহিলারা। সুপ্রিম কোর্টে প্রায় পঞ্চাশ বছরের আগের 'রো ভার্সেস ওয়েড' মামলার রায় বাতিল করে দেওয়ার ফলে আমেরিকায় গর্ভপাত নিষিদ্ধ হতে চলেছে। তার ফলে সারা আমেরিকা জুড়ে এখন চলছে মহিলা বিক্ষোভ। সমস্ত স্তরের মহিলারা রাস্তায় নেমে পড়েছে। বিশেষ করে দেশের সুপ্রিম কোর্টের সমানে জমায়েত হয়ে আমেরিকার মহিলারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। তারা সেখানে বলতে শুরু করে দিয়েছে গর্ভপাত ব্যাপার মহিলাদের স্বাধীনতার অধিকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মহিলাদের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবনের ওপরে আঘাত করা হচ্ছে। মহিলারা গর্ভপাত করবে কিনা সেটা দেখার অধিকার আদালতের নেই। আদালতে মহিলাদের গর্ভপাত করার স্বাধীনতা দিতে হবে। আইন করে গর্ভপাত নিষিদ্ধ করা যায় না। যৌন মিলনের ক্ষেত্রে মহিলাদের যেমন স্বাধীনতা রয়েছে সেই রকম গর্ভপাত করার ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। মোমবাতি নিয়ে মিছিল করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকার মহিলারা। ওয়াশিংটন ডিসিতে সুপ্রিম কোর্টের সমানে উপস্থিত হয়েছে মহিলারা। তারা সেখানে বলতে শুরু করে দিয়েছে একটা মেয়েকে মা হতে বাধ্য করাটা কাম্য নয়। এই রায় বিরক্তিকর। গর্ভপাতের অধিকার রক্ষা দাবিতে প্রশাসনের মূল দফতরে সমানে মহিলারা জমায়েত হতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে কোর্টের নির্দেশের পক্ষে সাওয়াল করে আর একটি পক্ষও উপস্থিত হয়েছে।

গুজরাত বাংলাকে পরিচালনা করতে পারবে না

গুজরাত চালাতে পারবে না বাংলাকে। বাংলা নিজের পথ ধরেই চলবে। এতকাল ধরে বাংলা সেই কাজই করে এসেছে। কাউকে অনুসরণ নয়। কাউকে অনুকরণ নয়। বাংলা সব সময়ে নিজের পথ ধরেই চলেছে। এবং আগামি দিনে চলবে। কাউকে দেখে বাংলা চলে না। বাংলা এক সময়ে বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারত যখন পরাধীন ছিল তখ ন বাংলা সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছে। এমনকী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু হয়েছিল বাংলা থেকে। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব বাংলার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে। বাংলা সবাইকে পথ দেখায়। কারোর কাছ থেকে পথ গ্রহণ করে না। বাংলার পথ ধরেই আজকে ভারত স্বাধীন হয়েছে। ভারতের যা কিছু উন্নতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা বাংলা থেকে শুরু হয়। ফলে বাংলাকে গুজরাত কোনও সময়ে পরিচালিত করতে পারে না। আজকে যারা চিন্তা করছেন গুজরাত বাংলাকে পথ দেখাক তারা ভুল করছে। তাদের চিন্তায় ভুল রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং একটি জনসভায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতকে পথ দেখিয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার সন্তান। তাঁর চিন্তাধারাকে অবলম্বন করেই আজকে বিজেপি চলছে। বিজেপি দলের সূচনা করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি যদি হিন্দু মহাসভার কর্ণধার ছিলেন। তবুও তিনি বিজেপি দলকে আদর্শবাদী দলে পরিণত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে বিজেপি দলটা পুরো বাংলার কাছে ঋণী বলা যেতে পারে। ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিজেপি দল তৈরি করে দিয়েছিলেন বলেই আজকে সেই দল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় বসে রয়েছে। সেই সময়ে বিজেপি দল যদি তৈরি করার কথা না ভাবতেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহলে আজকে বিজেপি দল কোনওভাবে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে পারতো না। কিন্তু এখন বিজেপি দলটা গুজরাত থেকে সারা ভারতবর্ষটাকে পরিচালনা করার কথা ভাবছে। এটা কোনও দিন হবে না। বাংলাকে পরিচালিত করার কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না গুজরাত। গুজরাত চিরকালই বাংলাকে অনুসরণ করে এসেছে। বাংলাকে পরিচালনা করার কোনও দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু বাংলা নিজেকে পরিচালিত করার পাশাপাশি অন্য রাজ্যকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে। গুজরাতে জন্ম গ্রহণ করেছেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি। তিনি বাংলার স্বদেশি আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'স্বরাজ হিন্দ' গ্রন্থে স্বীকার করে নিয়েছেন যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সারা ভারতের জাতীয় জাগরণ আনতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতকে যে স্বাধীন করতে হবে এই চিন্তাধারাটা নিয়ে এসেছিল বাংলা থেকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু না হলে ভারতবাসীরা কোনওদিনই বুঝতে পারতো না যে স্বাধীনতার প্রয়োজন রয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

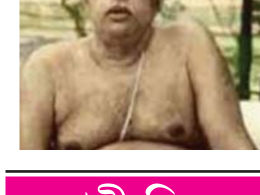

হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরুপে পরিষ্কার না করলে সেটার জ্যেতি বেরোয় না, তেমনই তিনি তো সংসারে অতি সাধারন জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রভাবেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমের সঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দ বারবার সাবধান করতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরুপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সাব সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন।

ঠাকুরের স্পর্শে গিরিশ ঘোষ 'মহাকবি', বিনোদিনী 'নট্ট সম্রাজ্ঞী'

রবীন্দ্রকুমার শীল

ঠাকুরের মধ্যে কোনও ধর্মীয় চালাকি না থাকার ফলে তিনি বিবেকানন্দকে বশ করতে পেরেছিলেন। সত্যের মধ্যে শক্তি রয়েছে ঠাকুর বারবার এই কথা বলে গিয়েছেন। সত্যকে কোনও সময়ে অস্বীকার করা উচিত নয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁর মাথায় সেই সময়ে হাত না রাখলে তিনি পাগল হয়ে যেতেন।

গিরিশ ঘোষ কাউকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি একমাত্র নিজেকে বিশ্বাস করা ছাড়া আর কারোর প্রতি তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গিরিশের মধ্যে বিশ্বাস নিয়ে আসলেন। ভক্তি আনলেন। নাট্য জগতে নাম করতে গেলে ভক্তি বিশ্বাস থাকতে হবে। না হলে কিন্তু খ্যাতি অর্জন করা যাবে না। সেই বোধটা তৈরি করে দিয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্ত গিরিশের মনে। রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে গিরিশ দ্বিধাবোধ করতেন। সব কিছুকে তিনি যাচাই করে নিতেন। কালী নাম করে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে ভণ্ডামি করছে কিনা তা তিনি যাচাই করে নিয়েছিলেন। যখন দেখ তে পেলেন রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে কোনও ভন্ডামি নেই তখন ঠাকুরকে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। গিরিশি ঘোষের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিও ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে যাচাই করে নিয়েছিলেন। ঠাকুরের মধ্যে কোনও ধর্মীয় চালাকি না থাকার ফলে তিনি বিবেকানন্দকে বশ করতে পেরেছিলেন। সত্যের মধ্যে শক্তি রয়েছে ঠাকুর বারবার এই কথা বলে গিয়েছেন। সত্যকে কোনও সময়ে অস্বীকার করা উচিত নয়। তবে গিরিশ ঘোষ নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়ে পাপ মুক্তি হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সেটা হচ্ছে নটী বিনোদিনীর ব্যাপারে। নাট্য মঞ্চ তৈরি করার জন্য পাগল হয়ে যান গিরিশ। সেই সময়ে একজন ধনী ব্যক্তি গুর্মুখ রায় গিরিশ ঘোষের কাছে এসে প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হল যে বিনোদিনীকে তাঁর ঘরের মেয়ে করতে চায় এবং তার বিনিময়ে অর্থ দিয়ে থিয়েটার হল তৈরি করার কথা ব্যক্ত করে। গিরিশ ঘোষের সবচেয়ে প্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন বিনোদিনী (১৮৬৩-১৯৪১)। এ ব্যাপারে দলের মত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে অধিকাংশ গিরিশ ঘোষের মুখের দিকে তাকায়। থিয়েটার পাগল গিরিশ বিনোদিনীকে রাজি করিয়ে ধনী ব্যক্তির হতে তুলে দিলেন। জীবনের এই একটি ভুল সিদ্ধান্ত তাঁকে সারা জীবন বহন করতে হয়েছিল। ঠাকুরের কাছে তিনি আফসোস করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁর মাথায় সেই সময়ে হাত না রাখলে তিনি পাগল হয়ে যেতেন। বিনোদিনীর ওপরে গিরিশ ঘোষের একটি মানসিক আকর্ষন সৃষ্টি হয় সবার অলক্ষ্যে। বিনোদিনীকে বাজারের মেয়ে বলে সমাজে নিন্দা ছড়ালেও ঠাকুরের আর্শিবাদে বিনোদিনী বাংলার নট্ট সাম্রাজ্ঞী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

মহাকবি গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকারটা ছিল পূর্ব নির্দ্ধারিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের ঈশ্বর নিয়ে বহু মতান্তর হয়েছে। কিন্তু গিরিশ ঘোষ কোনও সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে ত্যাগ করতে পারেন নি। উদাহরণ স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আগে যে দৃষ্টি দিয়ে ঠাকুরকে বিচার করতেন গিরিশ ঘোষও ঠিক একইভাবে ঠাকুরকে যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে একটি দৈব্যশক্তি ছিল। সেটা হচ্ছে প্রেম শক্তি। এই প্রেম শক্তি দিয়ে তিনি সেই সময়ে সমাজের শ্রেষ্ঠ গুণীজনদের আকৃষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কোনও সময়ে বলেন নি দেবী পুজো করতে তাঁর শিষ্যদের। তিনি বলতেন, সেবা করতে হবে। প্রেম ও ভক্তি দিয়ে মানব সমাজের উন্নতি সাধন করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে ভণ্ড বলে মনে করতেন। ঠিক একইভাবে গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে বহু দিক দিয়ে যাচাই করে নিয়েছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের একটি শক্তি ছিল সেটা হচ্ছে সহ্যশক্তি। সহ্যশক্তি তাঁর অসাধারণ। এই সহ্যশক্তি দিয়ে ভক্তি যোগ এবং প্রেম যোগের মাধ্যমে বহু গুণীজনকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ভক্তিভাব এবং প্রেমভাব সবার মনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। যে গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে অবিশ্বাস করতেন সেই গিরিশ ঘোষ শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের পায়ের কাছে এসে বসে থাকতেন। মনের মধ্যে যে তাঁর আগুন জ্বলছে তাকে নেভাতে ঠাকুরের সুপরামর্শ ছিল প্রধান পাথেয় গিরিশের কাছে। গিরিশ ঘোষের মধ্যে একটি শক্তি ছিল সেটা হচ্ছে গণ জাগরণ শক্তি। তিনি এমনভাবে অভিনয় করতেন, নাটক রচনা করতেন যা সমাজের সকলের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতো। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম নাটক রচনা করতে বাংলার নাটকের ভিতকে শক্ত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রও নাটক রচনা করেছেন। তাঁর 'নীলদর্পন' নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ব্রিটিশ রাজ বাধ্য হয়েছিল 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয় বন্ধ করে দিতে। কিন্তু গিরিশ ঘোষকে ঠাকুর

এমনভাবে পরিচালনা করেছিলেন যে তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে সমাজের মধ্যে প্রেম এবং ভক্তিরসের ভাব জাগরিত হয়। গিরিশ ঘোষের শক্তিশালী নাটক রচনা এবং অভিনয় সারা কলকাতা গুণী সমাজকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিল। লম্পট গিরিশ ঘোষ ঠাকুরের ভক্তিভাবে এবং প্রেমভাবে দ্বারা বশীভূত হয়ে তিনি বাংলা নাটকের গতিকে প্রেমভক্তিরসে প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গিরিশ ঘোষ সেই সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার এবং অভিনেতা। অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী গিরিশ ঘোষের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে যাত্রাকে গতিপথটাকে একটি শিল্পের পর্যায়ের নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সেযুগে নারীদের যেখানে প্রকাশ্যে অভিনয় করাটা নিন্দনীয় ছিল সেখ ানে সাহস করে একটি মেয়ে নাট্য মঞ্চে উপস্থিত হয়ে অভিনয় করছে এবং স্টার থিয়েটারে তাঁদের অভিনয় দেখার জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম হচ্ছে এটা কিন্তু সে সেযুগের ক্ষেত্রে সাধারণ কথা নয়। এই সবের পেছনে একটি শক্তি কাজ করে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ শক্তি। বিনোদিনী দাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে অভয় দান করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং। তাঁকে আর্শীবাদ করেছিলেন ঠাকুর। স্বামী বিবেকানন্দকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব প্রধান শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তার একটি মাত্র কারণ আধুনিক হিন্দু ধর্মের বিশ্ব প্রচার। হিন্দু ধর্ম যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয় সেটা বিশ্বব্যাপী প্রচার করতে স্বামী বিবেকানন্দকে ঠাকুর দীক্ষামন্ত্র দিয়ে প্রস্তুত করেন। আর সমাজের মধ্যে আধুনিক ধর্মীয় শক্তিকে প্রসারিত করতে গিরিশ ঘোষকে ভক্তিবাদী সামাজিক নাটক রচনা ও অভিনয় করতে উৎসাহিত করে যান ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, গিরিশের মধ্যে যে শক্তি আছে তা যে কোনও সময়ে গোটা সমাজকে আলোড়িত করতে পারে। পরিবর্তন ঘটাতে পারে। গোটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের মধ্যে পরিবর্তনশীল বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম। গিরিশ ঘোষের মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে ছিল তার বহির্প্রকাশ ঘটাতে ঠাকুর গিরিশকে মানসিক শক্তি দিয়েছিলেন। ভক্তি প্রেমাশ্রিত নাটক লিখতে উৎসাহিত করেতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। গিরিশ ঘোষের নাটকের মধ্যে দিয়ে নারী শক্তির জাগরণের সূত্রপাত দেখতে পাওয়া যায়। নারী শক্তিকে জাগরিত না করতে পারলে সমাজের মঙ্গল হবে না। প্রেমময় জীবন প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে সমাজ সুন্দর থেকে সুন্দরতর হবে না সেটা বারবার গিরিশ ঘোষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব।

গিরিশ ঘোষ প্রথম জীবনে ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি একেবারে বাস্তববাদী ছিলেন। জীবনে যা ঘটছে বা যা ঘটতে চলেছে তাকে গ্রহণ করে চলতেন। ভবিষ্যত জীবন বলে কোনও কিছুই ভাবতেন না। পরে রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে তিনি একেবারে অন্য ভাবধারায় প্রভাহিত হতে থাকলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে অ্যামেচার থিয়েটার থেকে বাংলা নাটকে একেবারে পেশাদারিত্বে পরিণত করা। সেই সময়ে যখন অ্যামেচার থিয়েটার বাংলা দর্শকদের মনকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল ঠিক তখন পেশাদারি নাটক তৈরি করতে উদ্যোগী হলেন গিরিশ ঘোষ। নাটকের মধ্যে গান, নাচ এবং সংলাপে বৈচিত্র্য নিয়ে আসলেন এমনকী তিনি নাটকে মধ্যে দর্শক বিনোদনের উপাদান প্রবেশ করিয়ে দিলেন। বাংলার যাত্রা মঞ্চে বিপ্লব নিয়ে আসলেন বলা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন বাগবাজারে। পিতা নীলকমল ঘোষ এবং মাতা রাইমণি। হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা জীবন শুরু এবং পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। ১৮৭১ সালে বাগবাজারে অ্যামেচার থিয়েটার ন্যাশনাল থিয়েটারে পরিণত হয়। সেখানে প্রথমে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যোগদান করেন। কিন্তু পরে তিনি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে একটি আলাদা নাটকের দল তৈরি করলেন ১৮৭৩ সালে। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এই দলের তিনি ম্যানেজার হিসাবে কাজে যুক্ত ছিলেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 'আগমনী' নাটক মঞ্চস্থ করলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেখানে অভিনয় করেছিলেন। পরে মিনার্ভা থিয়েটারে সঙ্গে যুক্ত হন। স্টার থিয়েটারে করে তিনি সেখানকার ম্যানেজার হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। ২১ জুলাই ১৮৮৩ সালে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক রচনা করে সেখানে তিনি অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীকে নিয়ে। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ সালে 'চৈতন্যলীলা'তে অসাধারণ অভিনয় করলেন গিরিশ এবং বিনোদিনী। সেই নাটক দেখতে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। গিরিশ ঘোষ ইতিহাস ভিত্তিক নাটক রচনার পাশাপাশি পৌরাণিক আশ্রিত প্রেমধর্মী নাটক লিখে গিয়েছেন। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে 'বুদ্ধদেব চরিত', 'পূর্ণচন্দ্র', 'নসিরাম', 'কালাপাহাড়', 'অশোক', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'রূপ-সনাতন', 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রহ্লাদ চরিত' ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' বাংলায় অনুবাদ করে অভিনয় করেছিলেন ১৮৯৩ সালে। এই সব নাটকের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতেন গিরিশ ঘোষ স্বয়ং। তাঁর জোরালো দরাজ কণ্ঠস্বর উপস্থিত নাট্যপ্রেমীদের মাতিয়ে দিয়েছিল। কবি নজরুল গিরিশ ঘোষের রচিত 'ভক্ত ধ্রুব' নাটকটিকে চলচ্চিত্রে পরিণত করেন। পরিচালক মধু বোস 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'নামে একটি সিনেমা নির্মাণ করেছিলেন ১৯৫৬ সালে। গিরিশ ঘোষকে নিয়ে 'এক মঞ্চ এক জীবন' নাটকে গিরিশের অভিন করেন দেবশঙ্কর হালদার। সৌমিত্র মিত্র এটি পরিচালনা করেছিলেন। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ সালে গিরিশ ঘোষ রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেন।

লাদাখ নিয়ে ভারত-চিন ঠাণ্ডা যুদ্ধ

কথায় মিটবে না লাদাখ সমস্যা বলে মত প্রকাশ করলো আমেরিকা। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রবার্ট ও'ব্রায়েন জানিয়েছেন, আলোচনার মধ্যে দিয়ে লাদাখ সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা চিনের নেই। চিন চাইছে লাদাখের ভারতের স্থানগুলো তাদের অধিকারে থাক। তাহলে ভারতের চিন সেনাদের অবস্থান ভালো অবস্থায় থাকবে। অতি সহজেই ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং ভারতীয় সার্বভৌমত্বের ওপরে খবরদারি করতে পারবে। গায়ের জোরে ভারতের ভুখণ্ড দখল করে রাখাই হল চিনের ইচ্ছা। টোকিওতে কোয়াড বৈঠকে যোগ দেওয়ার পরে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে কথা সেরে মার্কিন বিদেশ সচিব পম্পোয়ো লাদাখ সীমান্তে প্রায় ষাট হাজার চিন সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। পম্পোয়ো বলেন, দখলদারী কায়েম রাখতে চিন এই বিশাল সেনা সমাবেশ করেছে। অনেক ছাড় পেয়েছে চিন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এখন চিনের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে না। আলোচনার পথ খোলা রাখার চেষ্টা করছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সব আলোচনার সব পথটা একেবারে রুদ্ধ হয়ে যাবে। সেখান থেকে বের হওয়াটা খুবই মুশকিল হবে। ভারত এই সময়ে কোনও রকম সামরিক শক্তির পরীক্ষা দিতে চায় না। চিন সেই সুযোগটাকে গ্রহণ করে লাদাখে ভারতের বেশ কয়েকটি ভূখণ্ড দখল করে রেখে দিয়েছে। আক্রমণাত্মক কৌশল গ্রহণ করলে প্রতিটি প্রক্রিয়া একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। টোকিওতে যে কোয়াড সম্মেলন ডাকা হয়েছিল আমেরিকার উদ্যোগে। সেখানে আমেরিকার বিদেশ সচিব পম্পোয়ো যতটা আক্রমণাত্মক ব্যাট করার চেষ্টা করেছেন জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত সংযম ছিল। অস্ট্রেলিয়া মার্কিন সুরের সঙ্গে গলা মেলায় নি। তারা রপ্তানি বাণিজ্য এতটাই চিনের দিকে হেলে রয়েছে যে যুদ্ধ দেহিং মনোভাব দেখালে তাদের বিপাকে পড়তে হতে পারে। তুলনায় জাপান কঠোর অবস্থান গ্রহণ করলেও কোয়াড সম্মেলনের পরে যৌথ বিবৃতি না আসার ফলে বোঝা গেল চারটি দেশ এক হতে পারেনি। ফলে তারা পরে আলাদা আলাদা করে বিবৃতি দেয়। মার্কিন বিদেশ সচিব বলেছেন, আজকে চিনের ভারতের ভূখণ্ড দখল করার ব্যাপারে যদি চুপ করে থাকতে হয় তাহলে কালকে বহু দেশ তাদের ভূখণ্ড চিন দখল করে নিতে পারে। তাইওয়ানের দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে চিন। তাইওয়ান বলতে শুরু করে দিয়েছে তাদের চারদিক থেকে চিন বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখার চেষ্টা করছে। তাইওয়ান যাতে আগামি দিনে বিশ্বের কোনও দেশের সঙ্গে সংযোগ না রাখতে পারে তার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। চিন সাগর চিনের অধীনে রাখার মধ্যে দিয়ে এই কৌশনর পথ খোলা রয়েছে। বিদেশ সচিব আরও বলেছেন করোনা উৎপত্তি এবং প্রসারে চিনের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত চাওয়া মাত্র চিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। আসলে চিন চাইছে সবার মুখ বন্ধ করিয়ে দিতে। সবাই চিনের কথাতে সায় দেবে না বলেই চিন এখন শক্তি দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের ভূমিকা নিয়ে সবর হয়েছেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও'ব্রায়েন। তিনি বলেছেন, অন্যের ভূখণ্ড দখল করে নেওয়াটাকে তিনি চিন নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। উদাহরণ লাদাখের কোলে ভারতের সঙ্গে এলএসি। চিন সেনারা সেখানে যে দখলদারীর কাজ শুরু করে দিয়েছে তার থেকে সরে আসার জন্য নয়। আলোচনা করে তাদেরকে সরানো যাবে না। কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধরা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। কিন্তু ভারত আলোচনার পথটাকে খোলার রাখার কথা গ্রহণ করেছে। ভারত থেকে বারবার বলা হয়েছে ভারত চিন সীমান্ত ঠিক করে নেওয়া হোক। চিনকে বারবার বলা সত্ত্বেও চিন রাজি হচ্ছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিন চাইছে না ভারতের কোনও নির্দিষ্ট সীমা থাকুক। তাহলে চিন সেনাদের সেখানে প্রবেশ করা একেবারে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সেই কারণে চিন চাইছে না এখন সীমান্ত ব্যাপারে সমাধান হয়ে যাক। ভারত চাইছে সীমান্ত মীমাংসা দ্রুত শেষ হোক। তাহলে সীমান্ত নিয়ে ভবিষ্যতে কোনও ঝামেলা থাকবে না। জটিল সীমান্ত বিষয়টা একেবারে পরিস্কার হয়ে যাক। এদিকে আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয়ে আগ্রহী ভারত চিন সীমান্ত নিয়ে একটি মীমাংসা হয়ে যাক। তার জন্য রাশিয়া এগিয়ে এসেছিল ভারত চিনের মধ্যে পারস্পারিক আলোচনা করে সীমান্ত মীমাংসা সূত্র বের করা হোক। এবারে মস্কোতে যে বৈঠকের আয়োজন করেছিল। গালওয়ান সীমান্তে সেনা কর্তাদের মধ্যে আবার আলোচনা হয়। এদিকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল বলেছেন, চিনের চেয়ে মারাত্মক হচ্ছে পাকিস্তান। তারা সীমান্ত এলাকায় কোনও কিছু করতে না পেরে ভারতের অভ্যন্তরে গণ্ডগোল পাকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সেই কারণে আইএস থেকে শুরু করে জামাত-উল, মুজাহিদিন এর মতো জঙ্গি সংগঠনগুলোকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে। তারা ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখান থেকে তরুণদের সংগ্রহ করে চালাছে। চলছে মগজধোলাই। এদিকে গোটা বিশ্বের সঙ্গে চিনের ব্যবসা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করেছে। ভারত বারবার বলতে শুরু করেছে যে পাকিস্তান কাশ্মীরে দখলীকৃত দেশ। পাকিস্তানকে হানাদার রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারত। ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর আগামি দিনে ভারত ছিনিয়ে নিতে পারে। চিন এখন এই অবস্থায় তাদের আর্থিক কড়িডরকে রক্ষা করতে সেখানে সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে। ভারত যে কোনও সময়ে পাকিস্তান শব্দটিকে একেবারে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে পারে এই ভয়ে চিনকে পাশে রেখে চলতে চাইছে পাকিস্তান। দুর্গম লাদাখ অঞ্চলে ভারতীয় সেনারা চিন সেনার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। চিন সেনারা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে কয়েকটি স্থান দখল করে নিয়েছে। বেশ কিছু সংবাদপত্র চিনের আগ্রাসনের বিরোধিতা করে লেখা প্রকাশ করেছে। চিন কতখানি লাদাখের অংশ দখল করে রয়েছে তা প্রকাশ করেনি ভারত সরকার। বলা হয়েছিল ডিভিশনাল কম্যান্ডার স্তরে আলোচনা চলছে। সীমান্ত এলাকায় চিন সেনা বৃদ্ধি করা নিয়ে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চিন বাড়তি সেনা মোতায়েন করে চলেছে। এখন নেপালও এখন চিনের হয়ে কথা বলছে। পাকিস্তান, নেপাল, মায়ানমার এবং চিন একই অক্ষরেখা ধরে চলছে।

লাদাখ সমস্যার সমাধান হবে না

হেরিটেজ

বিখ্যাত হিন্দু স্কুল

'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন শুরু হয়েছিল এখান থেকেই

কলকাতার হিন্দু স্কুল বাংলার নবজাগরণের অন্যতম সেরা শিক্ষাসদন ছিল। এইখান থেকে পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শুধু কবি মাইকেল নন, এখানে শিক্ষকতা

করতেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তখন এর নাম ছিল হিন্দু কলেজ। পরে হিন্দু কলেজকে দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। একটি হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং আর একটি হয় হিন্দু স্কুল। এই হিন্দু স্কুলে বহু বিদ্যান বক্তিরা পড়াশুনা করেছিলেন। তারা এখন বহু সরকারি উচ্চপদে আসীন। মাইকেল এবং তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাক এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে হিন্দু কলেজের মধ্যে একটি বিরাট পাঁচিল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা কী কারণে তা জানা যায় না। এই স্কুলের ছাত্র এখন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন। তখনকার কালে হিন্দু স্কুলের নাম সারা ভারতব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল। হিদু স্কুলের ছাত্র ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম কংগ্রেস সভাপতি), বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ছবি বিশ্বাস (অভিনেতা), বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নয়া ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন, ইতিহাসবিদ নিশিথ রঞ্জন রায়, আনন্দমোহন বিশ্বাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ (বাংলায় মহাভারত রচয়িতা) তারকনাথ পালিত, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানোবিশ, মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (গীতিকার)., অতুল্য ঘোষ (কংগ্রেস নেতা) চুনী গোস্বামী (খেলোয়াড়), রঞ্জিত গুপ্ত (প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার) সহ আরও অনেকে। এই সব ছাত্ররা এক সময়ে বাংলাকে পরিচালিত করতো। তখনকার দিনে হিন্দু স্কুল থেকে কোনও ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাশ করতো না। সবাই ছিলেন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র। সবাই ছিলেন মেধাবী ছাত্র। বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে এই স্কুলে সুনাম দ্রুত সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন শুরু হয়েছিল এখান থেকেই।

২০ সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার রেল রোকো আন্দোলনে নামবেন কুড়মিরা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৬ জুন ঃ আগামী ২০ সেপ্টেম্বর তিন রাজ্যে রেল রোকোর কথা ঘোষণা করলেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির মূল নেতা অজিত প্রসাদ মাহাতো। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম শহরের অফিসার্স ক্লাব ময়দানে কুড়মি নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে, কুড়মি সম্প্রদায়কে এসটি তালিকাভুক্ত করার দাবিতে এবং কুড়মালি ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ওই বিক্ষোভ সমাবেশে হাজার হাজার কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষ সামিল হয়েছিলেন। যার ফলে গোটা ঝাড়গ্রাম শহর কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রশাসন ওই বিক্ষোভ সমাবেশের অনুমতি না দিলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম শহরজুড়ে জোরদার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শুধু ঝাড়গ্রাম জেলা নয়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা থেকে কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষ ওই সভায় সামিল হয়েছিলেন। ওই সভায় আদিবাসী কুড়মি সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির মূল মান্যতা অজিত প্রসাদ মাহাতো বলেন, পুলিশি দমন-পীড়ন নীতি চলছে। ৭৫ বছর ধরে কুড়মি সমাজ তাদের জাতিসত্তার আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সিআরআই রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে পাঠায়নি। কুড়মি সম্প্রদায়কে এসটি তালিকাভুক্ত করার দাবিতে কর্মী সমাজের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। ৭২ ঘন্টা বাংলা বনধেরও ডাক দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলার তিন জায়গায়, ঝাড়খণ্ডের চার জায়গায়, উড়িষ্যার তিন জায়গায় রেল রোকো কর্মসূচি শুরু হবে, প্রশাসনকে দু'মাস আগে লিখিতভাবে সমস্ত কিছু জানানো হবে। রেল কর্তৃপক্ষকেও জানানো হবে। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল রোকো আন্দোলন চলবে বলে তিনি জানান।

সাংসদের ক্ষোভ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ জুনঃ সাংসদ কোটায় ৫ কোটি টাকা করে পান নিজের সংসদীয় এলাকায় উন্নয়নের জন্য। কিন্তু ওই টাকা পেয়েও তিনি কাজ করতে পারেন না, তাকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। অভিযোগ বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুরিন্দর সিং অহলুওয়ালিয়ার। নরেন্দ্র মোদির ৯ বছরের শাসন কালে দেশের কি কি উন্নয়ন হয়েছে তা নিয়ে জনসংযোগ করতে মঙ্গলবার বর্ধমান সদর জেলা বিজেপির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কবীন্দ্র গুপ্তা, বিজেপির রাজ্য সম্পাদক তথা দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মন ঘড়ুই, জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, জেলা ইনচার্জ কৃষ্ণ ঘোষ এবং ক্লাস্টার ইনচার্জ দেবতনু ভট্টাচার্য। ওই সম্মেলনেই নিজের ক্ষোভের কথা জানান বিজেপি সাংসদ। তার অভিযোগ, তিনি যে সমস্ত কাজ করতে চেয়েছেন এবং যে সমস্ত কাজ করার অর্থ প্রদান করেছেন তা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। অনুমোদন না দেওয়ার কারন 'নেম প্লেট'। তিনি সাংসদ হিসাবে যে সমস্ত প্রকল্পের অর্থ প্রদান করবেন তাতে উদ্বোধক হিসাবে তার নাম থাকবে নেম প্লেটে। কিন্তু এটাই চাইছে না জেলা প্রশাসন। শেষে নাকি তিনি নিজে 'নেম প্লেট' লেখার দরকার নেই বলেও প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন বলে দাবী করেছেব অহলুওয়ালিয়া। দৃষ্টান্ত স্বরুপ তিনি জানিয়েছেন, দার্জিলিংয়ে সাংসদ থাকাকালীন তিনি যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের টাকা দিয়েছলেন, তা তিনি ওখানকার সাংসদ থাকাকালীন চালু করা হয় নি। কিন্তু বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই দার্জিলিংয়ে তার অর্থ বরাদ্দ করা সেই প্রকল্পগুলি বর্তমানে চালু করছে সেখানকার জেলা প্রশাসন যাতে তার নাম দিতে না হয়, বিজেপির নাম না থাকে। এই ধরনের বিদ্বেষমূলক রাজনীতির তিনি তীব্র নিন্দা করেন এদিন। এদিন জম্মু কাশ্মীরের উপ মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিগত ৭০বছরে জম্মু-কাশ্মীরে আতঙ্কবাদীদের লাগাতার অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে আসছিল কংগ্রেসের আমলে। বর্তমানে বিজেপি সরকার সময়ে একদুটো ছাড়া সেই রকম অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেনি। এছাড়া মোদি সরকারের নোট বাতিলের ফলে পাকিস্তানের মদতে জম্মু-কাশ্মীরে পাথর ছোড়ার ঘটনা প্রায় বন্ধ হয়েছে এবং পাকিস্তান নিজেই এখন আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত দেশে পরিণত হয়েছে।

গরমে জলছত্র

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ৬ জুন ঃ গুরু অর্জুন দেবজির শহিদ দিবসে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে হলদিয়া দিঘাসীপুর গুরুদোয়ারার পরিচালনায় সারাদিন ধরে পথ চলতি মানুষজন ও পরিবহনে থাকা মানুষজনকে এই তীব্র দাবাদহের হাত থেকে একটু স্বস্তি দিতে ঠান্ডা সরবত ও ছোলা সিদ্ধ সকলের হাতে হাতে তুলে দেওয়া হয়। উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া দিঘাসীপুর গুরুদোয়ারার সভাপতি তথা তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক হরবিন্দর সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার পাশা, তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য অর্নব দেবনাথ, তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ সেক আব্দুল মালেক, সেক নেসার ও অনান্য বিশিষ্ট বর্গ। এছাড়াও গুরুদোয়ারায় বিশেষ প্রার্থনা ও কীর্তনের আসর বসে।

মালগাড়ির খোলা দরজার ধাক্কা খুঁটিতে

ওভারহেডের তার ছিঁড়ে আসানসোল-বর্ধমান শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হল

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৬ জুন ঃ আবারও রেলকর্মীদের গাফিলাতির অভিযোগ উঠল। তার জেরে বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা হলেও বেশ কয়েক ঘন্টা ট্রেন চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল আসানসোল-বর্ধমান শাখায়। মালগাড়ির খোলা দরজা ধাক্কা মারল রেলের বিদ্যুত খুঁটিতে। তার জেরে ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আর তাতেই বিপত্তি। আসানসোল-বর্ধমান শাখায় আপ ও ডাউন দুটি লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হল। দীর্ঘক্ষন আটকে পড়ল একাধিক এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেন। মঙ্গলবার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় জানা গেছে, এদিন বেলা ১০টা নাগাদ বর্ধমান-আসানসোল আপ লাইনে একটি মালগাড়ি যাচ্ছিল। ওইসময় ওয়ারিয়া ও দুর্গাপুরের মাঝে মালগাড়ির একটি খোলা দরজা লাইনের পাশে বিদ্যুত খুঁটিতে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে ছিঁড়ে পড়ে ওভারহেডের তার। তার ছিঁড়ে পড়ায় বর্ধমান-আসানসোল আপ ও ডাউন দুটি লাইনে ট্রেন চলাচল থমকে যায়। বেশকিছু এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে পড়ে। দুর্গিয়ানা-কলকাতা এক্সপ্রেস ওয়ারিয়া, দুরন্ত এক্সপ্রেস রানীগঞ্জ, পাটনা-হওড়া জনশতাব্দী, অন্যন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনও আটকে পড়ে। এছাড়াও বর্ধমান-আসানসোল, দুটি লোকাল ট্রেন আটকে পড়ে। দুর্গাপুর ও ওয়ারিয়ায়। যদিও এদিন খবর পেয়ে রেল আধিকারিক ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতের কাজ শুরু করে। দুপুর ১১ টা ২৫ মিনিট নাগাদ ডাউন শ্লো লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। দুপুর ১ টা ২০ মিনিট নাগাদ আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক করা হয়। প্রশ্ন, মালগাড়ির কন্টেনার থেকে সামগ্রী খালি করার পর দরজা বন্ধ রাখা দরকার। কিন্তু, মালগাড়ির দরজা খোলা ছিল, সেই বিষয়ে চরম গাফিলাতির অভিযোগ উঠেছে। যদিও রেলের আসানসোল ডিভিশন জানিয়েছে, দুপুর দেড়টা নাগাদ ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এখনও খোঁজ মিলল না সান্টু সেখের

দুরন্ত বার্তা, মুরারহ, ৬ জুন ঃ এক সঙ্গে তিনজন কেরালা গেছিলেন সংসারের তাগিদে। কিন্তু গ্রামে ফিরলেন দু'জন। একজনের হদিশ নেই। সনাক্তকরণের পর সানাউল সেখ ও রফিকুল সেখের লাশ রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর লাশ ফিরলো গ্রামে। দুই পরিবার শোকে ভেঙে পড়লেও, সান্টু ওরফে শান্ত সেখের পরিবারের অবস্থা মর্মান্তিক। শান্ত সেখের মা জুলেখা বিবি বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকেন। রাত্রে আমডোল অঞ্চলের কনকপুর গ্রামে পৌঁছান জেলাশাসক বিধান রায়, জেলা পুলিশ সুপার রাজ নারায়ন মুখোপাধ্যায়, মহকুমা শাসক সাদ্দাম নাভাস। তাঁরা মৃতদেহে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। জেলাশাসক বিধান রায় জানান, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক মৃতের পরিবার সমস্ত সরকারি সুবিধা পাবেন। তাঁদের আর্থিক পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। প্রশাসন তাঁদের পাশে সব সময় আছে। সোমবার স্থানীয় বিধায়ক মোশাররফ হোসেন ও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা নিহত পরিবারের সাথে দেখা করেন। সান্টু ওরফে শান্ত সেখের মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব নেন তিনি। কুরবানির পর তার বিয়ের দিন স্থির করেই টাকা রোজগারের জন্য কেরালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তিনি। কেন্দ্র সরকার একশো দিনের কাজ বাংলায় বন্ধ করার জন্যই অন্য রাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন স্থানীয় বিধায়ক। মঙ্গলবার কনকপুর গ্রামের কবর স্থানে দাফন করা হয় সানাউল সেখ ও রফিকুল সেখের।

৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালুর প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জুন ঃ স্নাতক স্তরে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালুর প্রতিবাদ ও জাতীয় শিক্ষানীতি অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান সংগঠিত করল অল ইন্ডিয়া ডিএসও দার্জিলিং জেলা কমিটি। মঙ্গলবার এই দাবিতে শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক থেকে একটি মিছিল সংগঠিত করা হয় গুরু নানক চকে গিয়ে শেষ হয়। পরবর্তীতে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দাবি সম্মিলিত দাবিপত্র তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে।

সরকারি সাহায্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জুন ঃ বাজ পড়ে মৃত দু'জনের পরিবারের হাতে সরকারি অনুদান তুলে দিলেন প্রশাসনিক আধিকারিক সহ বিধায়িকা। মালদার মানিকচক ব্লক প্রশাসনিক ভবনে মহকুমা শাসক, বিডিও ও বিধায়িকার উপস্থিতিতে মৃত দু'জনের পরিবারের হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পরিবারের পাশে রয়েছে সরকার সেই বার্তা রাখলেন মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা সাবিত্রী মিত্র। সরকারি অনুদান পেয়ে প্রশাসনিক উদ্যোগকেও সাধুবাদ জ্ঞাপন করলেন মৃতদের পরিবারবর্গ। প্রসঙ্গত,গত মে মাসের ২৩ তারিখ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয় মানিকচকজুড়ে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় এনায়েতপুর এলাকার বাসিন্দা হাসির মোমিনের। অন্যদিকে ভূতনি এলাকার বাসিন্দা কবিতা মন্ডলের মৃত্যু হয়। এই দুটি পরিবারের সদস্যদের সরকারি অনুদান প্রদান করতে প্রশাসনের তরফে মানিকচক ব্লক প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ডাকা হয় মঙ্গলবার। সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং, বিধায়িকা সাবিত্রী মিত্র, বিডিও শ্যামল মণ্ডলের উপস্থিতিতে সরকারি অনুদানের ২ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়। পাশাপাশি এই পরিবারগুলোর পাশে প্রশাসন রয়েছে সেই বার্তা দেওয়া হয়। মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যে সরকারি অনুদান পেয়ে রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ জানান মৃতদের পরিবারবর্গ।

২ গোষ্ঠীর কোন্দল

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৬ জুন ঃ বুথ কমিটি গঠন নিয়ে রায়গঞ্জের বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে মারধরের অভিযোগে চাঞ্চল্য। আহত অঞ্চল সভাপতি রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। অভিযোগের তীর পঞ্চায়েতের উপ প্রধানের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তবে তৃণমূলেরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেনে নিলেও এই ঘটনায় তিনি জড়িত নন বলে দাবী করেন উপপ্রধান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য। অভিযোগ সোমবার রাতে বীরঘই অঞ্চলের ভুপালপুর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন বুথ কমিটি ঘোষণা করতে গিয়েছিলেন অঞ্চল সভাপতি কৈলাশ চন্দ্র বর্মন সহ কয়েকজন নেতৃত্ব। ফেরার পথে ভুপালপুর এলাকাতে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য গোষ্ঠী লাঠিসোটা নিয়ে তাকে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সোমবার মধ্যরাতে আহত অঞ্চল সভাপতিকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রবল গরমে ভিড় বাড়ছে লস্যি দোকানে

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ৬ জুন ঃ গরমে হাঁসফাঁস-গলদঘর্ম অবস্থা বঙ্গবাসীর। গলা শুকিয়ে কাঠ। এহেন দাবদাহের ভয়ে সকাল ১০টার পরই রাস্তামুখো হতে চাইছেন না অনেকেই। কিন্তু বাড়ির কাজ হোক কিংবা অফিসের কাজে ঘরের বাইরে পা ফেলতেই হচ্ছে। ঘামের সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম। সূর্যের প্রতাপে এই তীব্র তাপদহের পরিস্থিতিতে শরীর 'কুল' রাখতে পারে এক ও অদ্বিতীয় লস্যি। গরমে শরীর ঠান্ডা রাখার অন্যতম স্বাস্থ্যকর উপায় লস্যি, প্রতিটা চুমুকে শরীরজুড়ে বয়ে যায় শীতল স্রোত। কান্দির বাজারে বেলা বাড়তেই ভিড় জমছে লস্যির দোকানে। প্রসঙ্গত যারা দুধ খেতে পারেন না বা যাঁদের দুধ সহ্য হয় না, তাদের অনেকেই কিন্তু অনায়াসে লস্যি খেতে পারেন। ফলে শরীরে সঠিক পরিমাণে ক্যালসিয়ামের জোগান বজায় থাকে। গরমকাল মানেই ঠাণ্ডা কিছু খেতে ইচ্ছে করে সকলের। তেল-ঝাল-মশলা জাতীয় খাবার এড়িয়ে বরং ঠাণ্ডা শরবত, আইসক্রিম, কোলড্রিঙ্কে মন মজে যায়। তবে গরমকালে শরীর সুস্থ এবং সতেজ রাখতে সবচেয়ে উপকারি লস্যি। লস্যি যেমন খেতে ভালো তেমনি এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন-শরীর ঠাণ্ডা রাখে। খাবার ভালভাবে হজম করানোর পাশাপাশি অ্যাসিডিটি বা অম্বলের সমস্যাও কমায় এই লস্যি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে লস্যি। এর মধ্যে থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন ডি, যা আসলে ইমিউনিটি বুস্টার। ক্যালসিয়াম থাকায় দারুণ হাড়ের গঠন সুদৃঢ় হয়। ত্বকের জন্যও লস্যি খুবই উপকারি। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরের বিভিন্ন লস্যি দোকানগুলিতেও ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমজনতার। হরেক রকমের লস্যিতে ভিড় জমেছে কান্দির বাজারে। দই লস্যি ৩০ টাকা, আম লস্যি ৩০ টাকা, স্পেশাল লস্যি ৪০ টাকা, এছাও বেল এবং ছাতুর সরবতের চাহিদা দেখা গেল। লস্যি ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ হালদার বলেন, গরমের জন্য লস্যির চাহিদা খুব বেশি। সাধারণ সময়র সরবতের চাহিদা থাকে। লস্যির উপকরণ হিসাবে তিনি বিলেন দই, বরফ, কাজু বাদাম, চিনি, কিসমিস, নুন, পুদিনা পাতা ইত্যাদি। তবে প্রয়োজন মতো আম কিংবা বেলের হলে উপকরনের বিষয় পরিবর্তন হয়। কান্দির রাজ কলেজের ছাত্রী নন্দিনী রায় এবং মাহমুদা খাতুন বলেন, দু'বছর ধরে কলেজে কিংবা টিউশনে এলে লস্যি খাই, কারণ গরমের সময় লস্যি খাওয়ার পর অনেকটা ইমিউনিটি পাওয়া যায়। তাছাড়া খেতেও খুব ভালো লাগে। লস্যি খেতে ভিড় জমাচ্ছে ছোট্ট থেকে বড়ো সকলেই। এছাড়াও সরবত, দই কিনতে ভিড় দেখা যাচ্ছে কান্দির বিভিন্ন বাজার এলাকায়।

ঔষধ ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ জুনঃ আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার সুভাষপল্লীর এক ঔষধ ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল তার ঔষধের দোকান থেকে, মৃত ঔষধ ব্যবসায়ীর নাম বাদল চক্রবর্তী। জানা গেছে এই ব্যবসায়ী আগে সরকারি চাকুরীজীবী ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ফালাকাটায় নিজের বাড়ির পাশেই এক ঔষধের দোকান করেন। মঙ্গলবার সকালে তার দোকানের কর্মচারীরা সকালে দোকান খুলেই দেখেন মালিকের ঝুলছেন সেই দোকানে। এরপর সেই কর্মচারী তার বাড়িতে গিয়ে তার ছেলে ও আত্মীয়-স্বজনদের খবর দিলে তারা এবং প্রতিবেশীরা এসে দেখেন তার ঝুলন্ত দেহ। এরপর ফালাকাটা থানায় খবর দিলে ফালাকাটা থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে প্রথমে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এরপর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে ফালাকাটা থানার পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ...

HWH-85/2023-24

পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিসি. ডিইই/ এলএমজি/০৭ অব ২০২৩-২৪, তারিখ: ০১-০৬-২০২৩। ...

www.ireps.gov.in

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্থায়ী মেরামতি/পুনর্বহাল কার্য

www.ireps.gov.in

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

MISC-67/2023-24

পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ড্রিপ দুর্ঘটনা স্থানের ট্রিটমেন্ট ও কাঠের ছাদের কাঠামোর প্রতিস্থাপন

www.ireps.gov.in

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার নোটিস

টেন্ডার নোটিস নং. পিসিএমএম/ সিএলডব্লু / ডানকুনি/ ই-প্রোকিওরমেন্ট/ ২৩/ ৩২ **তারিখ** ঃ ০১/ ০৬/ ২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে **পিসিএমএম/ সিএলডব্লু / ডানকুনি** আহ্বান করছেন ইলেকট্রনিক দরপত্র প্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত উৎপাদকের কাছ থেকে নিম্নলিখিত সামগ্রী যোগানের জন্য। উল্লেখিত ই-টেন্ডার যোগানের জন্য ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মান সামগ্রী। আগ্রহী/ ইচ্ছুক যোগানদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ওয়েবসাইট দেখতে- www.ireps.gov.in। ইহা ই-টেন্ডার, কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গ্রহণযোগ্য। **ক্র.নং. টেন্ডার নং., স্টোরের বিবরণ, পরিমান, বকেয়া, টেন্ডার নথির মূল্য উল্লেখ্য ঃ (১০৪), ২৫২২৫১১৩বি,** টরকিউ মিটার ২০০০এনএম নির্দিষ্ট নং. এমটি/ ২৩১০ তারিখ ০৫.১২.২০২২ অধীন জিএম আউট অফ টার্ন এম ও পি প্রোগ্রাম ২০২২-২৩ এইচএসএন কোডঃ ৯০৩১৮০০০, **টেন্ডার / নথি অনুসারে, ২১.০৬.২০২৩, ₹০.০০। (১০৫), ৩৪২৩২৫০৮,** স্ক্যাভেঞ্জ ব্লোয়ার টিএম / অয়েল কুলিং ইউনিট সঙ্গে মোটর (করোনা প্রতিরোধী তার দ্বারা জড়ানো) সিএলডব্লু নির্দিষ্ট নং. সিএলডব্লু / ০০২১ / এইচ এবং আরডিএসও / নির্দিষ্ট / ই-১০/ ৩/ ০৯ (মোটর) সঙ্গে সংশোধনী নং. ০১ থেকে ০৬ বা অত্যাধুনিক, **টেন্ডার / নথি অনুসারে, ২১.০৬.২০২৩, ₹০.০০।**

PR2/042 পিসিএমএম / সিএলডব্লু / ডানকুনি

Like us on : www.facebook.com/clwrailways

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Cleaning and side wall for Protection from N.H. to Baigachi Canal in Ward No-13 and Construction of Surface Drain Surrounding F11 Block in Ward No-10 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-35 & 36/2023-24.** Bid submission closing date (online)-**15/06/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in**. the official website of e-tender.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
42/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Supply of Lawn Mower & Brush Cutter at MTPS/DVC	07.06.2023 (10.00 AM)	15.06.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

moshiara Gram Panchayat
Vill : & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
Memo No: - 181 /MoshGP/2023 Date: - 05/06/2023
NIT No-03/MoshGP/2023-24 (3rd Call)
NIT No-04/MoshGP/2023-24 (2nd Call)
NIT No-05/MoshGP/2023-24 (2nd Call)

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders of few Construction and supply of Tubewell parts related works in Moshiara GP area details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO – Moshiara, Dist. – Bankura.

Sd/-Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
E-Tender Notice
Memo No.-2178/WS/SD Dated-06.06.2023

E-tenders are invited by the undersigned vide this office **Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT6/6e/23** and **Tender Id No-2023_MAD_539663_1 to 3** for Supply & Installation of Hood Type fidder pillar at w-9 & 14 and supply of pipes & strainer for sinking tube well at Mearberh in w-18 under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **26/06/2023 at 11:00 hrs.** For more details and bidding online please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

DASGHARA (1) GRAM PANCHAYET
VILL- Rajipur (Nelorpar), P.O- Kananadi,
P.S.- Dhaniakhali, Dist.– Hooghly.
Ph- 03213-258361, Email ID : dasghara1gp@gmail.com
Notice Inviting Tender No : WB/HG/DNK/DAS-1/NIT-02/2023-24
E-tender ID: 2023_ZPHD_53669_1

Notice inviting competitive E-tender in two cover system on percentage basis in the prescribed format is hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed Contractors. Bid submission start date - **06.06. 23 at 1:30 P.M upto 13.06.23 at 3:30 P.M** for more details please visit-**http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Dasghara I Gram Panchayet

NIET No: WB/HZP/BAG-I/NIET-7/2023-24
dated: 01.06.2023

Following e-tender notice regarding DEVELOPMENT OF BASIC INFRASTRUCTURE AND CLEALINESS OF 15 NOS. SCHOOLS UNDER BAGNAN-I DEV BLOCK, has been published as per NIET referred above. Details are available in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan, Howrah

OFFICE OF THE PRADHAN
MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL.+PO.: MANKIARY, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No.: MGP/NIT-01/ 2023-2024 dt. 07/06/2023

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Upa-Pradhan-in-Charge, Mankiary Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/.** 1. Date and Time of Download/Sale: **from 07/06/ 2023 10am to 13/06/2023 5:30pm.** 2. Date and Time of Bid Submission: **from 07/06/ 2023 10am to 13/06/2023 5:30pm.** 3. Date and time of Bid Opening: **16/06/2023 at 12 Noon.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as abovementioned website.

Sd/- Pradhan
Mankiary Gram Panchayat

Office Of The Para Gram Panchayet
PO: Para PS: Para Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 3rd call of NIT(e) 02/2023-24/15TH FC dated- 16/05/2023

e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: **From 06/06/ 2023.** ii) Last date of submission of e- tender with documents: **14/ 06/2023.** For further details please contact with the Office of the Para Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Para Gram Panchayet

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 545(43)/EO/JLD-II, Dated: 06/06/2023
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-5(e)/EO/JLD-II/2023-24 dt. 06.06.2023,** for 6(six) nos. of Supply, installation, testing, commissioning, trial run of Battery Operated Vehicles (E Cart for Garbage with Tipping Facility) **(Tender ID: 2023_ZPHD_539832_1)** of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **20.06.2023 up to 6-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive officer, Kolaghat Panchayat Samity invites separate % rate e- tenders for execution of 05 nos. Girls Toilet and 2 nos. Minor repair of school under SSM Fund vide this office **No. 502 dt. 06/06/ 2023. http://wbtenders.gov.in** may be visited for further details for **tender nos. 2023_ZPHD_539830_1 to 2023_ZPHD_539830_7.** Last date of bid submission: **13/06/ 2023 at 15.30 hours.** Opening date of technical bid: **16/06/ 2023 at 11.30 hours.**

Sd/- EO,
Kolaghat Panchayat Samity
Purba Medinipur

Tender Notice
2023_ZPHD_539167_1
2023_ZPHD_538369_1
2023_ZPHD_538323_1

Bid Submission End Date-**12-06-2023,** Bid Opening Date - **15-06-2023.** For details visit website or office of the undersigned

Sd/- Prodhan
Simulpur GP

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors for work as follows :- **NIQ NO. - 06/Q of 2023-24.** N.W- Temporary security lighting arrangement, Hiring of DG Set at Midnapore Cilcuit House & Helipad at Kuikota, Midnapore College Ground. Midnapore Paschim, Medinipur in connection lvith the Hon'ble V.V.I.P visit. on. 7th & 8th June 2023. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days during office hours & from website : **www.pwdwb.in** Last dt. application: **07.06.2023 upto 10.30 A.M.** Last dt. permission : **07.06.2023 upto 11.00 A.M.** Last dt. of receiving quotation: **07.06.2023 upto 11.30 A.M.** Dt. of Opening : **07.06.2023 at 11.45 A.M.**

Sd/-Executive Engineer
Paschim Medinipur
Electrical Division.
P.W.Dte.

Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 05- PS/Ch1/2023-24 dt: 05/06/2023.** Last Date of Bid Submission: **12/06/2023, 11.00 Hrs.** Date of Opening: **14/06/2023, 11.00 Hrs. NIT No: 06-PS/Ch1/ 2023-24 dt: 06/06/2023.** Last Date of Bid Submission: **13/06/2023, 11.00 Hrs.** Date of Opening: **15/ 06/2023, 11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **সুজিত কুমার দাস,** পিতা প্রয়াত গনেশ চন্দ্র দাস, নিবাস ২৩২/ ২ পারাই পাকার রোড, কলকাতা-৭০০০৬১ হারিয়ে ফেলেছেন দলিল যার নং. ৫১১৬ সাল ১৯৯২, এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি বেহালা থানায় তারিখ ০৫-০৬-২০২৩ যার জিডি এন্ট্রি নং. ৪৪৩। যদি কোন ব্যক্তির কোন দাবী, অংশ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বা কোন আপত্তি যাকিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে ০৭ দিনের মধ্যে যার পর কোন দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তী কোন গ্রাহ্য করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

Office of Moukhali Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No.: MGP/220/2023, Date.-05.06.2023

The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of: Construction of Concrete road from (i) H/o Arun Barik to Paresh Barik, (ii) H/o Binapani Khanra to H/o Sukumar Khan. Work completion period: 60 Days. Bid submission starting **from 05.06.2023 at 5.30 PM. up to 12.06.2023 at 17.30 PM.** Date of Opening of tender **14.06.2023 at 11:30 A.M.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

Office of Moukhali Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No.: MGP/221/2023, Date.-05.06.2023

The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of: Tally Pilling at Late Lalit Mohan Shaw. Work completion period: 60 Days. Bid submission starting **from 05.06.2023 at 5.30 PM. up to 12.06.2023 at 17.30 PM.** Date of Opening of tender 14.06.2023 at 11:30 A.M. For details visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

Office of Moukhali Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No.: MGP/222/2023, Date.-05.06.2023

The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of: Construction of cover drain from (i) Nabatara Club to Chaitanna Maity house. (ii) H/o Kalipada Maity to H/o Shankar Maity. (iii) Moukhali GP Office to Shampa Ranu house. (iv) H/o Utpal Banu to Moukhali PHC. Work completion period: 60 Days. Bid submission starting **from 05.06.2023 at 5.30 PM. up to 12.06.2023 at 17.30 PM.** Date of Opening of tender **14.06.2023 at 11:30 A.M.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

Office of Moukhali Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No.: MGP/223/2023, Date.-05.06.2023

The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of: (i) Submersible at near Pannalal Maity house. (ii) Construction of solar submersible pump at near Mritunjoy Sau's house. Work completion period: 60 Days. Bid submission starting **from 05.06.2023 at 5.30 PM. up to 12.06.2023 at 17.30 PM.** Date of Opening of tender **14.06.2023 at 11:30 A.M.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

ঘরোয়া এই ফেস প্যাক লাগান সপ্তাহে একদিন

গরমে গা জ্বালা করছে। শুধু তাই নয় ত্বকে হাজারো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ত্বকে ঘাম, ধুলোময়লা বসে যায়। ত্বক অত্যধিক তৈলাক্ত হয়ে যায়। এছাড়া ব্রণ, পিম্পল, মৃত কোষের সমস্যা তো আছেই। তবে গ্রীষ্মে ত্বকের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সান ট্যান। কড়া রোদের দাপটে ত্বক বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ট্যান পড়ে। ট্যান পরিষ্কার করতে অনেকেই নামীদামী ফেশিয়াল কিট ব্যবহার করেন। নানা ধরনের প্রসাধনীর সাহায্য নেন। এক্ষেত্রে ঘরোয়া ফেস প্যাক ব্যবহার করলে বেশি উপকার পেতে পারেন। ঘরোয়া ফেসপ্যাক ব্যবহারে ত্বক পরিষ্কার হয়, হাইড্রেট থাকে, ট্যান কমে এবং ত্বকে অতিরিক্ত তেলও শোষিত হয়। রইল এমনই কিছু ফেস প্যাকের কথা। **মধু এবং পেঁপের ফেস প্যাক**- পাকা পেঁপে পেস্ট করে, তার সঙ্গে ১ চা চামচ মধু এবং ২ টেবিল চামচ টক দই মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস মাস্ক অ্যান্টি অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। ত্বকের ট্যান হালকা করার পাশাপাশি ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করে। **টমেটো ফেস প্যাক** - ট্যান হালকা করতে টমেটোর জুড়ি মেলা ভার। এই সবজিতে রয়েছে লাইকোপিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ত্বককে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। ১ টেবিল চামচ টমেটো পেস্টের সঙ্গে ১ চা চামচ মধু এবং ১ চা চামচ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। **শসার ফেস প্যাক**- ১ টেবিল চামচ শসার পেস্ট, ১ টেবিল চামচ গোলাপ জল এবং ১ চা চামচ মধু এই সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। পুরো মুখে সমানভাবে প্যাকটি লাগান। ১৫ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। ট্যান হালকা করতে খুবই কার্যকরী এই ফেস প্যাক। এতে থাকা শসা তৈলাক্ত ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। ত্বকের অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব কমায় শসা। **বেসন, হলুদ এবং দই**- ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ বেসন এবং ২ টেবিল চামচ টক দই ভাল করে মিশিয়ে মুখে লাগান। আধ ঘন্টা পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। বেসন ট্যান হালকা করে, পাশাপাশি ত্বকের তেলতেলে ভাব ও ব্রণ কমায়। হলুদ কালচে দাগছোপ দূর করে এবং ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না। আর, টক দই ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করতে সাহায্য করে। এই ফেস প্যাক ত্বককে নরম, জেল্লাদার করে তোলে। **মুলতানি মাটি এবং অ্যালোভেরা ফেস প্যাক**- ২ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মুলতানি মাটি মিশিয়ে নিন। একেবারে মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। মুখে ১৫ মিনিট লাগিয়ে রাখুন এই ফেস প্যাক। তারপর গরম জলে মুখ ধুয়ে নিন। ত্বকের ট্যান হালকা করে এই ফেস প্যাক। মুলতানি মাটি অতিরিক্ত তেল, ময়লা, মৃত কোষ অপসারণ করে। ত্বকের জ্বালাযন্ত্রণা কমায় এবং ত্বককে উজ্জ্বল রাখে।

লিপস্টিক পরার সময়ে কি কোনও ভুলগুলি করছেন! রইল পরামর্শ

নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য্য বাড়াতে কত কি না করেন। তারা তাদের রূপ মেলে ধরার জন্য নানা ধরণের প্রসাধনী ব্যবহার করেন। হালকা মেকাপের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ প্রোডাক্ট হল লিপস্টিক। যা ছাড়া সাজ একেবারে অসম্পূর্ণ। তাই অনেকেই নিত্যদিন ঠোঁটে লিপস্টিক ব্যবহারের অভ্যেস রয়েছে। কিন্তু জানেন কি লিপস্টিক পরার সময়ে কিছু ভুল ডেকে আনতে পারে আপনার জীবনে বিরাট বিপদ। এই প্রসঙ্গে এক ডার্মাটোলজিস্ট বলছেন, লিপস্টিক পরার সময়ে কিছু সাধারণ ভুল সকলেই করে থাকেন। যা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনেকের ঠোঁটের রং বদলে যায় কিংবা রুক্ষ হয়ে যায়। এছাড়াও বিভিন্নরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। কাজেই এই ৫টি টিপস মেনে চলুন। ১. নিত্যদিন গাঢ় রঙের লিপস্টিক পরা বন্ধ করুন অচিরেই। কারণ, যে লিপস্টিকের রং যত গাঢ়, তার মধ্যে সীসা, ক্রোমিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ তত বেশি। তাই রোজ গাঢ় লিপস্টিকের বদলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হালকা রঙের শেড ব্যবহার করুন। ২. দ্বিতীয়ত, খুব গুরুত্বপূর্ণ টিপস। যে ভুল অনেকেই করে বসেন। সেটা হচ্ছে ঠোঁটে কোনও লিপবাম কিংবা সানস্ক্রিন বা এসপিএফযুক্ত ক্রিম ব্যবহার না করেই সোজাসুজি লিপস্টিক লাগানো। আজ থেকেই এই অভ্যেস ত্যাগ করুন। ঠোঁটের ওপর হালকা লিপবামের স্তর থাকলে লিপস্টিক অতটা ক্ষতি করতে পারে না। ৩. রোজ লিকুইড ম্যাট লিপস্টিক ব্যবহার করা বন্ধ করুন। এতে ঠোঁট শুকিয়ে চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তার বদলে টিন্টেড লিপ গ্লস লাগান। এতে ঠোঁট ময়শ্চেরাইজড থাকে। ৪. রাতে লিপস্টিক তুলে ঘুমোতে যান। প্রথমে বেবি অয়েল বা মেকআপ রিমুভার দিয়ে লিপস্টিক তুলুন। সপ্তাহে ২ দিন চিনি দিয়ে স্ক্রাব করুন। এরপর লিপবাম লাগিয়ে নিন। ৫. রোজ রাতে ত্বকের যত্ন নেওয়া যেমন জরুরী, তেমনই ঠোঁটের যত্নও দরকারি। ঘুমনোর আগে মোটা করে লিপবাম লাগাবেন অবশ্যই। এতে পরের দিন সকালে উঠে ঠোঁট নরম পাবেন।

চুলের পরিচর্যায় একাই একশো দারুচিনি! ব্যবহারের নিয়ম জেনে নিন

আমরা সকলেই জানি দারুচিনি সাধারণত রান্নাতেই ব্যবহার করা হয়। স্বাদ আর সুগন্ধে এই মশলার জুড়ি মেলা ভার। তবে দারুচিনি কেবল রান্নার স্বাদই বাড়ায় না, এতে ঔষধি গুণাগুণও রয়েছে। গলা ব্যথা, কাশি, সর্দি সারাতে দারুচিনি খুবই উপকারী। সাইনাসের সমস্যায়ও খুব ভাল কাজ করে এই মশলা। তবে দারুচিনি কেবল শরীরেরই যত্ন নেয় না, পাশাপাশি চুলেরও যত্নেও অত্যন্ত উপকারী। স্ক্যাল্প পরিষ্কার রাখা থেকে শুরু করে চুলকে ঝলমলে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করতে দারুচিনির হেয়ার প্যাকই সেরা! দারুচিনির চুলের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় এবং চুল পড়া কমিয়ে দেয়। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য। যা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং স্ক্যাল্পে ইনফেকশন হতে দেয় না। অনেক বিশেষজ্ঞ হেয়ার অয়েলে দারুচিনি মিশিয়ে ব্যবহারের পরামর্শ দেন। দারুচিনি তেলে রয়েছে ইউজেনল এবং সিনামালডিহাইড এর মতো রাসায়নিক যৌগ। আবার, এই যৌগগুলিতে রয়েছে অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণাগুণ। যা মাথার ত্বকে ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হতে দেয় না। এমনকী খুশকিও প্রতিরোধ করে। দারুচিনির হেয়ার প্যাক ১) দুই টেবিল চামচ দারুচিনি, এক চামচ মধু, পরিমাণমতো নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। চুল ও স্ক্যাল্পে এই মিশ্রণটি ভাল করে লাগিয়ে ম্যাসাজ করুন খানিকক্ষণ। ২০ মিনিটের জন্য হেয়ার প্যাকটি চুলে রেখে দিন। তারপর শ্যাম্পু করুন। ২) ডিম, নারকেল তেল, দারুচিনির মিশ্রণ তৈরি করে মাথার ত্বকে লাগান। আধ ঘণ্টা পর শ্যাম্পু করে নিন। এই দু'টো হেয়ার প্যাকই চুল পড়া কমায় এবং চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। দারুচিনি চুলের জন্য উপকারী হলেও, এটি পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। যে কোনও পণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহারে চুলের ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া, দারুচিনি চুলের ব্যবহারের আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়াই ভাল।

রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ট্র্যাক করার কারণে ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ৫ জুন ঃ নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে ১) ০৬.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া ১২৮৬৩ হাওড়া-স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাল এক্সপ্রেস যাত্রা বাতিল থাকবে। ২) ০৬.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া ১৮০৪৭ শালিমার-ভাস্কো দা গামা এক্সপ্রেস যাত্রা বাতিল থাকবে। ৩) ০৬.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া ১২৮৩৯ হাওড়া-এমজিআর চেন্নাই মেল যাত্রা বাতিল থাকবে। ৪) ০৬.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া ২২৬৪২ শালিমার-তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস যাত্রা বাতিল থাকবে। পূর্বে বাতিল ঘোষণা করা নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি এখন সময়সূচী অনুযায়ী চলবে ১) ০৬.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া ১২৮৩৭ হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেস যাত্রা সময়সূচী অনুযায়ী চলবে। ২) ০৬.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া ১৮৪১০ পুরী- শালিমার এক্সপ্রেস যাত্রা সময়সূচী অনুযায়ী চলবে।

মেট্রো কর্মীরা এক ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাল

কলকাতা, ৬ জুন ঃ একজন পুরুষ যাত্রী (বয়স প্রায় ৫৩ বছর) নেতাজি ভবন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটি মেট্রো ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ০৩.০৬.২০২৩ তারিখে ১২.৪৯ টায় হঠাত্ পিছলে গিয়ে ইউপি ট্র্যাকের বিছানায় পড়ে যান। এটি দেখে, কর্তব্যরত মেট্রো কর্মীরা তাকে ট্র্যাক বেড থেকে উদ্ধার করতে ছুটে আসেন এবং তাকে স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টের অফিসে নিয়ে আসা হয়। তার দেওয়া ফোন নম্বরে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তার পরিবার স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টের অফিসে আসেন। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর উদ্ধার হওয়া যাত্রীকে তার পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আফগানিস্তানে গাড়ি বোমা হামলায় বাদাখশান প্রদেশের ডেপুটি গভর্নরসহ চারজন নিহত

কাবুল, ৬ জুন ঃ তালেবান ক্ষমতায় আসার পর আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী সহিংসতা থামার নামই নিচ্ছে না । মঙ্গলবার একটি গাড়ি বোমা হামলায় বাদাখশান প্রদেশের ডেপুটি গভর্নরসহ চারজন নিহত হয়েছেন। অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। খবরে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের পরও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কমেনি। একদিকে মানুষ তালেবান শাসনের কবলে পড়ছে, অন্যদিকে ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী তৎপরতা সমস্যা হয়ে উঠছে। মঙ্গলবার, আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য বাদাখশানের ডেপুটি গভর্নর নিসার আহমেদ আহমাদি, যিনি তাঁর দুই নিরাপত্তা কর্মী নিয়ে যাচ্ছিলেন, সন্ত্রাসীদের দ্বারা লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল। বাদাখশান রাজ্যের রাজধানী ফৈজাবাদে সকাল ৮.১৫ মিনিটে তাঁকে একটি গাড়ি বোমা দিয়ে আক্রমণ করা হয়। গাড়িটি তাঁর গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগেছিল এবং সংঘর্ষের সাথে সাথেই গাড়ি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। আহমদী ও তাঁর দুই নিরাপত্তাকর্মী ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিস্ফোরণে তাঁর গাড়ির চালকও মারা যান। এভাবেই আহমদীসহ চারজনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক মানুষ। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখন মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২১ সালের আগস্টে তালেবান আফগানিস্তানে ক্ষমতা গ্রহণের পর, সন্ত্রাসী ঘটনাগুলি ক্রমাগত ঘটছে, তবে ফৈজাবাদে প্রথমবারের মতো একটি গাড়ি বোমা হামলা হয়েছে। বাদাখশান রাজ্যের তথ্য পরিচালক মুইজউদ্দিন আহমাদি হামলায় ডেপুটি গভর্নর নিসার আহমেদ আহমাদির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পশুপালন ও মৎস্য চাষকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা কেন্দ্রর

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ পশুপালন ও মৎস্য চাষকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বেশ কিছু ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রী পরশোত্তম রুপালা। মঙ্গলবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, কৃষকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি পশু স্বাস্থ্যের উন্নতিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার, বিগত ৯ বছরে এই লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রুপালা বলেছেন, ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড পশুপালন ও মৎস্যচাষকে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্র বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি তুলে ধরেন যে পশুদের টিকাদান প্রকল্পের সঙ্গে কৃষকদের দোরগোড়ায় পশুচিকিৎসা পরিষেবার জন্য মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট সরবরাহ করা হয়েছে। শ্রী রুপালা যোগ করেন, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে স্বচ্ছভাবে উন্নয়ন তহবিল দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মন্ত্রী আরও বলেন, বিগত ৯ বছরে শাসন ও ব্যবসার সহজতা নিশ্চিত করতে দুই হাজারের বেশি অপ্রচলিত নিয়ম ও আইন বাতিল করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় দুই বাংলাদেশী মহিলা আটক

আগরতলা, ৬ জুন ঃ অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দুই বাংলাদেশী মহিলাকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। পুলিশী জেরায় তাঁদের কাছ থেকে কোনো বৈধ নথিপত্র পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন এয়ারপোর্ট থানার ওসি সুমন সিংহ। তিনি জানিয়েছেন, আজ উষা বাজার এলাকায় ঘোরাফেরা করার সময় দুইজন বাংলাদেশী মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ।

বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে যেতে অক্ষম! চিন্তা নেই, জম্মুতে প্রসাদ কাম স্যুভেনির কাউন্টারের শুভ উদ্বোধন

জম্মু, ৬ জুন ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা মঙ্গলবার জম্মু বিমানবন্দরের প্রস্থান এলাকায় শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী শ্রাইন বোর্ডের প্রসাদ কাম স্যুভেনির কাউন্টার উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, যে সমস্ত পুণ্যার্থী মাতা ভবনে যেতে অক্ষম কিন্তু প্রসাদ চান, তাঁদের স্বার্থে শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী শ্রাইন বোর্ড যাত্রীদের জন্য বিমানবন্দরে একটি প্রসাদ কাউন্টার খুলেছে। আগামী ১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে এ বছরের অমরনাথ যাত্রা। অমরনাথ যাত্রা প্রসঙ্গে উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, ৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি যাত্রী নিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও চারটি অনুরূপ ভবন নির্মাণ করা হবে। আমরা চন্দনওয়ারি থেকে বালতাল পর্যন্ত একটি রাস্তার জন্য একটি ডিপিআর তৈরি করছি। অন্যদিকে, অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য সুখবর দিলেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। তিনি বলেছেন, অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য অন্তত চারটি যাত্রী নিবাস আসছে। জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা মঙ্গলবার বলেছেন, অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের থাকার এবং সুবিধা দেওয়ার জন্য আরও চার থেকে পাঁচটি যাত্রী নিবাস তৈরি হচ্ছে, যেখানে চন্দনওয়ারি থেকে বালতাল পর্যন্ত একটি রাস্তাও তৈরি হচ্ছে। আগামী ১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে এ বছরের অমরনাথ যাত্রা। অমরনাথ যাত্রা প্রসঙ্গে উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, ৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি যাত্রী নিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও চারটি অনুরূপ ভবন নির্মাণ করা হবে। আমরা চন্দনওয়ারি থেকে বালতাল পর্যন্ত একটি রাস্তার জন্য একটি ডিপিআর তৈরি করছি। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, চার থেকে পাঁচটি যাত্রী নিবাস বালতাল, নুনওয়ান ক্যাম্পে এবং একটি আখরোট ফ্যাক্টরির কাছে কাশ্মীরের প্রবেশ পয়েন্টে থাকবে। এটি তীর্থযাত্রীদের সুবিধা প্রদান করবে।

আইআরসিটিসি কলকাতা থেকে দুর্গা পূজা ট্যুর প্যাকেজ চালু করেছে

কলকাতা, ৬ জুন ঃ অভ্যন্তরীণ পর্যটনকে উন্নীত করার লক্ষ্যে এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতএর চেতনাকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে, আইআরসিটিসি ইস্টার্ন জোন আসন্ন উৎসবের মরসুমের জন্য কলকাতা থেকে রাজস্থান পর্যন্ত আরেকটি ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেন প্যাকেজ চালু করার ঘোষণা দিতে পেরে আনন্দিত- যা দুরা পূজা। নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান উৎসব। ছুটির কারণে ভারতে ভ্রমণের পাশাপাশি বহির্মুখী ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ উৎসাহীদের ইচ্ছা পূরণ করতে, আইআরসিটিসি এই ট্যুর প্যাকেজের ব্যবস্থা করেছে। আরামদায়ক বাসস্থান এবং সাবধানে পরিকল্পিত ভ্রমণপথ সহ, এই সফরটি সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। কলকাতা-রয়্যাল রাজস্থান ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুর প্যাকেজ, একটি ১১ রাত ১২ দিনের যাত্রা ২০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে কলকাতা থেকে ছেড়ে যাবে। ট্রেনটি কলকাতা ব্যান্ডেল জং সহ রুটের বিভিন্ন স্টেশনে সুবিধাজনক বোর্ডিং এবং ডিবোর্ডিং সুবিধা প্রদান করবে। বর্ধমান দুর্গাপুর আসানসোল ধানবাদ গোমোহ পরশনাথ-হাজারিবাগ রোড কোডারমা গয়া দেহরী অন সোনে সাসারাম দীনদয়াল উপাধ্যায় জং। এটি আজমের উদয়পুর চিত্তোরগড় আবু রোড যোধপুর - জয়সালমের - বিকানের জয়পুরের মতো বিখ্যাত পর্যটন স্থানগুলিকে কভার করবে। মাথাপিছু প্যাকেজের দাম ইকোনমি ক্লাসের জন্য টাকা ২০,৬৫০ স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসের জন্য টাকা ৩০,৯৬০ এবং ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেনের কমফোর্ট ক্লাসের জন্য টাকা ৩৪,১১০। আসন্ন উৎসব মরসুমের জন্য কলকাতা থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমান প্যাকেজগুলিও চালু করা হয়েছে। আরও তথ্যের জন্য এবং প্যাকেজ বুক করার জন্য, অনুগ্রহ করে আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে যান বা আইআরসিটিসি -এর গ্রাহক পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করুন।

বিরাট সাফল্য এনসিবির ঃ জালে 'ডার্ক ওয়েবে'র মাদক চক্র, বাজেয়াপ্ত হাজার হাজার কোটি টাকার এলএসডি

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ মাদকবিরোধী অভিযানে বিরাট সাফল্য পেল নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) । হাজার হাজার কোটি টাকা মূল্যের ১৫০০০ ব্লট এলসিডি বাজেয়াপ্ত। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ছয়জন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই চক্রের সম্পর্কে জানতে পারেন এনসিবির কর্তারা। মঙ্গলবার নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)-এর পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, এই অভিযানে হাজার হাজার কোটি টাকার মাদক আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হওয়া মাদকের পরিমাণ অনুসারে, এটাই এনসিবির সবথেকে বড় অভিযান বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে ১৫,০০০ টিরও বেশি এলএসডি বা লাইসারজিক অ্যাসিড ডাইথাইলামাইডের 'ব্লট' বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এনসিবি। মাদক বিরোধী সংস্থাটি জানিয়েছে, 'ডার্ক ওয়েব'-এর মাধ্যমে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে গোটা দেশ জুড়ে এই মাদকটক্রের কর্মকাণ্ড চলছিল। তবে শুধু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেই নয়, এই বিরাট মাদক চক্রের জাল পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও ছড়িয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন এনসিবির এক কর্তা। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ছয়জন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই চক্রের সম্পর্কে জানতে পারেন এনসিবির কর্তারা। এনসিবির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেশ্বর সিং বলেছেন, এখনও পর্যন্ত এটাই এটাই এনসিবির সবথেকে বড় একক অভিযানে এলএসডি ব্লট বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা। মাদক চক্রটি 'ডার্ক নেট' ব্যবহার করে লেনদেন করত। চক্রটি ভার্চুয়াল মাধ্যমে চলত এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ক্রিপ্টো ওয়ালেটের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন চলত। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে সামন-সামনি কোনও যোগাযোগ ছিল না। এর আগে ২০২১ সালে কর্ণাটক পুলিশ এবং পরের বছর এনসিবির কলকাতা অফিসের পক্ষ থেকে ৫,০০০ ব্লট করে এলএসডি বাজেয়াপ্ত করেছিল। এতদিন পর্যন্ত সেটাই ছিল ভারতে একক অভিযানে বাজেয়াপ্ত হওয়া সর্বোচ্চ পরিমাণ এলএসডি। চলতি অভিযানে তার তিনগুণ বেশি এলএসডি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইন্টারনেটের গোপন অংশ যেখানে অবৈধ পণ্য কেনাবেচা, নিষিদ্ধ সামগ্রী বিনিময় করা এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চলে, তাকে 'ডার্ক ওয়েব' বা 'ডার্ক নেট' বলে। এনসিবির দাবি অনুযায়ী, ইন্টারনেটের এই গোপন স্থানেই চলত এই বিপুল মাদক কেনাবেচার কারবার। এলএসডি বা লাইসারজিক অ্যাসিড ডাইথাইলামাইড হল হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ বিভাগের অন্তর্গত একটি সিন্থেটিক রাসায়নিক মাদক। ভারতে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ০.১ গ্রাম পর্যন্ত এলএসডি রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। কারও কছে যদি এর বেশি পরিমাণ এই সিন্থেটিক হ্যালুসিনোজেনিক মাদক পাওয়া যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে 'নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্সেস অ্যাক্ট' (এনডিপিএস) আইনের ধারায় মামলা করতে পারে এনসিবি। গত মাসে, ভারতীয় নৌসেনার সঙ্গে একটি যৌথ অভিযানে কেরল উপকূলে একটি নৌকা থেকে ২৫,০০০ কোটি টাকা মূল্যের ২,৫২৫ কেজি মেথামফেটামিন বাজেয়াপ্ত করেছিল। পাকিস্তান থেকে ইরানের চাবাহার বন্দর হয়ে ওই মাদক ভারতে আনা হচ্ছিল। সেই সময় এনসিবির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (অপারেশনস), সঞ্জয় কুমার সিং জানিয়েছিলেন, বাজেয়াপ্ত হওয়া মাদকের আর্থিক মূল্য অনুযায়ী, সেটা ছিল এনসিবির সবথেকে বড় অভিযান। এদিনের অভিযান, সেই সাফল্যকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

মণিপুরে কুকি জঙ্গিদের গুলিতে হত বিএসএফ জওয়ান, ঘায়েল আসাম রাইফেলস-এর দুই

ইম্ফল, ৬ জুন ঃ হিংসাজর্জর মণিপুরে কথিত কুকি জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন বিএসএফ-এর এক জওয়ান। এছাড়া আসাম রাইফেলস-এর দুই জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘায়েল হয়েছেন। আহতদের বায়ুসেনার বিমানে কাকচিঙের এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে যৌথবাহিনী জঙ্গিদের পাকড়াও করতে চিরুনি তালাশি চালিয়েছে বলে সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে।

নিহত জওয়ানকে বিএসএফ-এর কনস্টেবল রঞ্জিত যাদব বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার ডিমাপুরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর স্পিয়ার কর্পস সদর দফতর থেকে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানানো হয়েছে, মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলার সীমান্তবর্তী কাকচিং জেলাধীন সুগনু থানার অন্তর্গত সেরউ-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গতকাল রাতে (৫ জুন) বিএসএফ, আসাম রাইফেলস, অন্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী কম্বিং অপারেশন চালিয়েছিল। তখন আচমকা যৌথবাহিনীর ওপর হামলা চালায় কুকি জঙ্গিরা। হামলার পাল্টা জবাব দেয় যৌথবাহিনীও। জঙ্গিরা জঙ্গলের ঝোপ এবং নাগরিকদের বসতবাড়ির আড়াল থেকে গেরিলা হামলার আদলে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। উভয়পক্ষের মধ্যে সারা রাত অবিরাম গোলাগুলি চলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ মঙ্গলবার ভোররাত প্রায় ৪.১৫ মিনিট নাগাদ জঙ্গিদের গুলিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র এক এবং আসাম রাইফেলস-এর দুই জওয়ান গুলিবিদ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কাকচিঙের (মন্ত্রীপুখরি) জীবন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তাররা জওয়ান রঞ্জিত যাদবকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শুকনো গাঁজা উদ্ধার

ত্রিপুরা, ৬ জুন ঃ নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে আমবাসা থানার পুলিশ। অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে কাঁঠালবাড়ি এলাকায় নাকা চেকিং-র সময় একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫৪ প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ৫৪ প্যাকেটে মোট ৮৯৭ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সাথে বহিঃরাজ্যের গাড়িটি আটক করা হয়েছে। কিন্তু পাচারকারীকে আটক করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধারকৃত শুকনো গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ২ কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছেন ধলাই জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়। তিনি বলেন, আজ সকালে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে কাঁঠালবাড়ি এলাকায় সকাল থেকে রাস্তার ধারে এইচআর ৩৮ওয়াই২০২৫ নম্বরের একটি কন্টেইনার গাড়ি সন্দেহমূলকভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। সাথে সাথে আমবাসা থানায় খবর পাঠানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গোপন চেম্বার থেকে ৫৪ প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গাঁজা সমেত গাড়িটি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু পাচারকারীকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানান তিনি।

ওড়িশায় রেল দুর্ঘটনায় মৃতদের শনাক্তকরণের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের আবেদন

মালিগাঁও, ৬ জুন ঃ ওড়িশার বাহানাগাতে দুর্ভাগ্যজনক রেল দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে পরিবার পরিজনকে খবর পেতে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় রেল ওড়িশা সরকারের সাহায্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই দুর্ঘটনায় প্রভাবিত যাত্রীদের পরিবারের সদস্যআত্মীয়বন্ধু বা শুভাকাঙ্খীরা মৃত ব্যক্তি বা বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি থাকা ব্যক্তিদের বিষয়ে কিংবা যেসব দেহ এখনও শনাক্ত করা যায়নি তাঁদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণের সাহায্যে খোঁজ নিতে পারেন ঃ ।) দুর্ঘটনায় মৃতদের ছবির লিংক ঃ https://srcodisha.nic.in/Photos%20Of%20Deceased% 20with%20Disclaimer.pdf ।।) চিকিৎসাধীন যাত্রীদের তালিকার লিংক ঃ https://www.bmc.gov.in/train-accident/ download/ Lists-of-Passengers-Undergoing-Treatment-in- Different-Hospitals040620230830.pdf ।।।) এসসিবি কটকে চিকিৎসাধীন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের লিংক ঃ https://www.bmc.gov.in/ train-accident/ download/ Un-identified-person-under-treatment-at- SCB-Cuttack.pdf এই রেল দুর্ঘটনায় প্রভাবিত যাত্রীদের পরিবার ও আত্মীয়- পরিজনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য ১৩৯ হেল্পলাইন নম্বরটি ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে। রেলের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা ১৩৯ হেল্পলাইন নম্বরটি পরিচালনার কাজ করছেন। পাশাপাশি বিএমসি-এর ১৮০০৩৪৫০০৬১ / ১৯২৯ হেল্পলাইন নম্বরও ২৪ x৭ কাজ করছে। ভুবনেশ্বরে মিউনিসিপাল কমিশনারের অফিসে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। সেখান থেকে জনগণকে গাড়িতে করে হাসপাতাল বা মর্গে পাঠানো হচ্ছে। জনগণের সুবিধার জন্য আধিকারিকদের নিয়োগ করা হয়েছে।

Name Change

I, REAZUDDIN (old name) S/O ZAINUL ABEDIN Resident of 6/H/5, Chamru Khan Sama Lane, PS-Karaya, Kolkata-700017 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RIAZUDDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/06/2023. REAZUDDIN and RIAZUDDIN both are same and one identical person.

Name Change

I SUSMITA DAS D/O LATE DEEPANSU DAS R/O DEHALI APARTMENT, FLAT-1/3,BB-100, VIP, RAJARHAT GOPALPUR (M), NORTH 24 PARGANAS- 700101,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSMITA DHAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/06/2023. SUSMITA DAS AND SUSMITA DHAR ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SK DULARA (old name) S/O Abdul Rasid Resident of Supari Bagan, Dakshin Narayanpur, Rajarhat Gopalpur 24 Pgs(N)- 700136 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MEHMUD ALAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/06/2023. SK DULARA and MEHMUD ALAM both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMED (old name) S/O IMRAN FORWARD Resident of P-294/1, Darga Road, PO-Beniapukur, Kolkata-700017 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHAMMED FORWARD, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/06/2023. MOHAMMED and MOHAMMED FORWARD both are same and one identical person.

Name Change

I SAMSUR MOLLA S/O LATE CHHOLEMAN MOLLA R/O RAJAPUR MURARISAHA, HASNABAD, NORTH 24 PARGANAS - 743456 WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMSUR RAHAMAN MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2023

Name Change

I, Vishal Kumar Saraf, S/o Vijay Kumar Saraf residing at 6, Vivekananda Raod, Jorasanko, Burrabazar, Kolkata – 700007 (W.B) declare that I am recognized by both the names of Vishal Kumar Saraf and Vishal Saraf. That Vishal Kumar Saraf and Vishal Saraf is the same and one identical person vide affidavit dated 29.12.2015 sworn before the court of 1 st Class Magistrate at Kolkata.

Name Change

I BIVASH SHAW S/O CHAMAKLAL SAH R/O DURGAPUR,DHAPA,PS-PRAGATI MAIDAN,KOLKATA-700105 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIVASH SAH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/02/2023, BIVASH SHAW AND BIVASH SAH ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I CHAMAK LAL SHAW S/O LAKHAN SAH R/O DURGAPUR, DHAPA,PS-PRAGATI MAIDAN,KOLKATA-700105 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHAMAKLAL SAH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2023,CHAMAK LAL SHAW AND CHAMAKLAL SAH ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

ত্রিকোণ প্রেমের জেরে বচসাকে কেন্দ্র করে এক যুবককে গুলি করে হত্যা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জুন ঃ শিলিগুড়ির দেবীডাঙ্গার কোয়ার্টার লাইন এলাকায় ত্রিকোণ প্রেমের জেরে বচসাকে কেন্দ্র করে এক যুবককে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠল অপর এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো মঙ্গলবার সকালে। ঘটনায় মৃত যুবকের নাম অমৃত গোস্বামী। অন্যদিকে ঘটনায় অরুণ নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে অমৃতকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, গতকাল রাতে অরুণ অমৃতকে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসে, এরপর দুজনের মধ্যে বচসা হয়। অভিযোগ সেই সময় অরুণ অমৃত গোস্বামীকে গুলি করে। ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে মৃত অমৃতের পরিবারের লোকেরা এবং স্থানীয় এলাকাবাসীরা অরুণের বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনায় পরিস্থিতি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হতে থাকলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় প্রধাননগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নানা এলাকায় দেবদেবীর ছবি, বিরোধিতা বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জুন ঃ শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকার দেওয়ালে, নর্দমার পাশে, সিঁড়ির পাশে দেব দেবীর ছবি লাগানোর

বিরোধিতা করে শিলিগুড়ির হাশমি চক থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত মিছিল করলো বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। একইসাথে প্রদান করা হয় স্মারক লিপি। মঙ্গলবার, হাশমি চক থেকে এই মিছিল শুরু হয়। মিছিল থেকে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা অভিযোগ তোলেন যে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় দেওয়ালে, নর্দমার পাশে, সিঁড়ির পাশে হিন্দু দেবদেবীদের ছবি ব্যাবহার করা হচ্ছে, যা তারা দেবদেবীর ছবির অপব্যাবহার বলে মনে করছেন। এই ছবি লাগানো বন্ধের দাবি তোলেন তারা। এই বিষয়ে যাতে শিলিগুড়ি পুরনিগম সরকারি নোটিশ জারি করে তারও দাবি তোলা হয়। একইসাথে আরো বেশ কিছু দাবি নিয়ে পুরনিগমের কমিশনারকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা।

আম ভাগ, মায়ের কান কাটল ছেলে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জুন ঃ গাছের আম ভাগাভাগি নিয়ে নিজের পুত্র সন্তানের দ্বারা আক্রান্ত হলেন মা। মায়ের কান কেটে দেওয়ার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটিকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলের মোড় গ্রাম এলাকায়। জানা গেছে কুন্তী মাহাতো নামে এক মহিলা তার রয়েছে চার মেয়ে ও দুই ছেলে। মেয়ে ও ছেলের সকলেরই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে রয়েছেন তার স্বামী অর্জুন মাহাতো ৬৩ তিনি আর উপার্জন করতে পারেন না। পাশাপাশি তাদের রয়েছে কিছু সম্পত্তি এবং আম গাছ সেই গাছেই যে আম হয় তাতেই কিছু উপার্জন করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সংসার যাপন করেন। তাছাড়া আমের সঠিকভাবে এই বয়সে আর দেখাশোনা করতে পারেন না তাই টাকার বিনিময়ে অন্য এক ব্যক্তিকে কিছু আম গাছ দেখাশোনা করতে দিয়েছেন এবং একটি আম গাছ রয়েছে তা পরিবারে খাওয়ার জন্য রেখেছেন। প্রতিবছরই চলে এভাবেই বর্তমান সময়ে গাছে আম হয়েছে এবারও সেই আম গাছের ফলনের মধ্যে পরিবারের সকলেই খাওয়ার জন্য নিতেন এবং সকলেই সেই গাছ থেকে প্রায় ১০ থেকে ১২ কেজি আম ভাগে পড়ত এক এক জনের। তবে এবার সেই ১২ কেজি আমের জন্যই নিজেরই পুত্র সন্তানের দ্বারা আক্রান্ত হলেন মা। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। জানা গেছে সেই আমের ভাগাভাগি নিয়ে পরিবারের গন্ডগোল বাধে এবং সেই গন্ডগোলের জেরে কান কাটা যায় সেই বৃদ্ধার অভিযোগ ওই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার। সেই বৃদ্ধাকে রক্তাক্ত অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অবশেষে ছেলের শাস্তির দাবিতে থানায় দ্বারস্থ হন ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে নামেন পুলিশকর্তারা।

ডানকুনির আলুর চিপসের কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ জুন ঃ মঙ্গলবার সকালে ডানকুনির আলুর চিপসের কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। জানা গেছে, প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল কারখানায। ফলে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তার উপর জলের অভাব থাকায আগুন নিযন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা জানান, আগুন নেভানোর সময জল সংকট দেখা দেয়। ফলে আগুন নেভাতে দীর্ঘ সময লাগে। ঘটনায ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে আপাতত আগুন ছড়িয়ে যাওযার কোনও আশঙ্কা নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন দমকল কর্মীরা। এই কারখানায আগুন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক জানান, এখানে প্রচুর প্লাস্টিক, গুঁড়ো, কাঁচামাল ছিল। তাই আগুন তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা আগুন নেভাতে গিয়ে জলের অভাব টের পেয়েছি। সেটা খুবই সমস্যার। এখন এসব বড় বড় কারখানাগুলিতে ঘনঘন এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এখানে যে অগ্নি সতর্কতার ব্যবস্থা থাকা দরকার, সেসব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। তাই আগুন লাগলে তা নেভাতে গিয়ে আমাদের কর্মীদের কার্যত লড়াই করতে হয়। কীভাবে আগুন লাগল এবং কতটা ক্ষযক্ষতি হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি।

উত্তর-পূর্ব রেলের গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, জুন ৬ জুন ঃ গ্রীষ্মে যাত্রীদের বিশাল ভিড়ের কথা মাথায রেখে, রেল প্রশাসন জনসাধারণের যাতাযাতের সুবিধার জন্য ০৯ জুন, ২০২৩ তারিখে ০৫০৬৩ ছাপড়া - লোকমান্য তিলক টার্মিনাস গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন এবং ০৫০৬৪ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস চালাবে। সিওয়ান গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন ১১ জুন, ২০২৩-এ একটি ট্রিপের জন্য চালানো হবে। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড -১৯ সম্পর্কিত সময়ে জারি করা সমস্ত মান অনুসরণ করতে হবে। ০৫০৬৩ ছাপড়া - লোকমান্য তিলক টার্মিনাস সামার স্পেশাল ট্রেনটি ০৯ জুন, ২০২৩ তারিখে ১৬.১৫ ঘটিকায় ছাপড়া ছাড়বে এবং সিওয়ান থেকে ১৭.২৫ টায় ছাড়বে, দেওরিয়া সদর ১৮.৫০ টায়, গোরখপুর ২০.৫৫ টায়, খললবাদ ২০,৩ টায় ২০২৩ গোন্ডা এ ২৩.২০ ঘন্টা দ্বিতীয় দিন, বাদশানগর থেকে ০১.৪৩ ঘন্টা, আইশবাগ থেকে ০২.২০ ঘন্টা, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ০৪.১৫ ঘন্টা, ভারুযা সুমেরপুর থেকে ০৬.০৫ ঘন্টা, রাগৌল থেকে ০৬.২৫ ঘন্টা, ০৭.৪৫ ঘন্টা থেকে ০৭.৪৫ ঘন্টা, বিকাল ৪৭ ঘন্টা, ২০০৮ থেকে ২০.২০ মিনিটে সাতনা থেকে .১৫ ঘন্টা, কাটনি থেকে ১৩.৪৫ ঘন্টা, এটি জবলপুর থেকে ১৬.১৫ ঘন্টায়, ২০.০৫ ঘন্টায় ইটারসি, ০০.১৫ ঘন্টায় ভুসাওয়াল, ০৩.৩৫ ঘন্টায় নাসিক রোড এবং ০৬.৩০ ঘন্টায় কল্যাণ থেকে তৃতীয় দিনে ছেড়ে যাবে এবং লোকমান্য তিলক ২০৫ ঘন্টায় পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫০৬৪ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-সিওয়ান সামার স্পেশাল ট্রেনটি ১১ জুন, ২০২৩ তারিখে লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে ১২.৪৫ টায় ছেড়ে যাবে এবং ১৩.২০ টায কল্যাণ ছাড়বে, ১৬.১০ টায় নাসিক রোড, ১৬.১০ টায, ভুসাওয়াল ০৫ টায় ০৯.০৫ মিনিটে। দ্বিতীয় দিন সকাল ০৪.৪৫ মিনিটে জবলপুর কাটনি থেকে ০৬.৩৫, সাতনা থেকে ০৮.৩৫, চিত্রকূট ধাম থেকে ১২.৪২, বান্দা থেকে ১৪.০৫, রাগৌল থেকে ১৪.৪৫, ভারুয়া সুমেরপুর থেকে ১৫.১০, কানপুর থেকে ১৭.৫০, বাদনগর থেকে ১৭.৫০, বাদশা ২৭. উপর তৃতীয় দিন এটি গোন্ডা থেকে ২১.৫৫ টায় ছেড়ে যাবে, ২৩.১০ টায় বাস্তি, ২৩.৩৫ টায় খলিলাবাদ, ০০.৪০ টায় গোরখপুর এবং ০১.৪০ টায় দেওরিয়া সদর থেকে ছেড়ে যাবে এবং ০৩.১৫ টায় সিওয়ানে পৌঁছাবে। এই ট্রেনের কাঠামোতে জেনারেটর-কাম-লাগেজ ভ্যানের ০২টি কোচ এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণীর অর্থনীতির ১৮টি কোচ সহ মোট ২০টি কোচ বসানো হবে।

গ্রামবাসীর চোখের জলে বিদায় রেল দুর্ঘটনায় নিহত বাঁকুড়ার সিআরপিএফ জওয়ান

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৬ জুন ঃ দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পরেও তাঁর দেহ মিলছিল না। অবশেষে গতকাল সিআরপিএফ-এর তৎপরতায় তাঁর মৃতদেহের খোঁজ মেলে। মরদেহ চিহ্নিত করার পর আজ নিহত নিখিল ধাড়ার কফিনবন্দি দেহ সিআরপিএফ জওয়ানদের কাঁধে ফেরে ইন্দাসের কুশমুড়ি গ্রামে। কড়া রৌদের উপেক্ষা করেই চোখের জলে নিহত জওয়ানকে শেষ বিদায় জানাতে এলাকার হাজার হাজার মানুষের ভীড়। অবশেষে ৪ দিন পর করমণ্ডল বিপর্যয়ে নিহত সিআরপিএফ জওয়ান নিখিল ধাড়ার দেহ। নিথর দেহ গ্রামে আসতেই ভেঙে পড়েছে গোটা গ্রাম। সদা মিশুকে, প্রাণোচ্ছ্বল ছেলেটার প্রাণহীন দেহ এভাবে গ্রামে ঢুকবে মেনে নিতে পারছেন না কেউই। মঙ্গলবার করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় নিহত সিআরপিএফ জওয়ান নিখিল ধাড়ার মৃতদেহ এসে পৌঁছাল বাঁকুড়ার ইন্দাসের কুশমুড়ি গ্রামে। মঙ্গলবার দুপুরে সিআরপিএফ কর্মীরা তাঁদের সহকর্মী নিখিল ধাড়ার কফিনবন্দি মরদেহ গ্রামে আনেন। এলাকায় যথেষ্ট পরোপকারী ও মিশুকে হিসেবেই পরিচিত ছিলেন সিআরপিএফ জওয়ান নিখিল ধাড়া। মাত্র কয়েক দিন আগেই শেষ বারের মতো বাড়িতে এসেছিলেন। গত শুক্রবারই খড়গপুর থেকে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে চেপে কর্মস্থল ছত্তিশগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু ওই দিন সন্ধ্যায় করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার পর তাঁর খোঁজ মিলছিল না। পরে দুর্ঘটনাস্থল থেকে সিআরপিএফ জওয়ান নিখিল ধাড়ার 'লাগেজ ও মোবাইলে'র খোঁজ মেলে। খবর দেওয়া হয় তাঁর কর্মস্থলেও। অবশেষে ওড়িশার হাসপাতালে খোঁজ মেলে নির্মল ধাড়ার নিথর দেহের। প্রয়াত সিআরপিএফ জওয়ান নিখিল ধাড়ার মরদেহ এদিন গ্রামে পৌঁছানোর আগে থেকেই একটিবার চোখের দেখা দেখতে অসংখ্য মানুষ তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় করেন। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছেন নিখিল ধাড়ার স্ত্রী। বাবার অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না মাত্র দশ বছরের ছোট্ট মেয়েও। শোকে পাথর বৃদ্ধ বাবা-মাও। গোটা বাড়ি জুড়ে শুধুই হাহাকার। ইন্দাসের প্রত্যন্ত কুশমুড়ি গ্রামের আকাশ-বাতাসে শুধু কান্নার রোল। কথা বলার অবস্থাতে নেই প্রায় কেউই। এই অবস্থাতেও প্রয়াত নিখিল ধাড়ার ভাইপো তথা ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মল ধাড়া বলেন, কাকা আমার থেকে মাত্র দু'বছরের বড়, আমার বন্ধুর মতো মিশতাম। ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। গ্রামের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল। এই অকালমৃত্যু কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এই ক্ষতি শুধু গ্রাম বা এলাকার নয়। দেশের ক্ষতি হল বলেও তিনি মনে করেন। এদিন প্রয়াত সহকর্মীকে সিআরপিএফের তরফেও শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধা জানান জেলা পুলিশের কর্মী, আধিকারিক থেকে এলাকার মানুষ প্রত্যেকেই। শ্রদ্ধা জানাল গোটা গ্রামবাসী। চোখের জলে বিদায় দেওয়া হল তাঁদের প্রিয় নির্মলকে।

বোনের বিয়ের জন্য আসছিলেন বাড়ি, জামা দেখে মুণ্ডুহীন ভাইয়ের দেহ শনাক্ত দাদার!

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জুন ঃ ৫ দিন পর বোনের বিয়ে। সেই বোনের বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্যই বাড়ি ফিরছিলেন চেন্নাইতে পাইপ লাইনের কাজে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক কৃষ্ণ রবিদাস। কিন্তু নিয়তির করুণ পরিহাস, বাড়ি আর ফেরা হল না। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওড়িশার বালেশ্বরের বাহানগা বাজার স্টেশনে করমণ্ডলের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কৃষ্ণ রবি দাসের। মাত্র ২৩ বছর বয়স কৃষ্ণ রবি দাসের। জানা গিয়েছে, কৃষ্ণ রবি দাসের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মালিওর-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিপুলতলা গ্রামে। কৃষ্ণরা চার ভাই ও দুই বোন। কৃষ্ণ ছিল বাড়ির ছোট ছেলে। বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা হেমন্ত রবিদাস ও মা যশোদা রবিদাস। ছেলের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই ঘন ঘন জ্ঞান হারাচ্ছেন মা যশোদা রবিদাস। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবার পরিজনরা। মৃত কৃষ্ণ রবিদাসের মা যশোদা রবিদাস জানান, ট্রেন দুর্ঘটনার পর তিন দিন ধরে কৃষ্ণর কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না। সরকারি হেল্পলাইনে ফোন করেও কোনও খোঁজ মিলছিল না। অবশেষে সোমবার সরকারি সূত্রে খবর পেয়ে কৃষ্ণর দাদা অশোক রবিদাস ওড়িশার ভুবনেশ্বর হাসপাতালের মর্গে ভাইয়ের মুণ্ডুহীন দেহ শনাক্ত করেন। জামা, প্যান্ট, বেল্ট এবং পকেটে থাকা আধার কার্ড দেখে ভাইকে চিনতে পারেন দাদা। মৃতের বাবা হেমন্ত রবিদাস জানান, আগামী ১২ জুন তাঁর ছোট মেয়ের বিয়ে রয়েছে। বোনের বিয়েতে অংশগ্রহণ করার জন্যই কৃষ্ণ বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু অভিশপ্ত শুক্রবারের সন্ধ্যা সব হিসেব গুলিয়ে দিয়েছে। ট্রেন দুর্ঘটনা কেড়ে নিল ছেলেকে। জেনারেল কম্পার্টমেন্টের যাত্রী ছিলেন কৃষ্ণ। চেন্নাই থেকে হাওড়া ফিরছিলেন তিনি। ট্রেনে ওঠার আগে বাড়িতে ফোনও করেছিলেন কৃষ্ণ। সেই শেষ কথা। তারপর আর বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা হয়নি। এদিকে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর আসার পর থেকেই কৃষ্ণর খোঁজে বার বার ফোন করে যান বাড়ির লোকেরা কিন্তু কোনও খবর মিলছিল না। তিন দিন পর ভুবনেশ্বর হাসপাতালের মর্গে দাদা অশোক ভাইয়ের দেহ শনাক্ত করেন। আজ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে গ্রামে ফিরতে চলেছে কৃষ্ণর দেহ। গ্রামের ছেলের মৃত্যুর সংবাদ এলাকায় পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে হরিশ্চন্দ্রপুর জুড়ে। খবর পেয়ে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন কৃষ্ণ রবিদাসের বাড়িতে যান। অসহায় পরিবারটির বাড়িতে গিয়ে সবরকম সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি।

কোচবিহারের রাজা মহারাজা এবং রাজকন্যার নামে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ সুশীল মোদীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ জুন ঃ কোচবিহারের রাজা মহারাজা এবং কোচবিহারের রাজকন্যা গায়ত্রী দেবীর নামে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ বিহারের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর বিরুদ্ধে। সুশীল মোদী তার বক্তব্য প্রত্যাহার না করলে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিল তৃণমূল কংগ্রেস। উল্লেখ্য আজ সকালে কোচবিহারে আসেন বিহারের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সংসদ সুশীল মোদী। তিনি কোচবিহারে এসে আজ কোচবিহারের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ পরিদর্শনে যান। সেই রাজপ্রাসাদ পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, কোচবিহারে এই রাজমহল খুব ভালো। সেই সময়ের রাজা-মহারাজারা গরীব জনগণের টাকায় নিজের বিলাসিতার জন্য এই ধরনের মহল তৈরি করেছে। সেই সময়কালের বেশিরভাগ মহারাজার জনগণের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। জনগণের কাছ থেকে জোর জবরদস্তি ট্যাক্স আদায় করতো এবং বিলাসিতা করত। তারা একাধিক বিয়ে করতো, স্বীকার করত, বাঘ কমে গিয়েছে এর অন্যতম কারণ এই সমস্ত রাজা মহারাজারা। এছাড়াও তিনি বলেন গায়ত্রী দেবী জয়পুরের মহারানী ছিলেন। ১৯৬২ সালে নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে একজন সুইপার পতিতদ্বন্দ্বিতা করেছিল। সুশীল মোদীর এই ধরনের মন্তব্যের পথ রাজ পরিবারকে অপমান করা এবং কোচবিহারবাসীর ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন এই ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, কোচবিহারের রাজা মহারাজাদের নিয়ে কোচবিহারের মানুষের একটা ভাবাবেগ রয়েছে। সেই আবেগে আঘাত করেছেন সুশীল মোদী। তিনি বলেন, কোচবিহারের রাজারা ছিল প্রজা বসল। সুশীল মোদী গায়েত্রী যদি কেউ পরিচিত মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায় সুশীল মোদীর দুদিকে কোচবিহারের দুই বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে এবং সুকুমার রায় দাঁড়িয়ে থাকলেও তার কোন প্রতিবাদ করেনি। সুশীল মোদীর এই মন্তব্য কে ধিক্কার জানিয়ে পার্থপ্রতিম রায় বলেন, সুশীল মোদী তার কথা প্রত্যাহার করুক। না হলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

R. C. A. LIMITED

Registered Office : 10, Middleton Row, Kolkata - 700 071
E-mail : rcaltd@rediffmail.com CIN : U10200WB1899PLC000255

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

NOTICE is hereby given to the Shareholders of **R. C. A. Limited** ("the Company") that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended (hereinafter called 'the Rules') all those equity shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall be transferred by the Company to the demat account in the name of Investor Education and Protection Fund ("IEPF") pursuant to the Rules.

The Company has dispatched individual notices to the concerned shareholders on 03.06.2023 at their respective registered address whose shares are liable to be transferred to the IEPF Suspense Account as per the said Rules.

The Company has upload the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Suspense Account on its website www.rcaltd.co.in. Shareholders are requested to refer to the Investor's section on the website to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Suspense Account. The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account, may note that the company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) for the purpose of transfer to IEPF Suspense Account as per the Rules, and upon such issue the original share certificate(s) stands registered in their name shall automatically stand cancelled.

The shareholders may further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the provision of the Rules.

Notice is also hereby given to all such shareholders to forward the requisite documents to the Company or Registrar Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd. by October 20, 2023 with a request of claiming the unpaid dividends for the year 2015-16 and onwards so that the shares are not transferred to IEPF Suspense Account. It may please be noted that if no claim is received by the Registrar by October 20, 2023, the Company shall transfer the aforesaid shares without any further notice, by following the process as enumerated in the said Rules which is as under:

1) In case of shares held in physical form by issuing duplicate share certificate(s) and thereafter transferring the same to IEPF Suspense Account.

2) In case of shares are held in demat mode by directly transferring such shares to IEPF Suspense Account.

It may be noted that upon such transfer the shareholders can claim the transferred shares along with dividend from the IEPF Authority for which details are available at **www.iepf.gov.in**. You are also requested to update your Bank Account Details with the Company or Registrar.

For any information/ clarification on this matter concerned shareholders can contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent **Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd, 5th Floor, 23, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001.**

Place : Kolkata
Date : 06.06.2023

PINAKI SEN
Director
(DIN: 00568355)

ধর্মতলা এলাকাকে যানজট মুক্ত রাখতে চায় রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ চলতি মেট্রো প্রকল্পের জন্য আগামীদিনে মধ্য কলকাতার ব্যস্ততম ধর্মতলা এলাকাকে যানজট মুক্ত রাখতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। ধর্মতলার একসঙ্গে তিনটি করিডরের স্টেশন একসঙ্গে কাজ শুরু করলে কি ধরনের অসুবিধা হবে তা নিয়ে পরিবহন সচিব সৌমিত্র মোহন মেট্রো কতৃপক্ষকে চিঠি দিয়েন। মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার কে লেখা চিঠিতে আগামী দিনে যানজটের কথা মাথায রেখে যাত্রী চলাচল সহ বিষযগুলি নিয়ে সমীক্ষা করে তার মূল্যায়ন করার পরামর্শ দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী দিনে যানজটের কবলে পড়ে একটি বানিজ্যিক ও ঐতিহ্যপূর্ণ শহর যাতে কোন ভাবেই নষ্ট না হয় সেই দিকে নজর দিতে মেট্রোর কাছে অনুরোধ করা হয়েছে।

হঠাৎ ঝড়ে জনসভার স্টেজ লন্ডভন্ড, রামমোহনের বাড়ি গেলেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ জুন ঃ হুগলি জেলার আরামবাগে মঙ্গলবার বিকেলের দিকে হঠাৎ ঝড়ের প্রকোপ দেখা যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব জোয়ার কর্মসূচির সভাস্থল ঝড়ের কবলে পড়ে। হুগলির আরামবাগে অভিষেকের সভার আগে ঝড়ের দাপট। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ হঠাৎ ঝড় শুরু হয়। হুগলি জেলা সফরে রয়েছেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। এই জেলায় তাঁর নবজোয়ার কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন। কিন্তু আরামবাগে ঢোকার আগেই ঝড়ের দাপট। চারিদিকে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। অভিষেকের সভাস্থল লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এই নবজোয়ার কর্মসূচির পর আরামবাগের বাতানল অঞ্চলের ভালিয়া এলাকায় সভা করার কথা। ৭ জুন সভার জন্য প্যান্ডেল বাঁধার শেষ পর্যায়ের কাজ চলছিল। কিন্তু ঝড়ের দাপটে সব কিছু তছনছ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার দুপুরে তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে রাধানগর রামমোহন রায় মেমোরিয়ালে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। এরপর সেখান থেকে কামারপুকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের বাড়ি যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। সেখান থেকে রাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যাবেন আরামবাগের কালীপুর মাঠে। সেখানেই অধিবেশন কর্মসূচি করার কথা রয়েছে তাঁর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে শুরু করেছেন নব জোয়ার কর্মসূচি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে সাধারণ মানুষদের পছন্দমতো প্রার্থী বেছে নেওয়ার জন্য এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই মতো ৬ জুন আরামবাগ মহকুমায় নবজোয়ার কর্মসূচি করছেন তিনি। আরামবাগের কালীপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তৈরি হয়েছে তাঁবু। এখানে তিনি বিশেষ রাজনৈতিক অধিবেশন করবেন তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে।

চেন্নাই সেন্ট্রাল এবং শালিমারের মধ্যে একমুখী বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ৬ জুনঃ ০৭.০৬.২০২৩ তারিখে এমজিআর চেন্নাই ছেড়ে এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল এবং শালিমারের মধ্যে একমুখী বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০২৮৪২ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল-শালিমার স্পেশাল ০৭.০৬.২০২৩ তারিখে এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল ০৭.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং ০৮.০৬.২০২৩ তারিখে ১০.৪০ টায় শালিমারে পৌঁছাবে। বালাসোর, খড়গপুর এবং সাঁতরাগাছিতে স্টপেজ থাকবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EEC/I/007/09/2023-2024/BS
Name of Work: **Repairing of bustee privies at 630, Rabindra Sarani Bustee and other bustee areas in Ward No.-007.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **1,99,869.42**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **21 days.**

(2) NIT No.: KMC/EEC/I/007/10/2023-2024/BS
Name of Work: **Repairing of drainage system at 14/3, Gallif Street Bustee & other bustee areas in Ward No.-007.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **1,99,168.62**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **21 days.**

(3) NIT No.: KMC/EEC/I/008/05/2023-2024
Name of Work: **Restoration of damaged paver block and IPS pavements at 510A, 518, 520, 530, 552 etc. Rabindra Sarani and other places in Ward No.-008.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **4,47,193.94**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/EEC/I/008/13/2023-2024
Name of Work: **Repairing of damaged asphaltum road (disturbed by W/S Department) from 5, Girish Avenue to 11C, Laxmi Dutta Lane along R. K. Bose Street in Ward No.-008.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **3,89,242.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No.: KMC/EEC/I/009/14/2023-2024
Name of Work: **Restoration of damaged paver block footpath at 59, 63, 65A, J. M. Avenue and other places in Ward No.-009.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **2,17,035.00**. Earnest Money: ₹ **4,400.00**. Period of Completion: **15 days.**

(6) NIT No.: KMC/EEC/I/004/08/2023-2024/BS
Name of Work: **Supplying, fitting & fixing M. H. cover/G. P. cover/C. P. cover/inspection pit cover at 1/H/53, 1/H/54, 1/H/8 etc. Sarbakhan Road, 21/H/8, 21/H/12, 26/29, 26/H/22A etc. Dum Dum Road and other bustee area in Ward No.-004.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **1,49,923.39**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(7) NIT No.: KMC/EEC/I/004/09/2023-2024/BS
Name of Work: **Replacement of broken door of latrine and other ancillary works at 1H/112, 1H/33 etc. Sarba Khan Road, 20A, Sreenath Mukherjee Lane, 26/H/3, 26/H/4, 26/H/51 etc. Dum Dum Road and other bustee area in Ward No.-004.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **2,49,573.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(8) NIT No.: KMC/EEC/I/006/07/2023-2024/BS
Name of Work: **Improvement of drainage system at unsewer portion at 22F, Lock Gate Road bustee area in Ward No.-006.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **4,99,862.29**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(9) NIT No.: KMC/EEC/I/006/12/2023-2024
Name of Work: **Development of bathing platform at 14, 41, Lock Gate Road, 3, 4, Dilarjung Road and other places in Ward No.-006.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **2,99,992.41**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(10) NIT No.: KMC/EEC/I/007/08/2023-2024/BS
Name of Work: **Repairing of bustee IPS passages at 18A, 20 etc. Nandalal Bose Lane and other bustee areas in Ward No.-007.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **2,49,917.26**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **21 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **17.06.2023 (Upto 11 a.m.)** (For Sl. No. 1 to 10). Tender will be opened on: **19.06.2023 (11 a.m.)** (For Sl. No. 1 to 10). The bid forms and other details are available on and from **06.06.2023 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 10) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 10).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/BR-V/049/02/2023-2024/BUSTEE
Name of Work: **Repairing of bustee IPS passages at 162/1, B. B. Ganguly Street, 13 M. M. Row and adjacent bustee area in Ward No.-49.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **2,98,140.73**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **60 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **17.06.2023 – 11 a.m.** Date and Time of opening of Tender: **19.06.2023 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.06.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/VI/046/005/2023-2024/D
Name of Work: **Restoration of paver block footpath disturbed by CESC and WaterSupply at 139A, 138, S. N. Banerjee Road, crossing of Chowringhee Place, Maidan area, 41 Motisil Street, 23/2, 167, 7, Lenin Sarani etc. and its adjacent area in Ward No.-46.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **1,60,613.00**. Earnest Money: ₹ **3,300.00**. Period of Completion: **40 days.**

(2) NIT No.: KMC/VI/060/004/2023-2024/D
Name of Work: **Restoration of I.P. passage at 68 H.K.K. Road, 6, 7 Kasai Para lane, 6, 7, 17 Beniapara Lane, 26 Jannagar Road, 22, 23 Gorachand Lane and adjacent area in Ward No.-60.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **2,60,225.00**. Earnest Money: ₹ **5,300.00**. Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **14.06.2023 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender opened on: **16.06.2023 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **07.06.2023 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XI/110/008/23-24/R
Name of Work: **Day to Day maintenance of road side garden and parks at different blocks of B. P. Township & other places in Ward No.-110.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **1,98,729.83**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **240 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **17.06.2023 – 12 Noon.** The Tender will opened on: **19.06.2023.** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/XIII/115/2/23-24 (1st Call)
Name of Work: **Maintenance of sewer line adjacent at Karunamoyee Ghat Road, Taramoni Ghat Road and Chandar Village Road Bye Lane in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **1,88,383.39**. Earnest Money: ₹ **3,800.00**. Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **19.06.2023 (Upto 11 a.m.).** Tender will opened on: **21.06.2023 (11 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/018/2023-2024/R
Name of Work: **Repairing of paver block passage with ancillary works at Gulam Abbas Lane, Shyamlal Lane etc. N/H/No. H-114, H114/A, G-183, G-197, G-198, G-202, G-181, G-182 etc. in Ward No.-135, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **2,95,398.40**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **60 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **24.06.2023 – 11 a.m.** Date of opening of tender: **26.06.2023 – 11 a.m.**

(2) NIT No.: KMC/XV/138/010/2023-2024/R/BUSTEE (1st Call)
Name of Work: **Improvement of passage with ancillary works at Majher Para N/H/No. Y-27, Y-28, Y-32 etc. in Ward No.-138, Br.-XV, slum area.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **3,48,347.43**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **60 days.**

(3) NIT No.: KMC/XV/138/011/2023-2024/R/BUSTEE (1st Call)
Name of Work: **Improvement of surface drain with ancillary works at Majher Para N/H/No. Y-27, Y-28, Y-32 etc. in Ward No.-138, Br.-XV, slum area.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **4,98,050.68**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **90 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **13.06.2023 – 12 Noon** (For Sl. No. 2 & 3). Documents download/sell start date (online): **13.06.2023 – 4.00 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). Documents download/sell end date (online): **24.06.2023 – 4.00 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). Bid submission start date (online): **13.06.2023 – 4.00 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). Bid submission closing (online): **24.06.2023 – 4.00 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). Bid opening date for Technical Proposals (online): **26.06.2023 – 4.00 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **13.06.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3). 238/23-24

‘আইসিসি ট্রফি জিততেই হবে এমন চাপ নেই’, মহারণের আগে দাবি দ্রাবিড়ের

লন্ডন, ৬ জুনঃ আইসিসি ট্রফির প্রবল খরা ভারতীয় দলে। সেই ২০১৩ সালে শেষবার আইসিসি ট্রফি এসেছিল। এরপর গত এক দশক ধরে থেকে আইসিসি ট্রফি জিততে পারেনি ভারত। মহেন্দ্র সিং ধোনির আমলে তিনটি আইসিসি ট্রফি এলেও বিরাট কোহলির নেতৃত্বকালে ট্রফির ঝুলি শূন্য। ৭ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওভালের ফাইনাল জিতলে ১০ বছরের আইসিসি ট্রফির খরা কাটবে ভারতের। যদিও দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলছেন, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল জেতা নিয়ে তাঁর দলের উপর কোনও চাপ নেই। বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। তার আগে বিরাট, রোহিতদের গুরুর কাছ থেকে এমনই বার্তা এল। চাপ যেমন নেই বলছেন, ঠিক তেমনই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিনশিপের টেস্ট ম্যাচ জিততে চান দ্রাবিড়। তাঁর বিশ্বাস, ভারতীয় দল গত দুই বছরে এই ফাইনালে পৌঁছনোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। ২০২১ সালে উদ্বোধনী বশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিনশিপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে গিয়েছিল ভারত। ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর থেকে আইসিসি ইভেন্টের নকআউট পর্বে ভারতের রেকর্ড মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়। ভারতীয় দলের হেড কোচ বলেছেন, ‘‘আইসিসি ট্রফি জেতা নিয়ে আমরা কোনও চাপ অনুভব করি না। অবশ্যই যদি জিততে পারি তাহলে ভালো লাগবে। আইসিসি টুর্নামেন্ট জেতা সবসময়ই গর্বের। একটু অন্যভাবে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। কারণ এখন যেখানে রয়েছি তা হল গত দুটি বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফল।’’ দ্রাবিড় আরও বলেন, ‘‘অনেক সাফল্যের চূড়ান্ত পরিণতি, যা আমাদের এখানে এনেছে। অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জেতা, এখানে সিরিজ ড্র করা এবং সব জায়গায় খুব প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলা। এই দলটি গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে সারা বিশ্বে খেলেছে। আমি মনে করি, আপনার কাছে আইসিসি ট্রফি আছে কি নেই তার উপর এই বিষয়গুলি নির্ভর করবে না।’’

কেউ পাশে নেই, এশিয়া কাপ বয়কটের ভাবনায় পাকিস্তান!

করাচি, ৬ জুনঃ এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তান। অথচ তাদেরই এশিয়া কাপ বয়কটের ভাবনা! পরিস্থিতি এমনটাই। এ বছর ভারতে রয়েছে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। তাই এশিয়া কাপও ৫০ ওভারের ফরম্যাটে হবে। এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তান। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বহু আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানে যাবে না ভারতীয় ক্রিকেট দল। এরপর থেকে নানা পরিকল্পনাই হয়েছে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাতেও নিজেদের অবস্থান পরিস্কার করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ভারত না গেলে এশিয়া কাপ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, ভারত যদি এশিয়া কাপ খেলতে না যায়, তারাও ওয়ান ডে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবে না। সেই হুঁশিয়ারিতে কোনও কাজই হয়নি। বিকল্প ভাবনাও ছিল পাকিস্তানের। তাতেও ব্যাকফুটে তারা। আয়োজক পাকিস্তানই এখন এশিয়া কাপ বয়কটের ভাবনায়! পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড চাইছিল যেনতেন প্রকারে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে। যদিও ভারতকে ছাড়া এশিয়া কাপের কোনও জৌলুসই থাকবে না। সে কারণেই হাইব্রিড মডেলেরও পরিকল্পনা করে তারা। সেই পরিকল্পনায় ছিল, এশিয়া কাপ পাকিস্তানেই হবে, শুধুমাত্র ভারতের ম্যাচগুলি নিরপেক্ষ ভেনুতে করা হবে। ভারত যদি ফাইনালে ওঠে, সেই ম্যাচও হবে নিরপেক্ষ ভেনুতেই। হাইব্রিড মডেলের সমর্থনে এশিয়ার অন্য দুই শক্তি শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পাশাপাশি আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকেও পাশে চেয়েছিল তারা। কিন্তু সেই পরিকল্পনাও ধাক্কা খেয়েছে। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, ‘খুব তাড়াতাড়িই আলোচনায় বসতে চলেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বুঝতে পারছে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও পিসিবির হাইব্রিড মডেলের সমর্থনে নেই।’ এমন পরিস্থিতিতে, পুরো টুর্নামেন্টটিই নিরপেক্ষ ভেনুতে হতে পারে। গত এশিয়া কাপেই যেমন হয়েছিল। শ্রীলঙ্কা আয়োজক থাকলেও সে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ থাকায় নিরপেক্ষ ভেনুতে টুর্নামেন্ট হয়েছিল, আয়োজনের দায়িত্বে ছিল শ্রীলঙ্কাই। পাকিস্তান বোর্ড অবশ্য এই পথে নারাজ! পাকিস্তানে যদি কোনও ম্যাচই না হয় তা হলে! সূত্রের খবর, অন্তত হাইব্রিড মডেলে মেনে পাকিস্তানে কিছু ম্যাচ হলেও সমস্যা ছিল না। কিন্তু কেউ পাশে না থাকায় পাকিস্তান এশিয়া কাপ বয়কটের ভাবনায়। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান নাজম শেঠী পরিস্কার করে দিয়েছেন, টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরলে তারা খেলবে না। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল সূত্রে খবর, ‘পাকিস্তানের কাছে দুটি পথই খোলা রয়েছে। হয় নিরপেক্ষ ভেনুতে টুর্নামেন্ট খেলুক পাকিস্তান কিংবা পুরোপুরি সরে দাঁড়াক।’ পাকিস্তান সরে দাঁড়াল ব্রডকাস্টাররা অবশ্য ফের আলোচনায় বাধ্য হবে। কেন না, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচই যদি না হয় তাদের আয়ের সম্ভাবনাও কমবে। এই ম্যাচ থেকেই বেশি আয় ব্রডকাস্টারদেরও।

ওভালে ‘গ্রিন গার্ডেন’

অনুশীলনে আঙুলে চোট পেলেন রোহিত!

লন্ডন, ৬ জুনঃ ওভালেও কি ভারতের মতো স্পিন সহায়ক পিচ হবে? আশঙ্কার দোলাচলে ভুগছিলেন অজি ব্যাটার স্টিভ স্মিথ। ইংল্যান্ডের পরিবেশে ওভালের মাঠ একেবারেই আলাদা। বোলাররা। ওভালের পিচের ছবি দেখে নেটিজেনরা নাম দিয়েছেন ‘গ্রিন গার্ডেন’ অর্থাৎ সবুজ বাগান। আউটফিল্ড থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। পিচ ছাড়াও মাঠে বড় বড় ঘাস নজরে

ব্যাটিং সহায়ক পিচ, ম্যাচের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট স্পিন হয়। ধন্দের মাঝেই ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দিন দুয়েক আগে পিচের ছবি প্রকাশ্য এসেছে। পিচের ছবি টুইট করেছেন দীনেশ কার্তিক। যে ছবি উঠে এসেছে তা ব্যাটারদের ভয় ধরানোর জন্য যথেষ্ট। উইকেটে সবুজ ঘাস স্পষ্ট। যা দেখে অনুমান, ওভালের উইকেট ব্যাটারদের জন্য ত্রাস হয়ে উঠবে। তবে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন এসেছে। তবে ফাইনাল শুরু হওয়ার আগে ঘাস কেটে ফেলা হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। আপাতত শিরোনামে ওভালের পিচ। যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে তাতে বলা যেতে পারে, ব্যাটারদের জন্য ভালো লক্ষণ নয়। পেসাররা নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিলে ব্যাটারদের কাজ কঠিন হয়ে পড়বে। আবহাওয়াও পেসারদের বাড়তি সুবিধা দিতে পারে। ভারতীয় শিবিরে চিন্তার ভাঁজ মিচেল স্টার্ককে নিয়ে। অজিদের বিশ্বমানের বোলিং আক্রমণ সামলে ওঠা চ্যালেঞ্জ ভারতীয় দলের কাছে। টেস্ট মহারণ শুরুর আগে ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছেন, ‘‘ইংল্যান্ডে রান তোলা এত সহজ নয়। একজন ব্যাটার হিসেবে বলতে পারি আপনি কখনওই এখানে রিল্যাক্স মুডে থাকতে পারবেন না।’’ বিশেষজ্ঞদের ধারণা ওভালের ফাইনাল হতে চলেছে ভারতীয় ব্যাটিং বনাম অস্ট্রেলিয়া পেস বোলিংয়ের। ইতিমধ্যেই চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন জস হ্যাজেলউড। তাতে খুব একটা ফারাক পড়বে বলে মনে হয় না। কারণ মিচের স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, স্কট বোল্যান্ডরা ভারতীয় ব্যাটারদের পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত। ভারতের একাদশ কেমন হতে পারে তা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। এদিকে মঙ্গলবা অনুশীলনে ব্যাটিংয়ের সময় বড় চোট পেলেন রোহিত শর্মা। বাম হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পেলেন হিটম্যান। যে কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারত অধিনায়ক খেলতে পারবেন কিনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছেন। রোহিত একান্ত না খেলতে পারলে দলের ওপেনিং জুটি কী হবে, সেই নিয়ে ভাবনা থাকছে। শুভমান গিলের সঙ্গে রোহিতের নামার কথা ছিল। তারপরে তিনে চেতেশ্বর পূজারা, চারে বিরাট কোহলি ও পাঁচে নামার কথা অজিঙ্ক রাহানের। এদিন নেটে অবশ্য রোহিত চোট পাওয়ার পরেও ব্যাটিং চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দলের ফিজিও কমলেশ এসে অবশ্য তাঁর হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে যান।

পূজারা জানেন মাইকেল নেসারের ঝাঁঝ

ফাইনালে তিনি কি ভারতকে নাকানিচোবানি খাওয়াবেন?

লন্ডন, ৬ জুনঃ বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে ভারতের জন্য অজিদের তুরুপের তাস কে হতে পারেন? ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা এক এক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের নাম তুলে ধরছেন। ৭ জুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। ওভালে মুখোমুখি হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালের আগে অজি শিবির বড় ধাক্কা খেয়েছে। তারকা পেসার জশ হ্যাজলউড ছিটকে গিয়েছেন মেগা ফাইনাল থেকে। তাঁর পরিবর্তে ক্যাঙ্গারুদের দলে এসেছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার মাইকেল নেসার। এই ক্রিকেটারের ঝাঁঝ জানেন ভারতের সিনিয়র তারকা ব্যাটার চেতেশ্বর পূজারা। অজিদের একাদশে যদি সুযোগ পান মাইকেল নেসার, তা হলে এই ক্রিকেটারই কি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভারতকে নাকানিচোবানি খাওয়াতে পারেন? দক্ষিণ আফ্রিকার এক ডাক্তার পরিবারে জন্ম হয় মাইকেল নেসারের। তাঁর বাবা স্পাইনাল সার্জেন, মা

ডেন্টিস্ট এবং তাঁর দাদুও ডাক্তার ছিলেন। চিকিৎসক পরিবারে জন্ম নেওয়া মাইকেল সেই পেশা বেছে নেননি। বরং তাঁকে টেনেছিল ক্রিকেট। অস্ট্রেলিয়ায় আসার আগে ১০ বছর নেসারের পরিবার প্রিটোরিয়ার ছিল। তিনি বিগ ব্যাশ লিগে ১০ বছর আগের এক ভিডিয়োতে জানিয়েছিলেন, তাঁদের পরিবার মাছ ধরতেও ভীষণ ভালোবাসে। তাঁর যখন ৯ বছর বয়স ছিল তখন, কেনিয়ায় তাঁর পরিবার একটি কিং সাইজের মাছ ধরেছিল। যা সবচেয়ে ভারী মাছের ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে তাঁর পরিবারের অস্ট্রেলিয়ায় আসার অন্যতম কারণ হিসেবে মাইকেল নেসার জানান এক দুর্ঘটনার কথা। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল তাঁর পরিবার। তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তাঁর পরিবার এক গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। একবার দক্ষিণ আফ্রিকার রাস্তায় এক মদ্যপ চালক লাল বাতি ছুড়ে নেসারদের গাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। তাঁর পরিবারের সকলে গাড়ি থেকে কোনওক্রমে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরে গাড়িতে ফিরে নেসাররা বুঝতে পারেন তাঁদের জিনিস ছিনতাই হয়ে গিয়েছে। মাইকেল নাসেরের পরিবারের পক্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া খুব একটা সহজ ছিল না। ধীরে ধীরে নেসারের পরিবার অস্ট্রেলিয়ায় মানিয়ে নেয়। ২০০৮ সালে তিনি কুইন্সল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পান। ৯৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে খেলেছেন তিনি। অবাক করার মতো হলেও অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে তিনি ২টি টেস্টে ও ২টি ওয়ান ডে-তে খেলেছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন এক ক্রিকেটারকে কেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য জশ হ্যাজলউডের বদলি হিসেবে নেওয়া হল? তার কারণ, কাউন্টি ক্রিকেটে নেসারের সাম্প্রতিক বিস্ফোরক পারফরম্যান্স। তিনি গ্লামরগানের হয়ে শেষ ৫ ম্যাচে ১৯টি উইকেট নিয়েছেন। শুধু বল হাতেই নয়, নেসার ভালো ব্যাটিংও করেন। কাউন্টি ক্রিকেটের শেষ ৫টি ম্যাচে তিনি একটি সেঞ্চুরি ও ২ হাফ সেঞ্চুরিও করেছেন। সম্প্রতি চেতেশ্বর পূজারার অধিনায়কত্বে সাসেক্সের বিরুদ্ধে ১২৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। মাইকেল নেসার ওই ম্যাচে চেতেশ্বর পূজারাকে বার বার চাপে ফেলছিলেন এবং তাঁর উইকেটও তুলে নিয়েছিলেন। ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে পূজারার গুরুত্বপূর্ণ উইকেটে যে নেসারের নজর থাকবে তা নিশ্চিত বলা যায়। উল্লেখ্য, ওভালের সঙ্গে নেসারেরও বিশেষ সম্পর্কও রয়েছে। কারণ, ২০১৮ সালে এই মাঠেই তাঁর ওডিআই অভিষেক হয়েছিল।

শামি, সিরাজদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আক্রমের!

লন্ডন, ৬ জুনঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্য আল্টিমেট টেস্ট অর্থাৎ টেস্ট চ্যাম্পিনশিপে সামান্য হলেও ভারত ফেভারিট মনে করেন ওয়াসিম আক্রম। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে ওয়াসিম জানিয়েছেন ওভালের উইকেটে দুই দলের ফাস্ট বোলারদের কাছেই স্বর্গরাজ্য হতে চলেছে। কিন্তু এই উইকেটে একটু সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যাটসম্যানরাও সফল হওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ওয়াসিম মনে করেন ভারতের সিরাজ এবং শামি ইংল্যান্ডের মাটিতে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলবে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের। সুইং সুলতান পরিস্কার জানিয়েছেন তার পরামর্শ হল পেস নয়, সুইংয়ের ওপর জোর দিতে। তাহলেই অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে। ভারত চার পেসারে নামলে মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে শার্দুল ঠাকুর। বাকি জায়গাটির লড়াই হবে উমেশ যাদব ও জয়দেব উনাদকাটের মধ্যে। উমেশ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে আইপিএলের দ্বিতীয়ার্ধে কেকেআরের একাদশের বাইরে ছিলেন। উনাদকাটও ফিরছেন চোট সারিয়ে। ওভালের ফাইনালে স্যুইং অন্যতম অস্ত্র হবে বলে ধারণা আক্রমের। পাশাপাশি তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ানরা বাউন্স পছন্দ করে। তাই ভারতীয় ফাস্ট বোলাররা অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে যদি শর্ট বল করে তাহলে সুবিধে হবে অস্ট্রেলিয়ার।

মাহি-মন্ত্র নিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভরত

লন্ডন, ৬ জুনঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য ভারতীয় দলে দু’জন উইকেটকিপার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঈশান কিষাণ এবং কোনা শ্রীকর ভরত। ৭ জুন থেকে শুরু হতে চলা ফাইনালে ভারতীয় দলে একাদশে জায়গা পাওয়ার জন্য প্রবল প্রতিদ্বনিন্দ্বতা দুইয়ের মধ্যে। ওভালের ফাইনালে উইকেটের পিছনে কে থাকবেন তা নির্ভর করছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের উপর। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা এই তর্কে দু ভাগে বিভক্ত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতার জন্য কেএস ভরতকে এগিয়ে রাখছেন অনেকে। আবার হরভজন সিংয়ের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারের বাজি ঈশান কিষাণ। ওডিআই ফরম্যাটে ডবল সেঞ্চুরি হাঁকানো ঈশানকে ব্যাটিংয়ের জন্যই এগিয়ে রাখছেন ভাজ্জি। জল্পনার মাঝেই আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কেএস ভরত জানিয়েছেন, লন্ডনে আসার আগে মহেন্দ্র সিং ধোনির কাছে স্পেশাল টিপস পেয়েছেন তিনি। মাহির মূল্যবান পরামর্শ নিয়ে লন্ডনে টেস্টের মহারণে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ভরত।

মাইলস্টোন গড়ার পথে কোহলি

ডব্লুটিসি ফাইনালে ব্র্যাডম্যান ও গাভাসকরের রেকর্ড ভাঙার সুযোগ

লন্ডন, ৬ জুনঃ রোহিত শর্মার ভারত ও প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার টেস্টে বিশ্বসেরা হওয়ার হাতছানি। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। আর অজিদের কাছে এটাই প্রথম বিশ্ব টেস্ট ফাইনাল। এটি রোহিত ও কামিন্সের টেস্ট কেরিয়ারের ৫০তম ম্যাচ হতে চলেছে। দুই সেরা টেস্ট দলের মহারণে বিশেষ নজর থাকবে কয়েকজন ক্রিকেটারের দিকে। যাদের মধ্যে সবার প্রথমেই রয়েছেন বিরাট কোহলি। তিনি বরাবরই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে পছন্দ করেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অজিদের প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট কোহলি। অর্থাৎ ৪০ বার ৫০ রানের বেশি ইনিংস খেলেছেন। এই পরিস্থিতিতে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে বড় মাথাব্যথা হয়ে উঠতে পারেন তিনি। বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে কোহলি স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের বড় রেকর্ডও ভেঙে ফেলতে পারেন। এখনও পর্যন্ত মাত্র ২ জন ব্যাটার একটি দেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫ হাজারের বেশি রান করতে সফল হয়েছেন। কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কা এই ২টি দলের বিরুদ্ধে এই কীর্তি গড়েছিলেন। এই তালিকায় রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যানও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে

ভারত। এ বার দেখার ফাইনালের মঞ্চে বিরাটের ব্যাট জ্বলে ওঠে কিনা। বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে নয়া রেকর্ডের সামনেও দাঁড়িয়ে রয়েছেন কোহলি। কী সেই রেকর্ড? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির নিরিখে সচিন তেন্ডুলকরের পরেই রয়েছেন বিরাট কোহলি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও বড় রেকর্ড গড়তে পারেন বিরাট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে ৫০০০ রান থেকে মাত্র ৫৫ রান দূরে কোহলি। ক্যাঙ্গারু দলের বিরুদ্ধে তিন ফর্ম্যাটে ১৬টি সেঞ্চুরি ও ২৪টি ৫০২৮ রান করেছিলেন ব্র্যাডম্যান। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালে বিরাট কোহলি যদি আর ৮৪ রান করেন, তবে তিনি একটি দলের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান করার ক্ষেত্রে ব্র্যাডম্যানকে পিছনে ফেলে দেবেন। বিরাট কোহলি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে শুধু ডন ব্র্যাডম্যানেরই নয়, সুনীল গাভাসকরের রেকর্ডও ভাঙার সুযোগ পাবেন। কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর এবং কিং কোহলি অজিদের বিরুদ্ধে ৮টি করে সেঞ্চুরি করেছেন। ওভালে বিরাট সেঞ্চুরি করতে পারলে সানির ৮ সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে দেবেন।

বেনজেমার সঙ্গে আল ইত্তিহাদের তিন বছরের চুক্তি

রিয়াধ, ৬ জুনঃ সৌদি ক্লাব আল ইত্তিহাদের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ কিংবদন্তি করিম বেনজেমা। ক্লাবের এক সূত্রের বরাত দিয়ে খবরটি জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএফপি। সেই সূত্র এএফপিকে বলেছে, ‘‘বেনজেমা আল ইত্তিহাদের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেছেন, যার মেয়াদ শুরু হবে আগামী মরসুম থেকে।’’ দলবদল বিষয়ক ইতালির নির্ভরযোগ্য সংবাদকর্মী ফ্যাব্রিজিও রোমানোও বেনজেমার সঙ্গে আল ইত্তিহাদের চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাঁর টুইট, ‘করিম বেনজেমার সঙ্গে আল ইত্তিহাদের চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে ২০২৫ সালের জুনে। চাইলে মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ আছে। গতকালই যা বলেছিলাম, চুক্তি আগেই সই হয়ে গেছে। দ্রুতই বিবৃতি দেবে ক্লাব।’ রোমানো আরও জানিয়েছেন, বাণিজ্যিক কিছু চুক্তিসহ বেনজেমার পারিশ্রমিক ২০ কোটি ইউরো হতে পারে। অর্থাৎ তিন মরসুম থাকলে মোট ৬০ কোটি ইউরো আয় করবেন বেনজেমা।

আল হিলালকে ১ বছর অপেক্ষা করতে বললেন মেসি, উদ্দেশ্য বার্সায় যাওয়া

প্যারিস, ৬ জুনঃ বার্সেলোনা, নাকি আল হিলাল-লিওনেল মেসির সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে গত কিছুদিনে এ দুই ক্লাবের নাম হাজারবার উচ্চারিত হয়েছে। তবে মেসিকে যদি প্রশ্ন করা হয় তিনি কী চান, সম্ভবত বার্সায় ফেরার কথাই বলবেন। কারণ, এই দলটার সঙ্গে যে তাঁর সম্পর্কটা বেশ গভীর। দলবদল নিয়ে মেসি এখন পর্যন্ত চুপ করেই আছেন। তাই মেসি কী চান, তা আন্দাজ করে নেওয়া ছাড়া উপায় কোথায়! তবে মেসির বাবা ও এজেন্ট হোর্হে মেসি আর্জেন্টিনা অধিনায়কের মনের কথা জানিয়েছেন-মেসি বার্সায় ফিরতে চান। মেসি বার্সায় ফিরতে চান-এমন আলোচনার মধ্যে ফুটবলবিষয়ক খবরের ওয়েবসাইট গোলডটকম যে সংবাদ দিয়েছে, বার্সা সমর্থকদের আনন্দে আত্মহারা হওয়ারই কথা। গোলডটকম নাকি মেসির ঘনিষ্ঠ এক সূত্র থেকে জানতে পেরেছে, আল হিলালের কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন, তিনি সৌদি আরবে যেতে চান

এক বছর পর। মেসির এমন প্রস্তাবে বিস্মিত সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এক বছর পেছালে প্রস্তাবটা আর এখনকার মতো ৫০ কোটি ইউরো থাকবে না। গতকাল স্পেনে বার্সা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তার বাড়ির সামনে হোর্হে মেসিকে দেখা গেছে বলে খবর দিয়েছে ইএসপিএন। ধারণা করা হচ্ছে লাপোর্তার সঙ্গে আলোচনা করতেই সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। লাপোর্তার সঙ্গে বৈঠকের বিষয় অস্বীকার করেছেন হোর্হে। তবে ‘মেসি কী চান’ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, ‘‘মেসি বার্সায় ফিরতে চায়। আমার নিজেরও এটাই চাওয়া। এখন দেখা যাক।’’ বার্সেলোনা দলবদলের বাজারে এখনো নামতে পারেনি। মেসিকে বার্সায় ফেরাতে বড় বাধা লা লিগার বেতনকাঠামো ও উয়েফার আর্থিক সংগতি নীতি। মেসিকে প্রস্তাব দেওয়ার আগেই বার্সেলোনার বেতন লা লিগার নির্ধারণ করে দেওয়া সীমা অতিক্রম করে গেছে। তবে শোনা যাচ্ছে, বেতনসীমা নিয়ে বার্সার দেওয়া প্রস্তাবে সন্তুষ্ট লা লিগা। যে কারণে মেসির বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়েছে। ঠিক কীভাবে আর্থিক সমস্যার সমাধান করেছে বার্সেলোনা আর মেসিকেই-বা কী ধরনের প্রস্তাব দেবে, সে বিষয়ে অবশ্য কিছু বলতে পারেননি হোর্হে, ‘‘এটা নিয়ে আগে কথা হয়েছে। এখনো কিছুই স্পষ্ট নয়।’’

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501